অঞ্জলি

Anjali

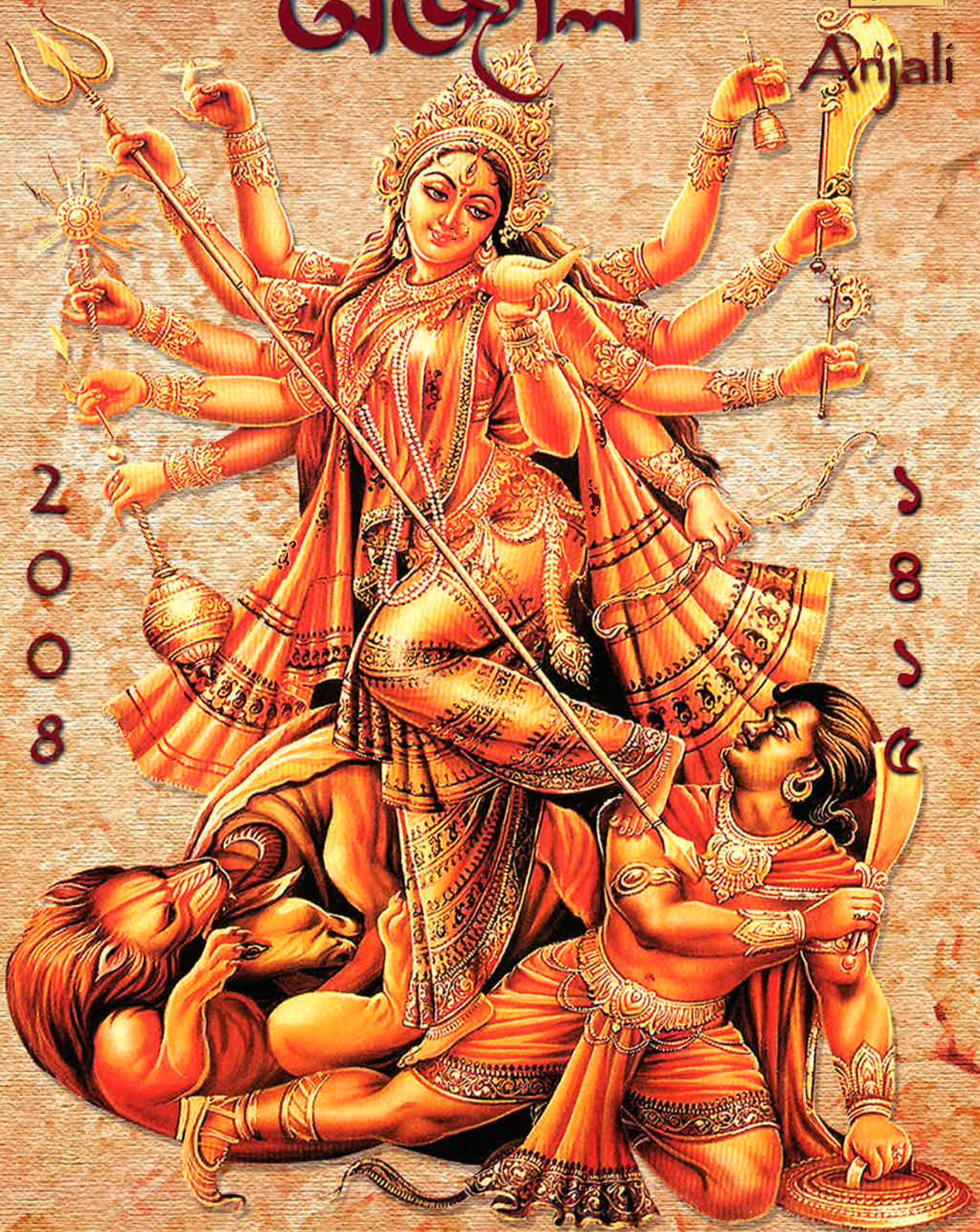

2008

১৪১৫

Pujari Atlanta **Durga Puja Edition**

অঞ্জলি

শারদীয়া ১৪১৫

Anjali

Sharodiya 2008

শারদীয়ার অভিনন্দন

Editor: Arnab Bose

Editorial Assistance:

Samaresh Mukhopadhyay
Joyjit Mukherjee
Pritam Sarkar

Cover Page Design & Graphics:

Arnab Bose

Wishing You All A
Happy Durga Puja 2008

Printed By: TRANSPROMA INC.

www.pujari.org

Disclaimer

The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of the authors. Pujari, or any of Anjali editors are not responsible for any damages, implicit or incidental, resulting out of opinions or ideas expressed in these articles.

ONLY Desi Store W/ Cash Back Bonus!
Better Brands! Better Choices! Better Prices!

Global Groceries

- Loads of FRESH Vegetables
  At or Below Cost! Save $$$
- Introducing Chat Corner
  Desi Style Pani Puri ....yum!
- Beautiful / Exclusive
  Mandir & Gift Items
  Carom Boards/Cricket Bats!

$5.00 COUPON

Good with total purchase of $50 or more

Limit one deal per customer per visit.
Must present coupon to receive discount.
No additional coupons/discounts apply. Expires – 12/31/08

MANY IN-STORE SPECIALS.... WONDERFUL SURPRISES!

NEW **WESTERN UNION**
FREE GIFT
with every transaction

Hot Breads
INTRODUCING
DESI PASTRY CLUB!
SAVE $$$ - JUST BECAZ!

WE CARRY
HIGH QUALITY & FRESH
SHAYONA / RAJBHOG
Sweets & Snacks

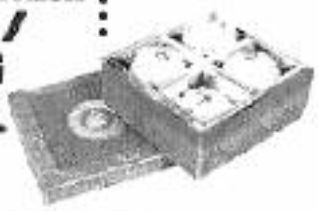

Located inside Global Mall at

5675 Jimmy Carter Blvd, Suite 105, Norcross, GA 30071
Ph: 678-421-0071 • Web: www.ggroceries.com
Store entrance towards the back on 1st floor, below Kruti Dance Academy, Global Mall

We're Large enough to CHALLENGE... yet Small Enough to CARE for YOU...

সূচিপত্র /Contents

সাত সাগর পারে ভারত ১৩

ইতি ১৬

রকবাজী ২১

খুশী দিদি ২৪

Ringing 26

রাঁধুনি চাই ৩০

Cultural Differences between America and India 32

বৃষ্টির দিনে ৩৯

The Taffy Man 40

Khoka's Dream 40

Towards the sky 41

Running: The miracle is not in finishing; 48

প্রথম দেখা ৫১

ফন্দি গ্রামের নন্দীসাহেব ৫৪

অতীত ও বর্তমান ৫৪

বাপের বাড়ী ৫৪

অপেক্ষা ৫৫

উত্তরণ ৫৫

Planning it back to Calcutta once again? 56

গ্যালাক্সি -- থ্রী ৫৯

আমাদের মতো জীবন ৫৯

প্রগতির উপহাস ৬০

Charity begins at home 61

স্মৃতি কথা ৬৩

The Adventures of Tim and Kim 66

ই-মেল ৭৭

Supporting Schools That Actually Make A Difference 80

A Different Type of Mindset 82

ভূত চুরি ৮৩

Wizard Robot 89

সম্পাদকীয়

হিন্দু শাস্ত্রমতে দেবীপক্ষের সূচনা হয় সৌর আশ্বীন মাসে কৃষ্ণপক্ষ শেষে মহালয়ার শিউলি সুরভিত প্রত্যুশে। শরতের সোনালি আলোয় সুনীল আকাশে, মাঠভরা সোনার ধানে, কাশফুলের হিল্লোলে ও শেফালীর সৌন্দর্যে বাঙালীর মন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে মায়ের বোধনের জন্য। সপ্তমী, অষ্টমী, ও নবমী তিথিতে দেবীদূর্গাকে স্তব ও পূজার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশ যেন কালনিদ্রা থেকে জেগে ওঠে। এটি হল মানুষের মনুষ্যত্বে জাগরণ, হৃদয় থেকে জেগে ওঠা।চন্ডীর স্তোত্র পাঠে দশপ্রহরণধারিণী জননীর আহ্বানে আমাদের চিত্ত হয় আনন্দিত, পবিত্র, শারদ প্রাতে তাই বাজে আমাদের জীবন বীণা।

প্রতিবছরের মত এবারও আমরা মহিষাসুরমর্দনীকে পূজার অর্ঘ নিবেদন করব।আমরা যেন আমাদের পবিত্রতা সৎজ্ঞান ও চিত্তের নির্মলতা দিয়ে মাকে বরণ করতে পারি আর সেই সঙ্গে মায়ের কাছে উদত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করি - মাগো তোমার কৃপায় আমার সংকীর্ণতা, দুঃখ, অহংকার, কাপুরুষতা ও মলিনতা কে দূর করে দাও। আমার মধ্যে আসুরিয় শক্তির বিনাশ কর।জাগ্রিত কর আমাদের সৎবুদ্ধি, মনের শুচিতা, সচেতনতা ও অন্তরের পবিত্রতা।জগৎ আজ তোমার করুণায় মধুময় হয়ে যাক। কণ্ঠে সুর গুনগুনিয়ে যেন গাই ----

''তুমি মা দূর্গা, দুর্গত পাশে
সদা বিরাজিত দুর্গতি নাশে
দুর্দম দানব বিনাশিনী মা
সর্বজয়া তব তেজ অসীমা-
বিধি বিদ্রোহ বিদলনী আমলে
মা লহ প্রণাম তব পদ কমলে।''

আমাদের এই সার্বজনীন দূর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে-আপনাদের সকলকে জানাই আমন্ত্রণ। সামাজিক মিলনের এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের বেঁচে থাকার এই প্রয়াস ও সাধনা সার্থক হোক আমাদের সকলেরই সহযোগিতার মাধ্যমে। মায়ের কৃপাই হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়-

''কৃপাহি কেবলাম শরণ্যে।''

অর্ণব বোস
Publication Secretary

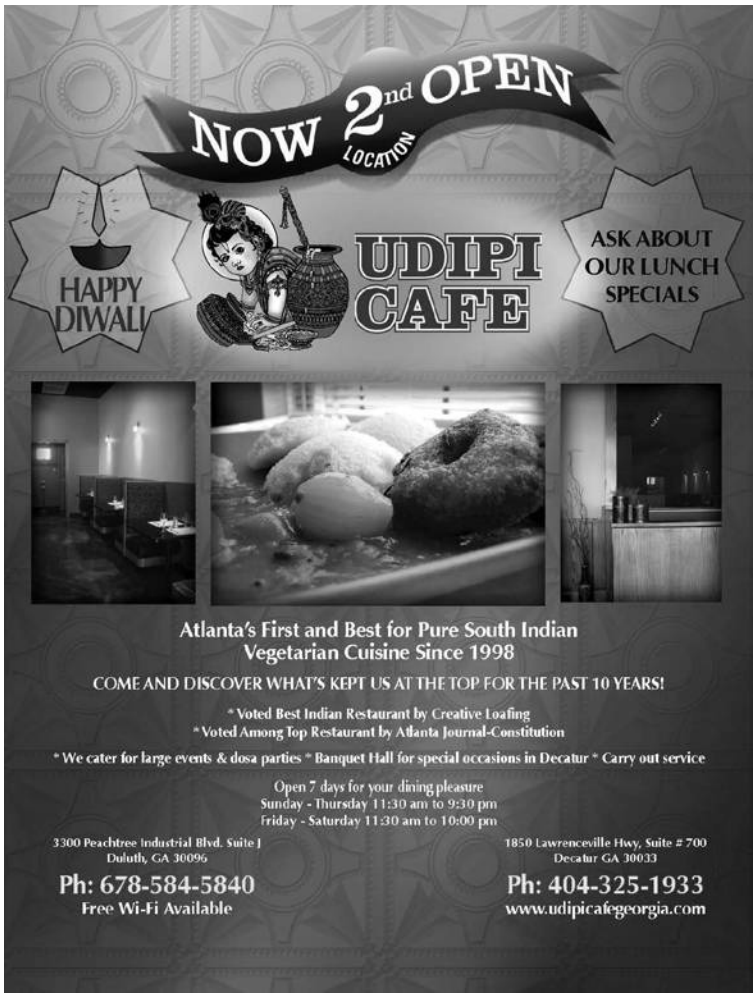

Niagara Financial Advisors, LLC

Raj Chokshi
CPA, MBA, CFP®

4555 Mansell Road, Suite 210
Alpharetta, GA 30022
(P) 678-527-2800
(F) 678-527-2801
www.niagarafinancial.net

- Investment Management
- Financial Planning
- Education Planning
- Retirement Planning
- Estate Planning
- Insurance Planning
- Income Tax Consulting

Niagara Financial Advisors, LLC is a Registered Investment Advisor offering a fee-based approach to personalized investment management, comprehensive financial planning and tax consulting.

INDIA PLAZA
High Quality Indian Supermarket

2905 Jordan Court, Suite E
Alpharetta, GA 30004
Tel: 678-867-0388
Fax: 678-348-7239

Web: www.indiaplazallc.com
E-mail: info@indiaplazallc.com
Hours: 11 a.m. to 9 p.m. 7 Days a Week

WE WISH YOU ALL
A HAPPY DURGA PUJA 2008

THE DATTA FAMILY

SAACHI, ROHAN, SARITA AND JAYDIP

EXECUTIVE COMMIITTEE 2008

President
Prabir Bhattacharyya

Vice President
Subhojit Roy

Vice President
Sudipta Samanta

Secretary
Surojit Chatterjee

Secretary
Rahul Roy

Cultural
Santanu Kar

Treasurer
Sushanta Saha

Publication
Arnab Bose

Web Master
Joyjit Mukherjee

Public Relations
Asoke Das

BOAD OF DIRECTORS

Chairman
Amitava Datta

Gauranga Banik

Paromita Ghosh

Sutapa Das

Prabir Nandi

Sanjib Datta

Sudipto Ghose

Samaresh Mukhopadhyay

Kallol Nandi

PUNJAB

Grocery and Restaurant

Catering Specialist ~ Low prices that suites your budget

Venue ~ Hilton Hotel Banquet Hall

DINE IN

- For Families and Groups please call in advance for better taste and to save time.

GOOD NEWS

We have Tandoori Items

Nan	- 1.00
Tandoori Chicken (Leg)	- 1.99
Chicken Tikka 6pc	-3.99
Kabab Chicken	- 1.00
Sabji Goast	- 4.99
Karahi Goast	- 4.99
Punjabi Choley	- 2.99
Paya or Haleem	- 4.99

Much more is available

NOW ALSO SERVING CARRY OUT AND DINE IN FOOD

HALAL MEAT AVAILABLE

Call: Ijaz Mughal. Tell: 770-955-3277

Monday 12 noon to 6 p.m. Tue-Sun 11:00 a.m. to 9:30 p.m.

Cobb International Plaza
1869 Cobb parkway Suite 425
Marietta, Georgia -30062

Marinated Items

Available

Chicken Kabab Keema	-3.99
Tandoori Leg	- 1.25

.. and much more

From President's desk

আগমনীর বাজনা শোনা যায় ঐ। দূর্গা পুজা এসে গেল আবার । সাজ সাজ রব উঠেছে পুজারীর পুজা পান্ডেলে । ৪ দিনের পূজা, সপ্তাহন্তের এই ২ টো দিনেই তো সারতে হবে। আর তারপর তো আবার অনন্ত আপেক্ষা পরের বছরের জন্য ।

বাংলা চলচিত্রতে বহু বার দেখা (উদাহরণ হিসাবে নিশ্চয় এসে পড়ে দাদার কীর্তি-র কথাই) প্রাক দূর্গা পুজার সেই Sequence-এর মতই প্রবাসী বাঙালীরা মেতে উঠেছে সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেবার প্রস্তুতিতে। হইহই করে চলছে নানা ধরনের, নানা বয়সের ছেলে মেয়েদের কঠিন পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা, সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের প্রস্তুতি। তার উপর আছে বিজ্ঞাপন তোলা আর বাৎসরিক ম্যাগাজিন এর কাজ।

একটু দেখা যাক দূর্গা পূজার মানেটা ঠিক কি আমাদের কাছে? The actual essence of Durga Puja is in the collective set of passions of Bengali spirit. It converges at emotion, culture, the love of life, the warmth of being together. Last but not the list, it epitomizes in the joy of celebration, the pride in artistic expression and devotion towards worshiping of the goddess Durga. But it is much more than just the worship. It is an event to present and feel closeness in the community; it is the desire and a serious effort to sustain and transfer our rich culture to the next generation and goes beyond religion. Is there any cause that could be more inspirational?

এতো কিছুর মধ্যে ও কিন্ত কলকাতার পূজার জন্য মনটা কেমন কেমন করাটা আর যায় না!
Pandals may be lit and decorated with new themes such as Olympics, latest natural disasters or worldwide topics like global warming!

আসলে কলকাতা আছে কলকাতাতেই। আর তাই তো the whole city is at this moment rushing to shops spending all the saving in buying dresses for the whole family, kids are planning fun activities, schools are in a complete holiday mood. Whole city gooseflesh when the dhakis first begin to beat their drums. It is the only occasion when all the Bengalis in Kolkata is out in the street going from one end of the city to the other watching beautifully decorated pandals and seriously criticizing/comparing one with other. Which other Indian festival - in any part of the country - is so much about food, about going from one roadside stall to another, following your nose as it trails the smells of cooking?

আপাততঃ সময় নেই এই দুখঃবিলাসের । আমাদের সবার এই ছোট্টো কলকাতাটা আমাদের সবার দিকে এই মুহুর্তে অনেক প্রতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে এটাই দেখার জন্য যে, আমরা পারবো তো?

নিশ্চই পারবো! যেখানে সর্ব-জন মিলেমিশে এক মহামিলনের মেলাকে সাফল্যমন্ডিত করার ব্রত নেয়, তাই তো সার্বজনীন উৎসব আর তাকে সফল করবো আমরা সবাই মিলে । তাই আসুন সবাই মিলে সব ব্যস্ততা, বিভেদ ভুলে আমাদের মন ভরিয়ে ডুবে যাই এক আপার আনন্দসাগরে ।

Thank you and Shuvo Bijoya
Prabir Bhattacharya
President

TEXAS SARI SAPNE

1594 Woodcliff Dr. # E . Atlanta, GA 30329
(404) 633-7274 . (404) 633-SARI
(404-327-6383 ((Electronics)

The Largest Sari and Appliances Store In Atlanta

We carry the biggest selection in Japanese Saris, Indian Silks & Wedding Saris, Designer Salwar Kameez in cotton & silks, Suits, Lehnga sets, 220v Appliances, Tv's, VCR's, Microwaves,Stereos, Watches, Gents suitings, Pants & Shirts.Luggage, Pens, Gifts, Perfumes and many more items...

we do
PAL↔NTSC
conversion
same day service available

We Now Put Your Videos to DVD at Affordable Prices

Come and See our New Arrivals of Latest Teenager Out Fits

TEXAS SARI SAPNE *Service with a Smile !*
Open Tue-Sun 11:00AM to 8:00PM - Closed Monday

CHERIANS
International Grocery

25 Years of Excellance

751 Dekalb Industrial Way Decatur, Georgia 30033
Tel: (404) 299-0842 Fax: (404) 299-8789

"Largest Full Line Indo-Pak Grocery Store with Top Quality Products & Competitive Prices"

Fresh Vegetables - Fresh Snacks - Fresh Sweets
Luggage - Cookware
& Groceries From All Around The World!

Durga Puja Greetings from:

Zyka®

The Taste

INDIAN RESTAURANT & BANQUET FACILITIES

Our Locations:

1677 Scott Boulevard
Decatur, Georgia 30033
Tel: 404-728-4444
Fax: 404-636-5551

100 S. Central Expressway, Suite 21,
Richardson Hieghts Village
Richardson, Texas 75080
Tel: 912-238-7777
Fax: 972-238-7871

www.zyka.com

GOKUL SWEETS

PURE VEG. RESTAURANT

LONG HOURS: TUE-SUN 11AM-10PM MON: 11AM-9PM

ONLY STORE IN ATLANTA OFFERS
SWEETS, NAMKIN, SNACKS, THALI, NORTH INDIAN DISHES, SOUTH INDIAN DISHES, GUJARATI DISHES, CHINESE DISHES, CHAAT, FRESH FRUIT JUICES, FALOODA, KULFI, AND LOT MORE.
EVERYTHING UNDER ONE ROOF

OPEN 7 DAYS A WEEK

WE DO SHIPPING ANYWHERE IN USA

C-763 Dekalb Ind. Way, Decatur, GA 30033 • 404-299-2062 / Fax: 404-299-7184

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো' - পূজোর প্রাক্কালে বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে রবিঠাকুর - সিঙ্গুর সমস্যার জট কাটানোর বৈঠকে। মিলন মাত্রা পায় নতুন যখন বিরোধী নেত্রী তাতে খেই ধরান 'সকল দ্বন্দ বিরোধ মাঝে , জাগ্রত যে ভালো'। উন্নয়নের জয়, মানুষের জয় - যাই আখ্যা দিই না কেন , সময়টা ভুলি না ; বছরের এই সেই সময় যখন 'মা ' আসছেন । তাই কাশফুল দুলছে , বাজছে ঢ্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি , মহামিলেনের মধুরমন্ত্র উচ্চারিত দিকে দিকে !

সাম্প্রতিককালের এক বাংলা ছবি বং কানেকশন এ স্বদেশে ফেরা আর পরবাসে আসা দুই যুবার সংস্কৃতির শেকড় খোঁজার আকুতি আর আপাত confusion দেখে আমরা মজার মাঝেও পাই কিছু চিরন্তন পাথেয় ।তাই আবার মনে করাই যা আমরা তুলে ধরেছিলাম এই বছরের প্রথমদিকে শুভ সরস্বতী পূজোয় । প্রায় বছর পঁচিশেক আগে কলকাতায় যখন ঊষা উথুপ so called "অন্য' গান গাইতে শুরু করেছিলেন, তখন রাজনৈতিক মহলে অপসংস্কৃতির অপবাদ নিয়ে হৈ হৈ হয়েছিল। আজ সেই ঊষা উথুপই যখন জনসাধারনের মন্চে গান 'নন্দীগ্রাম নন্দীগ্রাম, don't worry নন্দীগ্রাম' , তখন নিশ্চিত হই 'বাংলার সংস্কৃতি' শব্দটার definition একটুও বদলায় নি।

ভাগ্যিস রবিঠাকুর music director ছিলেন না, তাহলেও কলকাতার কালজয়ী কথা ও সুরের দিকপালদের সাথে সাথে মুম্বাই-masters সেই শচীনকত্তা থেকে আজকের শান্তনু মৈত্র.....ভাবতে কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে, বিবর্তনটা যুগের মেলবন্ধনকে সাক্ষী রেখে নিশ্চই, কিন্তু শিকড়টা অটুট। তাই আজও মাধুরী দীক্ষিতের নতুন হিন্দী ছবির গানে শুনি 'দাদা পায়ে পড়ি রে' র অবিশ্বাস্য tune । তনুশ্রী শংকরকে দেখি 'ঝুম তা রা রার ' judge হতে যেখানে মাম্বা সালসার সাথে ভূমি-রুপংকরের গান-নাচ একাকার । সুর-তাল-নাচের এই মহামিলনেই তাই আসুন শুনি ক্যাকটাসের উদাত্ত গলায় ' আমি শুধু খঁজেছি তোমায় ' বা শম্পার সুরেলা গলায় 'আরো দূরে চলো যাই , ঘুরে আসি ' ।

আমরা হয়তো বা এখানে থেকে নিজেদের নিজেরাই প্রবাসী বলে আখ্যা দিয়েছি ; কিন্তু আমরা সবাই এই super-bowl আর হ্যানা মন্টানা বা হ্যারি পটারের সাথে সাথে খুঁজি কোথায় পাই বাংলার মাটির গন্ধ - আমাদের জন্য, আর আরো বেশী করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য । পূজারীর প্রয়াস এখানেই.....।

সাদর আমন্ত্রন সব্বাইকে দূর্গাপূজোর শুভদিনগুলোতে

-পূজারীর cultural desk থেকে

bhojanic

Full Service Catering

PUNJABI, NORTH INDIAN, CONTINENTAL VEG, & NON-VEG

- Full service set-up, servers, & bartenders
- Banquets Halls / Hotels
  (Bhojanic, Marriott, Hyatt, Hilton)
- Delivery across Southeast

Homestyle Prepared Meals

- Selections sold by the pound
- Daily & Weekly Menus
- Perfect for small gatherings
- Custom meals for your health needs

Visit Our Restaurant

Fusion • Homestyle Indian • Tapas

17 Years Of Full Service Catering (404-386-1940)

Wednesday & Friday ~ Live Jazz

Voted "Best" by the Atlanta Magazine, CitySearch Sunday Paper and more.

Lunch & Dinner:
Mon-Thurs 11:30am-10:00pm,
& Fri-Sat 11:30am-10:30pm

1363 Clairmont Rd ~ Decatur, GA 30033

www.bhojanic.com **404-633-9233**

Unlock Your Potential

Lessons in Piano, Guitar, Drums, Violin & More

678-770-5150

www.KeyMusicCenter.com

KEY MUSIC CENTER

3081 Holcomb Bridge Road

(Near Target/Publix Shopping Center)

Group Classes Available

Call for Details

Minerva
Indian Cuisine

Fine Dine-In & Carry-Out

Banquet & Catering

www.minervacuisine.com

4305 State Bridge Rd., #108
Atlanta, GA 30022
(Publix Shopping Center)

☎ 678-566-7444

Fax: 678-566-7477

সাত সাগর পারে ভারত

শুভশ্রী নন্দী, আটলান্টা

বরাক পেরিয়ে গঙ্গা - গঙ্গা পেরিয়ে পৃথিবীর অন্যতম উত্তর প্রান্তের দেশ ফিনল্যান্ডে যখন পাড়ি জমালাম তখন - ২৯ ডিগ্রী তাপমাত্রায় নিজেই জমে যাবার উপক্রম। জানলার পর্দা সরালেই চারপাশের দৃশ্যপট যেন বাড়ীর Freezer এর মত বরফে ঢাকা। সূর্য্যালোকে শ্বেতশুভ্র প্রাকৃতিক হীরের ঝলকানিতে চোখ আপ্লুত। জমা লেকের ওপর গাড়ী চালিয়ে গর্ত খুঁড়ে মাছ ধরে - ইউরোপের উত্তরতম শহর হেমারফেষ্টকে ৭৫ কিলোমিটারের জন্য ছুঁতে পারলাম না, তবুও ল্যাপ উপজাতি, স্লেজ বয়ে আনা হাস্কি কুকুর - উত্তর মেরুবৃত্ত পেরিয়ে ঘুরে বেড়ান বল্গা হরিনেরা - এই সমস্ত জীবন্ত ভৌগোলিক বর্ন বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও - কোথায় যেন খুঁতখুঁতানি - মন যেন আরো কিছু চায়।

দেখতে শুরু করলাম বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বহু আকাঙ্খিত ইউরোপীয় অপেরা (ইটালিয়ান - রাশিয়ান সমেত), রাশিয়ায় বসে রাশিয়ান ব্যালে - লোকনৃত্য, হাঙ্গেরি - ইকুইডারের লোকসঙ্গীত ..... নানা রূপে রসে রঞ্জিত হচ্ছে অভিজ্ঞতা - রঙীন তুলির টান পড়ছে মনে। তবু এক কিন্তু ..... ''দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'' - র ভঞ্জরণ যেন শুনি 'মনবীনাতারে' এ তো - নেয়ার পালাই চলছে - কিছু কি দেয়ার নেই? বা তা দেবার যোগ্যতা আছে কিনা - তার যথার্থতা স্থির করবে কে?

বেনো বনে তো শেয়ালই রাজা হয় - এই প্রবচনটি মাথায় রেখে - মনের চাড়া দেয়া প্রশ্নটিকে না উড়িয়ে দিয়ে জল-হাওয়া-বাতাস দিতে থাকলাম অবসর ভঙ্গ পেলেই।
সপ্তাহে দুদিনের বিকেল জুড়ে নেয় - ফিনিশ ভাষা শিক্ষা, লিন্নালা কলেজে।

শিক্ষিকা মাইয়া ভালেমের একদিন প্রস্তাব করলেন - শেষদিনের ক্লাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব পোশাক, সঙ্গীত, নৃত্য ও খাদ্য পরিবেশন করবে। ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইরাকী, রাশিয়ান সহ আমরা অনেকেই তাই করলাম। উপস্থাপনাগুনে কি ভাগ্যগুনে জানিনা - লিন্নালা কলেজেরই একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার 'পাইভি ভারতাইনেন ওরা' একটি আলোচনা চক্রে হেলেনা আলবর্দি - কে ডেকেছিলেন - আমায় তাতে অংশগ্রহন করতে ডাকলেন। হেলেনার পান্ডিত্য সর্বজনবিদিত। তিনি হেলসিঙ্কি থেকে এসেছিলেন। বহুদিন তিব্বত ও ভারতে ছিলেন। আলোচনা চক্রে তাঁর একটি প্রশ্ন মনে পড়ে - ''সীতা যখন লক্ষ্মণের আদেশ অমান্য করে গন্ডী অতিক্রম করলেন সেটাকে কি ভারতীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা যায়?" প্রশ্নটি আমায় নাড়া দিয়েছিল।

যাই হোক পরদিনই দুরাভাষে পাইভির গলা - ''শুভ্রশ্রী, তুমি কি ৭ দিনের ভারত নিয়ে প্রদর্শনী এবং আলোচনা চক্রের আয়োজন কারতে পারো? অতুৎসাহে 'হ্যাঁ' বলে ফোন ছেড়েই মনে হল - আমার হাতে উপাদান তো কিছু নেই। বানভাসি জলে খড়কুটোর মতো কিছু তো চাই আঁকড়ে ধরার জন্য। ঘরদোর তন্ন তন্ন করে দেখলাম সংগ্রহে আছে বেশ কিছু 'দেশ' পত্রিকা, নিজস্ব সংগ্রহের নানা প্রদেশের শাড়ী, গীতা, গীতবিতান, সুকুমার সমগ্র, ছোটদের রামায়ন মহাভারত, ভারতীয় মশলা, হস্তশিল্প। শুরু করে দিলাম অত্যুৎসাহে পড়াশুনা। আমার এমনিতেই দুর্নাম রয়েছে - 'উঠল বাই তো কটক যাই'। এ যাত্রায় সেটাই 'ফিনল্যান্ডকে - ''স্বদেশ ভারত'' দেখাই।' ইন্টারনেটের সাকুল্যে একমাস জুড়ে শুরু হল সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষনা। সংগ্রহ করতে লাগলাম রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ।

শুরুতে আক্ষেপ করেছিলাম উপাদান নেই - তাক লেগে গিয়েছিল নিজেরই যখন দেখলাম সাত ঘন্টা জুড়ে ৮ জন মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সামগ্রীগুলো উপস্থাপিত করতে। প্রদর্শনীর বিষয় বিস্তৃতি ছিল - রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী - ভারতীয় চিত্রকলা, নাটকের ইতিহাস, সামগ্রিক ভাবে ভারতের ইতিহাস, পোটো শিল্প, ফটোগ্রাফি, মৃৎশিল্প, হস্তকার্য্য, গয়না, বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ী, ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খাদ্য ও মশলা।

একটা জিনিষ দেখলাম শেখার মত - এরা যা কিছু করে তার উপস্থাপনা এবং কাজ নিঁখুত ও Professional. এক বিন্দু ফাঁকি ও ফাঁক নেই কোন কিছুতে। আমার গাড়ী উপস্থাপনা যাতে দর্শনীয় হয় - পাইভি দোকানে ঘরে ঘুরে সমস্ত মাটির মডেল যোগাড় করেছে - বিশাল দুটি হলঘর ও বারান্দা জুড়ে তাদের পরনে কাঁথা - ঘাটচোলা - বালুচরী - গয়না প্রদর্শনীর কথা শুনেই পাইভি বিমা করে নিল নিরাপত্তার জন্য। মিউজিয়াম থেকে ধার করে নিয়ে এল বিশাল কাঁচ দিয়ে ঢাকা বাক্স। সেই কাঁচ এমনি তোলা যায় না। ভারী প্রায় পাঁচ পাউন্ড, এক হাতুড়ির মত দেখতে চুম্বক দিয়ে খুলতে হয়।

যাহোক, পরদিন স্যাভনলিন্না শহরের সমস্ত সংবাদপত্রে পুরোপাতা জুড়ে তার Coverage হয় এবং বেতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় আমার। স্যাভনলিন্না শহরের সমস্ত স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের Education Excursion Tour দেয়। ভারতীয় রান্না ও বিরিয়ানী চেখে তারা মুগ্ধ। তবে আমার চোখে নয়নাভিরাম দৃশ্য ছিল যখন দেখি ফিনিশ মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিল কি করে পাটিশাপটা বানাতে হয়। প্যান কেক বানানোর অভিজ্ঞতা ছিল কিনা!

সেই শুরু। আর আমায় পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর বিভিন্ন স্কুল কলেজে ভ্রাম্যমান ভারতের ক্ষুদ্রসংস্করণ করার অনুরোধ আমি ফিনল্যান্ড ছেড়ে আমার একসপ্তাহ আগে পর্য্যন্ত পাই এবং অনুরোধ রক্ষাও করি।

এরপর আটলান্টিক পার করে আমেরিকায় এসে দেখি সংস্কৃতির তৃষ্ণা অচিরেই মিটে গেল আমার।

এখানে দূর্গাপুজো হয় - তার কল্যানে দেখলাম - ভূমি - চন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্র জয়ন্তী হয় - তার কল্যানে ধন্য হলাম রিজিওনা বন্যা চৌধুরীর সঙ্গীত শুনে। বঙ্গ সম্মেলন - বঙ্গমেলার কল্যানে দেখলাম রমা মন্ডল, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সন্দীপ রায়, সুবোধ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রুনা লায়লা, নান্দিকার গোষ্ঠীর নাটক, সব্যসাচী চক্রবর্তী, ইন্দনীল হালদার, বিপ্লব চ্যাটার্জীর করা নাটক। চলচ্চিত্র শিল্পী সাবিত্রী চ্যাটার্জীর করা শ্রুতি নাটক। ইন্দ্রনীল সেন, রাঘব চ্যাটার্জীর গান, কবিতার ব্যান্ড।

কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করলাম আয়োজক - সংগঠক এমনকি রসাস্বাদনকারীদের বয়স ৩০ থেকে ৭০ বছর পর্য্যন্ত। একটা দ্বিধা রয়েই গেল - প্রশ্নটা এই যে উঠতি প্রজন্ম এর রস কতটুকু উপভোগ করছে? বাবা মায়ের আগ্রহে এরা অনেকেই ভারতনাট্টম বা কুচিপুড়ির স্নাতক। কেউ কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত বা Classical - এও দারুন পারদর্শী। কিন্তু এদের মনের ভাব প্রকাশ করতে সুখের ভাষা ইংরেজী। দিনের ৭০ শতাংশ সময় এরা ইংলিশ বলে - ৯০ শতাংশ ইংলিশ শোনে। অনেকেই বাড়ীতে, বাংলাই বলে সত্যি কিন্তু ব্যস্ত জীবনের মধ্যে কতটুকুই বা? তাই এরা কতটুকু বা মূল অনুষ্ঠানের স্বাদের কয় শতাংশ অনুভব করছে - তা আমাকে ভাবাল ও নাড়াল। কলেজ স্ট্রীট থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পসংকলনের অনুবাদ কিনলাম - R.K. Narayan এবং ফেলুদাও। দেখলাম ওগুলো ভালোই চাখে শিশুরা। অতএব সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আঙ্গুলে তোলা চাই। ঘি - টাই এখন একনিষ্ঠ লক্ষ্য - ধনুর্ভাঙ্গা পণ। দেশে আমার মা সুমিত্রা দত্তকে বল্লাম - ''ঋতুরঙ্গের অনুবাদ করে দাও।'' দেখা গেল আবার সমস্যা - এদেশে ৪ ঋতু - ভারতে ছয়। যা হোক হল অপূর্ব প্রদর্শনী। চারদিকে ধন্য ধন্য। সর্বোপরি বাচ্চারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করল অনুষ্ঠান। এর আগেও শ্রীমতি সুমিত্রা দত্তের আলেখ্যতে (Script) - নারীর বিভিন্ন রূপ সঞ্চায়ন হয়েছে। চন্ডী থেকে শক্তি রূপিনী রূপ, বাচ্চাদের নাচে কন্যারূপ, বধূ কোন আলো দিয়ে যৌবন - কৃষ্ণ যশোদার নাচে বাৎসল্যরূপ এবং প্রতিবাদীরূপ কবিতা সিংহের 'ঈশ্বরকে ইভ' কবিতার সঙ্গে নৃত্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

তৃতীয়টি আমার সবচাইতে সফল নাটক উপস্থাপনা। পাঁচতারা হিলটন হোটেল ভাড়া করে ৬০০ দর্শকের সামনে অনুষ্ঠানটি হয়। নাটকটির নাম - ''শিকড়ের সন্ধান - একবিংশ শতকে আমেরিকান ইন্ডিয়ানের কাহিনী।'' রচনাটি লেখে আমার কন্যা নৈঋতা নন্দী ও আমি। দেশে গেলে সে ভারতকে কিভাবে আবিষ্কার করে তার বর্ননাতে সে তুলে ধরেছে - আর আমেরিকার ভারতীয় জীবনের দৈনন্দিক দিনলিপি লিখে আমি রচনাটি সম্পূর্ণ করি। ওর রচনার দিকটি 'Serious ও Educational' আর আমার দিকটিতে রয়েছে হাল্কা হিউমার। এতে সুর করে কিছু পাঁচালী ধরনের ছড়া আছে যাতে বিশ্বখ্যাত ''Fiddler on The roof'' musical চলচ্চিত্রটা যারা দেখেছেন - তার সুরে শব্দগুলি বসিয়ে ছিলাম। নাটক উপস্থাপনা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রেক্ষাপটে 'Slide' ব্যবহার হয়েছিল। যেমন - ''ভারতে পদার্পন করলাম'' বলা মাত্র বিকট গর্জনে Plane - এর আওয়াজ - এবং Slide - এ দেখা যাচ্ছে বিশাল Plane. গানগুলো Mr. Sam এর স্টুডিওতে ওনার instrument সহ recording হয়। নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠে - একেকদিন দুপুর গড়িয়ে মধ্যরাত্রি হয়ে যেত।

এরই মাঝে আটলান্টাতেও করলাম ভারত প্রদর্শনী। একটা জিনিষ এদেশ থেকে শেখার আছে - প্রযুক্তি ও 'Organizational Skill' - উপস্থাপনাকে সত্যি অন্য মাত্রা এনে দিল। আবৃত্তি করতাম - এখানেও আটলান্টাতে করি। কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানগুলো করে অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছি।

অন্ধের হস্তীদর্শন তো হাতী অনুভূতির এক শতাংশও নয়। আর তাই অমন বিপুল বৈচিত্রময় ভারতীয় সংস্কৃতি নিজে কতটুকুই বা অনুধাবন করেছি - কিন্তু আনন্দভাগে আনন্দভোগ বাড়ে - তাই বারবার কতটুকু দিতে পেরেছি জানিনা, কতটুকু যোগ্যতা বা অধিকার আমার আছে - সে হিসেব মাথায় থাক। কিন্তু ভারত নিয়ে মেতে থাকার অনাবিল আনন্দে বুক বারবার ফুলে উঠেছে। যেখানেই থাকি - যেভাবেই থাকি দ্বিধাহীন ভাবে। অনুভব আর আবিষ্কার করেছি বারবার ''জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে আমার ভারত অধিষ্ঠিত।''

ইতি

সুস্মিতা মহলানবীশ

ভোর রাতে দমদম এ্যায়ারপোর্টে নাগ দম্পতি শম্পা ও পরিমল নাগ অধীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে অবশ্যই পরিমল নাগের বোন অপর্না ও তার স্বামী অরুন শর্মা আছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ কোমলতা ও আবেগ আচ্ছন্ন হয়ে আছে নাগ দম্পতির মন। আকাঙ্খিত বিরক্তিটি কখন আসছে? তাকে দেখতে পাওয়ার ভীষণ তৃষ্ণা নিয়ে এই চার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতরে ভেতরে চেপে থাকা উত্তেজনায় সময় যেন আর কাটতেই চাইছে না নাগদম্পতির। মিষ্টি মিষ্টি মুখ নিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃসন্তান শর্মা দম্পতি। চার জনের দৃষ্টিই 'প্রথম পদ্ম' খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। অতীতের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে নাগদম্পতির মধ্যে একটু সংকোচ ভাব দেখা যাচ্ছে। ইতি তো তাদেরই জন্মসূত্রের আরেক কন্যা।

উচ্চ শিক্ষিত ও বাঙালী বিত্তশালী এই নাগপরিবারে ইতি তার আরো দুই দিদি রুবি ও হেমার মতই জন্মেছিল। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ে জন্মালেও ছেলেবেলায় একই পরিবারে মোটামুটি একই ধারায় সবার জীবন শুরু হয়। কিন্তু নাগপরিবারে ইতির ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হয়নি। ইতি মানেই 'সমাপ্তি'। একটু জ্ঞান হতে ইতি যখনই তার নামের ও জন্মের অর্থ বুঝতে পেরেছে তখন থেকেই সে নিজেকে পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে একটু একটু করে গুটিয়ে নিয়েছে। খুব ছোটবেলায় ইতি বাড়িতে বিশেষ কিছুর আয়োজন হলে অন্য দুই দিদিদের মত আনন্দে যোগ দেওয়ার চেষ্ট করত তার একটা ছোট পা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রুবি ও হেনা ছোট বোন ইতিকে ইতি না বলে লেম্পু বলেই ডাকত। লেম্পু ডাকটা যে আদরের নয় সেটা ৪/৫ বছরের ইতি খুব ভালভাবেই জানত। আর এটাও সে বুঝতে পারত দিদিরা তাকে ছোট বোন বলে স্বীকৃতি দিতে না পারলেই বাঁচে।

একটা সময়ে তিন বোনকেই একই স্কুলে যেতে হত। স্কুলের সামনে এসে ড্রাইভার দরজা খুলে দেওয়ার আগেই বড় দুই বোন ছুট লাগাত স্কুলে ঢুকে যাওয়ার জন্য। ইতি নামতে পরল কিনা সেটা দেখার প্রয়োজন তাদের আছে বলে কোনদিনও তারা ভাবত না। ইতি তার বড় বইয়ের ব্যাগ ও জলের বোতল নিয়ে ড্রাইভারকে বাই বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্কুলের ভেতরে ঢুকে যেত। ইতির সহপাঠী এবং পরবর্তীকালে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেবা তরফদার ইতির দিদিদের মনোভাবটা বুঝতে পেরে ইতির প্রতি সহানুভূতিতে ওর মনটা একটু আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। গায়ের রং-এর দিক থেকে ইতি তার দিদিদের থেকে অনেক বেশী ময়লা হলেও রেবার চোখে ইতিই দেখতে বেশী ভাল বলে মনে হত। ক্লাসে ইতি ও রেবাই সব সময় প্রথম ও দ্বিতীয় হত। এই প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া নিয়ে ওদের মধ্যে কোন হিংসা বা ঈর্ষা ছিল না। একজনের সাফল্যে আরেকজন অন্তর থেকে আনন্দ উপভোগ করত। পড়ব নিজের শেখার জন্যে, কাকে হারিয়ে দুনম্বর বেশী পেয়ে জিতে যাব, সেরকম মনোবৃত্তিটা ওদের দু-বন্ধুর মধ্যে ছিল না। কিন্তু ঐ ক্লাসেই প্রথম দশজনের মধ্যে কিছু কিছু মেয়ে ছিল যাদের দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দুনম্বর বেশী পাওয়া নিয়ে।

সহপাঠীদের মধ্যে কিছু কিছু মেয়ে ইতি ও রেবার বন্ধুত্বটাকে ভাল চোখে দেখত না। কেউ কেউ ঠেস দিয়ে ইতির পায়ের কথাটা বলত। ক্লাস এইটে পড়াকালীন একদিন লাঞ্চব্রেকে ওদের ক্লাসের এক সুন্দরী মেয়ে পলা হালদার ইতির সামনে এসে ঝুঁকে হেসে বল্ল - তোর দিদিরা তো তোকে লেম্পু বলে ডাকে আমরাও কি তোকে তাই বলে ডাকব? ইতি জবাবে বলেছিল - বাড়ির নামে বাড়ির লোকেরাই ডাকবে, আমার সাথে তোর পরিচয় এখানে, কাজেই তুই আমাকে আমার স্কুলের নাম ধরেই ডাকবি। পলা উত্তরে হেসে বলেছিল - ঠিক আছে স্কুলের বাইরে আমরা তোকে লেম্পু বলেই ডাকব। ইতি শান্ত হয়ে কথাবার্তা বল্লেও রেবার মাথায় ঐ কথা শুনে ঝট করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। রেবা খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিল, তোদের মত নোংরা লোকেদের হার্ট বলতে কিছু নেই। তোরা সভ্যতা ভদ্রতার

বাইরে। তারপর আঙুল তুলে পলার আপাদমস্তক দেখিয়ে বল্ল - তোর ঐ বাইরের রূপের ভেতরে কত পচা জিনিস আছে তা কি তুই জানিস? লোকের শারীরিক খুঁত নিয়ে কথা বলতে লজ্জা করে না? তোর শরীরের ভেতরে কত রোগ আছে আজ না জানলেও কাল জানতে পারবি। তার জন্য তোকে নিয়ে কাউ হাসতে আসবে না। ওদের কথাবার্তায় তাপ থাকায় আশেপাশের অনেক মেয়েরা এগিয়ে আসে। কিছু কিছু মেয়েরা পলার কথায় হাসলেও কুন্তলা, শ্যামশ্রী, সুপ্রিয়া ও বন্দনা এরকম কিছু মেয়ে আবার রেবার সাথে যোগ দিয়ে পলার নোংরামির নিন্দা করেছিল। ক্লাসে ফিরে গিয়ে বন্দনা সাক্‌শেনাকে ঘটনা বলায় পলার মা-বাবাকে চিঠি পেতে হয়েছিল এবং পরদিন পলা এসে সবার সামনে ইতির কাছে ক্ষমা চেয়েছিল।

এরকম ধরনের অভিজ্ঞতা ইতিকে ছোটবেলা থেকেই পেতে হয়েছে। শৈশবের আনন্দ উপভোগের পরিবর্তে সে শিশুকাল থেকেই অনেক তিক্ততার মধ্য দিয়ে পুরোপুরি এক অভিজ্ঞ নারী হয়ে উঠেছিল। মা-বাবার অবহেলাও ইতিকে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। রুবি ও হেনার সর্বত্র যাওয়ার ও আনন্দ উপভোগ করার পারমিশন ছিল। কিন্তু ইতির ক্ষেত্রে মা শম্পা ইতির খোঁড়া পায়ের কথা তুলে তাকে কোথাও যাওয়ার পারমিশন দিতেন না। বাবা পরিমল নীরব থেকে মাকে সব সময়েই সমর্থন করে যেতেন। মা-বাবা দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত, পুঁথিগত শিক্ষা ওনাদের মানসিক শিক্ষাকে সেরকম পাল্টাতে সাহায্য করেনি। ইতিকে ছোটবেলায় সামনে রেখে ওনারা অনেক কথাই বলাবলি করতেন। খোঁড়া ও কালো মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং তার কোনদিনও বিয়ে হবে না। সে তাদের ঘাড়েই সারা জীবন থাকার এরকম আরো কত কি। ইতির খুবই কষ্ট হতো। কিন্তু কিছুই বলার ছিল না। বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত। লুকিয়ে লুকিয়ে বাথরুমে গিয়ে কান্না আটকানোর চেষ্টা করত সে। মা-বাবার সাথে তাকে নিয়ে পিসীমনির প্রায়ই তর্ক লেগে যেত। পিসীমনিই তার একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ইতিকে মন-প্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন।

ইতি জন্মের আগে ইতির পিসীমনি অপর্না আমেরিকায় এসেছিলেন পদার্থ বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য এখানে তিনি ডাঃ অরুন শর্মার সাথে পরিচিত হয়ে তাকেই বিয়ে করে দেশে ফিরে যান। দেশে ফিরলেও প্রায়ই কাজ নিয়ে ওনাদের দুজনকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হয়। অপর্না দেশে ফিরে যে দিন ইতিদের বাড়ি এসেছিলেন সেদিন চার বছরের ইতি দুই দিদিদের সাথে দৌড়ে খোঁড়া পা নিয়ে পিসীমনিকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু শম্পা নাগ ওদের বাড়ির সাহায্যকারিনী কমলাকে ডেকে বললেন ইতিকে ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। শম্পার চোখে ও গলার স্বরে ইতি সম্পর্কে এমন একটা ভাব ছিল যা অপর্নার নজর এড়ায়নি। অপর্না শম্পাকে বললেন - ওকে সরিয়ে নিতে বলছ কেন? এখানেই থাকুক না। তারপর অপর্নাই নিজে গিয়ে ইতিকে কোলে তুলে নিলেন। ইতির দুই দিদির কাছে অপর্নার এই আচরনকে অস্বাভাবিক বলেই মনে হল এবং অপর্নাকে ওদের পছন্দ না হওয়ায় ওরাই ওখান থেকে সরে পড়েছিল। শম্পা দুঃখ করে বলেছিলেন ইতির জন্ম ওনাদের কাছে একধরনের অভিশাপ। ওনারা আর কোনো সন্তান চান না বলেই ওর নাম রেখেছিলেন ইতি। ইতির কাছে পিসীমনির কোলটা অনেক আরামদায়ক মনে হল। অপর্না পরিমলের দিকে অসন্তুষ্টভাবে তাকিয়ে বলেছিল - দাদা তোমরা যতই শিক্ষিত বলে চেঁচামেচি করো, মনের দিক থেকে তুমি কোনদিনও সেরকম শিক্ষিত হতে পারলে না। কোলে নেওয়া ইতির দিকে তাকিয়ে বললেন - এই মেয়েকে আদর ভালোবাসা দিয়ে ঠিকমত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে তুমি অনেক বড় করে তুলতে পার, কিন্তু তা না করে দেখতাম তোমরা ওকে নিয়ে ----, অপর্না কথা শেষ করার আগেই পরিমল বললেন - অপর্না, সে তুই বুঝবি না, বলা সোজা। অপর্নার মনে হল পরিমল ওকে বলছেন - তোর কোন সন্তান নেই তুই আর কি বুঝবি? শম্পা পরিমলের সাথে যোগ দিয়ে বললেন - ঠিক বলছ, অপর্না তুমি আর কি বুঝবে? তোমার পছন্দ হলে তুমি ওকে নিয়ে মানুষ করতে পার। অপর্নার মনে হল তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। মনে মনে অপর্না বললেন এরা আধুনিক সেজে ঘোরাফেরা করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসলে এরা প্রাচীনপন্থীদের থেকেও খারাপ।

প্রাচীনকালে যে অসুবিধে ছিল, বর্তমানে তো তা আর নেই। অপর্না গলায় জোর দিয়ে বললেন - না ; এই মেয়ে এখানেই থাকবে। সে তোমাদের কাছ থেকে সত্যিকারের ভালোবাসার দাবী রাখে। প্রত্যেক মানুষের মত ওর মধ্যেও অনেক ভালো গুন আছে, আর সেগুলি তোমাদের আবিষ্কার করে তার যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান দিতে হবে। পরিমল উত্তরে বললেন - তুই বিদেশে গিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস। অপর্না উত্তর দেওয়ার আগেই শম্পা বললেন - তুমিই তো ভাইঝির গুনগুলি খুঁজে বের করতে পার। অপর্না অবাক হয়ে কিছুক্ষন ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন - আজ যাকে অন্যের কাছে দিতে চাইছ কাল হয়ত তাকেই নিজের কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাঁদতে হবে। তারপর একটু থেমে আবার বলছিলেন - বর্তমানে কাজে আমাদের আরো কয়েকবছর দেশে-বিদেশে সর্বত্র ছোটাছুটি করতে হবে। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে ওর জীবনের অনিশ্চয়তা আনতে চাই না। তোমরা চাইলে ছুটির দিনে যখনই আমি কোলকাতায় থাকব তখনই ইতি আমার কাছে থাকবে। পরিমল ও শম্পার ইতিকে ছুটির দিনে অপর্নার কাছে যেতে দেওয়ার জন্য কোন বাধাই ছিল না।

অপর্না ছোটবেলায় ইতির জন্য বই কিনে এনে ইতিকে পড়ে শুনাতেন। যখন ইতি নিজে নিজে পড়তে শিখল তখন ওর জন্য বিভিন্ন রকমের বই নিয়ে আসতেন, কখনও ইতিকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে যেতেন। ডাঃ শর্মাও ইতিকে খুব ভালবাসতেন। কখনো কখনো তিনজনে মিলে ডায়মন্ডহারবার, দ্বিতীয় হুগলী সেতু বা সুন্দরবন, কোথাও না কোথাও ঘুরতে যেতেন। সবার অজ্ঞাত সারে ইতির চিন্তা ধারার উপরে অপর্না ও ডাঃ শর্মার প্রভাব পড়তে থাকে। বাইরে ইতি খুব শান্ত হলেও ভেতরে ভেতরে পৃথিবীকে জানার আগ্রহ তাকে পেয়ে বসে। ওনারা যেমন বিভিন্ন বইয়ের যোগান দিতেন তার সঙ্গে সঙ্গে অপর্না ও ডাঃ শর্মা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি, আচার ব্যবহার অনেক কিছুর গল্প ইতির সঙ্গে করতেন।

ইতির ১৬ বছর বয়স থেকেই অপর্না ওকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় কি করে কি কি পরীক্ষা দিতে হয় কোথায় কি ভাবে এ্যাপ্লাই করতে হয় তা শিখিয়ে দিলেন। ১৮ বছর বয়সে ইতি তার স্কুলের মুখোজ্জ্বল করে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসাবে ভার্জিনিয়াতে পড়তে এসে নিজেকে অন্যভাবে দেখতে শিখল। এখানে কেউই তার পা নিয়ে অত চিন্তিত নয়, ইতিকে সবাই স্বাভাবিক লোক ধরে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহার করছে দেখে ইতিও নিজেকে আবার পাল্টাতে লাগল।

ভার্জিনিয়াতে এ্যামেরিকান ও বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের সাথে সাথে বেশ কিছু ইন্ডিয়ান ছেলে-মেয়েদের সাথে ও তার আলাপ হয়। ইতি দেখল এখানে ইন্ডিয়ান ছেলে-মেয়েরাও তাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছে। এ্যামেরিকানরা ইতিকে ইতি না ডেকে ডাকে ইটি। ইতির এ্যামেরিকান বয়ফ্রেন্ড রন ডেইভিস্ একদিন ইতিকে বল্লো - তোমার নাম ইটি কে রেখেছে? ইতি একটু হেসে বলেছিল - আমার মা-বাবা। রন হো হো করে হেসে বল্ল - ডিজনির ইটিকে তোমার মা-বাবার নিশ্চয় খুব পছন্দ হয়েছে। ইতি হাসি মুখে উত্তর দিয়েছিল - আমার নাম ইটি নয় তার নাম ইতি মানে দি এ্যান্ড। রন একটু অবাক হয়ে তাকাতে ইতি বল্ল - এ তুমি বুঝবে না। অপর্নার সাথে ফোনে কথা হলে ইতি রনের কথা ওনার কাছে উল্লেখ করত। ডাঃ শর্মা ও অপর্না এ্যামেরিকাতে কাজে এলে অবশ্যই ইতিকে দেখে যেতেন। ইতি রনকে বিয়ে করার খবর সবচেয়ে আগে তার পিসীমনিকেই জানিয়ে ছিল। ইতি ও রন ভার্জিনিয়া টেক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বর্তমানে ফ্লোরিডাতেই আছে। বিয়ের পর ইতি তার স্বামীকে নিয়ে দেশে গেলে ইতির দিদিরা তাদের সুদর্শন-বিত্তমান স্বামীদের নিয়ে লেম্পুর বরকে দেখতে এসেছিল। শম্পা ও পরিমলের মধ্যেও সেরকম উষ্ণতা ছিল না।

ইতির কাছ থেকে কাজ চালানোর মত কিছু কিছু বাংলা রন শিখে নিয়েছিল। অপর্না ও ডাঃ অরুন শর্মা উষ্ণতা ও ভালবাসা দিয়ে ইতি ও রনকে আপ্যায়ন করেছিলেন। রন সবাইকে অবাক করে বাংলা বলেছিল - কোলকাতার উপরে অনেক কিছু পড়ে এসেছি, এবার নিজের চোখে কোলকাতা দেখতে এলাম। রনের মুখে বাংলা ভাষা শুনে সবারই খুব অবাক ও ভাল লেগেছিল।

আজ পাঁচ বছর পর ওরা আবার আসছে তাদের একমাত্র সন্তান কোড়িকে নিয়ে। ইতি ও রনকে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসতে। চার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠছে।

পরিমল নাগ সবার অজ্ঞাতে নিজের চোখের জল একটু মুছে নিলেন। অপর্না শম্পার দিকে তাকিয়ে বল্লেন - যাও তুমিই নাতিকে প্রথম কোলে তোল। শম্পা অপর্নাকে আলতো ধাক্কা দিয়ে বল্লেন না, তুমিই আগে যাও, ওটা তোমারই প্রাপ্য। পরিমল নাগ গলাটা একটু পরিষ্কার করে বল্লেন - ইতির এই সুন্দর জীবন আজ তোদের জন্যই সম্ভব হল। ইতি ছেলেকে কোল থেকে ছেড়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখিয়ে বল্ল - যাও ওখানেই তোমার দিদি-দাদুরা দাঁড়িয়ে আসেন। কোল থেকে ছেড়ে দেওয়া কোড়ি দৌড়ে এসে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা অপর্না ও শম্পা দুজনের দু হাঁটু একসঙ্গে জড়িয়ে ধরল।

MARRY THE MANTRA, MISS THE MAN

Kasturi Bose

How often have we heard of it
For marriage to be made fit
Preconditions those are already set
Can love blossom but deteriorate

Nothing doing that is the way
For nuptial and love to stay
If love has to overcome such barriers to fall for
It might so happen on a day to be it is no more

Why should we follow our forefathers' means to livelihood
And make difficult our mutual lives to lead that is of no good
With due respect for them who lived and died
Unethical to leave behind such customs to keep us tied

How does it matter if one is a kayastha or a Brahmin
In the end it just boils down to just one thing
Compatibility is what one must seek for
Conviction to be one is called to the fore

Caste system---- is it a system or a ground
Where love takes a backseat and reason abound
Bigotry is not viable on wealth and birth
Hierarchy for power is sheer mirth

Disparity increases with design so immoral
Thrust deep the tentacles of divide and rule
Efforts to eradicate have proved so vain
Superstitious dogmas stand to gain

If God has not intended a bargain so despicable
What claim have we to make it plausible
Doing so might obliterate and devastate
Humankind that he so dotingly generate

A day will come I dream wide-eyed
Trust am not building castles in the sky
Caste no bar will soon be fake
Logic and wisdom will come in its wake.

DARKNESS IN OCEAN

Sujan Bhattacharya

As the day wears out,
darkness looms large-
seagulls return to shores
a top the weary barge.

Sulphur smells in the air,
nuance of extra-terrestrial flavor-
a magic played out in the ocean
a painted ship glares.

As the night draws in,
celestial shows emerge-
the kaleidoscopic waters dance
shorelines far merge.

Howling of wind grows,
silhouette buildings moan-
surreal horizon quivers
separating the world beyond.

The waves whisper in the darkness,
talking to departed souls-
crowded childhood memories
solacing the bereaved souls.

রকবাজী

শান্তনু কর

রকবাজী মানে গীটার,রক, কলেজ লাইফ - বিটলস, রোলিং স্টোন, পিঙ্ক ফ্লয়েড, এরিক ক্ল্যাপটন !

বাংলা রক ব্যান্ড মানে any (modern) musical band that performs solely or mainly in the Bengali language and which uses Western principles of music এবং 'মহীনের ঘোড়াগুলি' is widely credited with being the first Bangla Band.

না কি ' রক মানে শুধু গান নয় । সেখানে প্রতিষ্ঠানবিরোধীতার একটা মনোভাব থাকে। লম্বা চুল, কানে ভুরুতে দুল - সবই সেই মনোভাব থেকে উঠে আসে। রাষ্ট্র এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়মের চক্করে আমি বাঁধা পড়বো না। আমি আমার মতো চুল রাখবো, ...ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরোধিতা করবো।'

এই তথাকথিত অ্যাটিটিউডটা এখনো কি আছে ?- মনে প্রশ্ন ওঠে। বাঙালী তো - তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়েই সব কফি কাপ বিতর্কের শুরু । আমি শুনেছিলাম এক স্বনামধন্য ব্যাক্তির মুখে ' রবিঠাকুরের গান শুধু চিরন্তন নয় , সবচেয়ে আধুনিকও বটে '। সে অন্য কথা , তবে কপিরাইট ওঠার প্রাকমুহুর্ত এবং এখনকার experimentation এর মাঝে সেই গানেও নতুন প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কয়েকটা স্রেফ বাউন্ডুলে বিরক্তিকর piece মাথা গরম করায় বটে , তবে আপামর সাধুবাদ জানায় 'পাগলা হাওয়া'র নতুন ট্রিটমেন্ট শুনে নীল দত্তের 'বং কানেকশন'এ । নচিকেতাও আগেই গেয়েছিলেন ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে না কি একলা চলতে হয়' ।

আই বোধহয় আমরা কলেজ জীবনে যে রক শুনতাম, এখন বাংলা ব্যান্ডে পাঙ্ক রকের সঘন উন্মাদনার সাথে সাথে তার মাঝে কোথাও একটা সফট মেলোডিও ঢুকে পড়েছে। 'রক' একটা সময়ের প্রতিচ্ছবি , একটা গোটা প্রজন্মের ফেলে আসা স্মৃতি ! আশুতোষ কলেজের এক ছাত্র দেড় দশক আগে যখন গীটার বাজিয়ে গান তুলতো 'আমি বাম দিকে রই', তখন বই, খাতা, নোটস, রাজনীতির পাশাপাশি তরুন-তরুনীরা গীটারের রিফেই আচ্ছন্ন। সেই 'ভূমি'-খ্যাত সুরজিতেরই বিবর্তন আমরা দেখি Folk based tuneএ বারান্দায় রোদ্দুরে 'গাড়ী সিগন্যাল মানে না ' ! বাংলা ব্যান্ড , রক, জীবনমুখী - যেভাবেই categorize করার চেষ্টা করা যাক না কেন, জমছে সবই - আবেদন রাখছে সব versionই ।

বাংলা গানের আবেদনের কথাই যখন উঠলো, তখন কফি কাপে আর একবার চুমুক দিয়ে শুরু করা যাক আর এক বিতর্ক । বেশী পিছনে তাকাতে হবে না, ষাট-সত্তর দশকের সেই কালজয়ী সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক ব্যানার্জী, সলিল চৌধুরির compostionএ মান্না-হেমন্ত-আরতী-সন্ধ্যা-লতা-আশার গান নিয়ে আমরা অনেকেই বেশ possessive । সেই সুর নাকি আর হয় না। কিছুদিন আগে পদ্মশ্রী মান্না দে বলেছিলেন - ঠিক তা নয়। সুরের সৃষ্টি এখনো খুব ভালো আর নতুন গায়ক-গায়িকারা আরো পরিনত এবং আরো বেশী খাটছে। তবে সেই জমানার দূর্দান্ত lyrics কিছুটা missing । তথ্যটা আঁকড়ে অভিমানী হতে পারা যায় । তবে ভালোবাসা-ভালোলাগার গানের কথার সাথে সাথে সুমন-নচিকেতা-অন্জন দত্তেরা জীবনমুখী গানে যে অভীরু বক্তব্য এনেছেন,..... যে জোয়ারের অন্য ঢেউএ শুভমীতা গাইছেন 'যদি বন্ধু হও' বা রুপঙ্কর মজা করছেন গেয়ে 'ও আমার বৌদিমনির কাগজওয়ালা', তখন আর কি গাল ফুলিয়ে অভিমান করে বসে থাকা যায় ?

বলিউডের গল্পটাও ভীন্ন নয়। সাম্প্রতিক কালের এক ছবি 'রক অন' এর গান একবারে সফট মেলোডি। আবার সেই ছবিতেই যখন এক পার্টির দৃশ্য এক মহিলার কণ্ঠে শোনা যায় পুরোনো হিন্দি গান ' আজিব দাস্তান হ্যায় ইয়ে', তা শুনে বাংলা ব্যান্ড ক্যাকটাসের সিধু বলেন ' ওটাই আসল বলিউড। যাবতীয় রকের মুখোশ খুলে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া'। ভুললে চলবে না সেই ষাট দশকের প্রেমের পাগলকরা আরতির গান ' তখন তোমার একুশ বছর বোধহয়' যে সঙ্গীত পরিচালক সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পরে বলিউডে জমিয়ে দিয়েছিলেন ডিস্কো আর রক বীট । সমালোচকরা বলবেন 'কনজিউমার কালচার',... পুরোটা তাই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি ?

বিতর্ক ছেড়ে এবার সোজাসুজি মাঠে নেমে পড়া যাক। এই গানটা কি মনে হয়?

'সেই যে হলুদ পাখী বসে জামরুল গাছের ডালে
কোরতো ডাকাডাকি আমার শৈশবের সকালে
একদিন গেলো উড়ে জানি না কোন সুদূরে
ফিরবে না সে কি ফিরবে না , ফিরবে না আর
কোনোদিন ।। '

এটা সেই অভিমানী ষাট-সত্তর দশকের কোনো তথাকথিত কালজয়ী কিছু নয়। বরং হালফিলের কোলকাতার জনপ্রিয় ব্যান্ড ক্যাকটাসের গান। এটা কি 'রক' ? একেবারেই না । কিন্তু ব্যান্ডের গান যে ! ইয়ামাহা গীটার আর ড্রামসের বীট আছে যে ! শোনার দরকার আছে কি ? কি বললে ছোকরা - রোমান্টিক গান ! বিভুতিভূষন পড়েছো - রোমান্টিসিজম বোঝো ? আগ্যে হ্যাঁ , একটু একটু পড়েছি - রোমান্টিসিজম মানে A tendency away from acuality। তবে generation gap বলে অগ্রাহ্য না কোরে একবার শুনেই দেখুন না। সামনা সামনি লজ্জা পেলেও লুকিয়ে বারবার শুনবেন বাজী রাখছি !

****

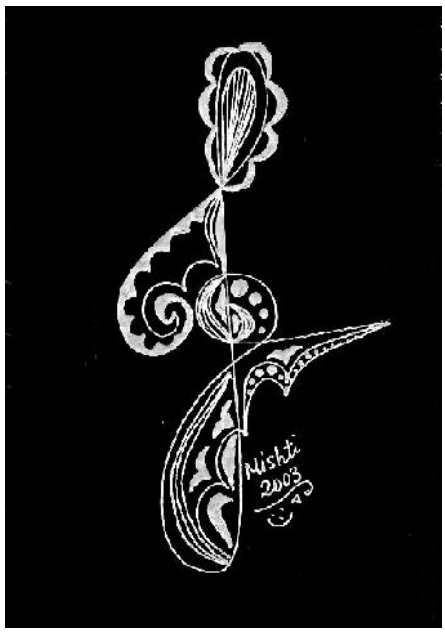

Artwork by Shampa Ganguli, Beavercreek, Ohio.

INDIANS OF A NEWER WORLD

By: Jaba Chaudhuri

Cell phones. Email. Texting. These are just a few of the technological advances that are fast taking over the world as we delve into the 21st century. I think a certain issue we must grapple with is how our traditions are affected by the "modernized" ways of life. Nowadays, it's as if people are doing the opposite things on the opposite sides of the globe. I remember that once while I was driving, I was talking to a friend in India. Naturally the question, "How are your kids?" came up and I casually told her that I was taking them to a friend's place in order to rehearse for a program on August 15th. She was shocked and asked why I would go to such trouble for just one day. Later on, I thought about how it seems as if our concept of India's independence differs greatly with the concept in India. For people in India, August 15th is now appreciated only as a holiday from work, and not many people truly care about the struggles of a nation and how millions of people achieved freedom on that day. On the other hand, here in America, we Indians strive to honor the same day, and we hold great celebrations and programs to show gratitude. Perhaps in this way we feel that our culture and traditions are not lost and that we are still connected to India. But the question is, what's the real deal with the people we are so ready to emulate?

In America, the Indian women are used to seeing pair after pair of jeans and pants adorn their legs, and casual t-shirts for their tops, so obviously they will jump at any chance to wear their dazzling Indian finery, be it a party, a special program, or maybe just a get-together. Ironically, the women in India are just as ready to don American clothes. Seriously, it's as if everything is backwards in the two hemispheres. Another instance of confusion was when a friend of mine arrived in America, and was astounded by the Indians' ways of life. Apparently she had been informed that everyone in America was westernized to the extreme, so she had been quite bewildered when she saw people diligently integrating Indian values and traditions into daily life. It can be said that Indians possess one-track minds, and there are people in this world who truthfully remain loyal to their homeland and its customs all their lives. I hope that the reputation of India will not be tarnished by American ways, and that generations to come will proudly uphold the beliefs and traditions of an intricate and rich culture.

"The roots may be fixed in Eastern soil, but the flower that blooms can be Western. It all depends on how you grow the plant."

WATER: USE IT WISELY!

By: Aradhana Chandra

What would life be like without water? Imagine your life with very little or polluted water resources. That's right; you can't. That's because many people are fortunate enough to have water. If we don't start saving and being a little more considerate, there is not going to be anymore left.

Our lives would not be easy at all with very little and polluted water. For example, with a little supply of water, we wouldn't be able to have as long showers as we usually do. With much polluted water (but with a lot of it) we could take long showers, but we would still be dirty. So, it wouldn't exactly make a difference. But, those are only two examples. If these examples are this horrible, imagine all of the others!

Water quality and conservation are also two very important parts in saving water. Quality is important because we drink and bathe in water. If we don't have clean and purified water, we can get sick. Water quality is also important for animals that live in lakes, rivers, and other water resources. If the quality of any of the sources is bad, or polluted, the water animals might die. Water conservation is another important point. Saving our water will help us because water is essential for everything to live. Take hydroelectricity, for example. We need water flow to generate electricity and without that we will have less electricity than we already do.

খুশী দিদি

শ্যামলী দাস

দু-সপ্তাহ বাদে সরস্বতী পূজা, মনটা এক অজানা আনন্দে ঝলমল! কিন্তু কয়েক মূহুর্ত বাদে মিইয়ে গেল। ওঃ কি ঠান্ডা পড়েছে। জানালার বাইরে ধূসর আর অবসাদ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না।

কয়েকদিন আগে টেলিভিশনে এক মন বিশারদের উপদেশ ছিলো শারীরিক আর মানসিক একে অপরের ছোঁয়াচে, একে অপরকে নিজের ছায়ায় ফেলতে চায় সেই মূহুর্তে, মনের সূতায় টান দিতে ফিরে যেতে হয় স্মৃতি ঝলমলে পাতায়, মনের কলকব্জার সাথে শরীরের তন্ত্রীতে নৃত্য শুরু হয় গরম পোশাক পরে ছুটবো কোথায়, পাখিরাও তো কোটরে ঢুকেছে, প্রতিবেশী ভাববে আমাকে পাগল অথবা ৯১১ খবর দেবে।

তাই বসলাম স্মৃতির পাতা উল্টাতে। ১৯৭৪ কলেজের ফল বেরোবার পর বন্ধুরা কেউ ছুটলো form হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে কেউ বাধ্য মেয়ের মতন বিয়ের পিড়িতে বসলো আবার কেউ নিজের স্ব ইচ্ছায় মনোনিতো বন্ধুর সঙ্গে ঘর বাঁধলো।

এত তাড়াতাড়ি অপর বাড়ীর হাড়ি সামলাতে ইচ্ছা হলো না, আমাকে খুঁজতে হলো নানান পথ।

High school এর পর থেকে দেখেছিলাম বাড়ীতে পাত্র পাত্রীর সন্ধানে agent এর নিয়মিত যাতায়াত কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী দূর এগোচ্ছিলো না। হঠাৎ দেখলাম তাদের ডাইরি মায়ের হাতে উঠেছে উপযুক্ত পাত্রের নাম কাটা হচ্ছে আর জোড়া হচ্ছে এবং দাদা ভাইদের হাসাহাসি চলছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বাবা ছিলো সুভাষ বসুর ''আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিশেষ সদস্য।'' বহুদিন ধরে তার কাছে গরম বক্তৃতা শুনে মনের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ বইতো।

কলেজের প্রত্রিকায় জ্বালাময়ী লেখা আর debate competition - এ প্রথম হওয়ায়, ব্যক্তিত্বর রূপ নিয়েছিলো নারী জাতির সম্পূর্ন স্বাধীনতা। অল্প বয়সে মাথায় বোধ হয় ঢোকেনি কার কাছে স্বাধীনতা, নিজের কাছে না মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মামার সহকর্মী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কয়েক বার আমাদের Debate সভার সভ্য হয়েছিলেন। প্রথম পুরস্কার হাতে তুলে দেবার সময় বলেছিলেন - ''তুই ওকালতি পড়।'' ''খেটে খেতে পারবি।'' আবার সময় পেলেই মাকে জিজ্ঞেস করতেন- ''রমা মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন কবে পাচ্ছি।''

দুবেলা ঠাকুর নমস্কার দেখে মা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠাকুর যখন মুখ তুলে চায় তখন মানুষ কি করতে পারে? ছোটদার অযাচিত ভাবে নূতন চাকরীর খবর এলো - বিহারের Electric Supply - এর Divisional Manager। মাত্র ২৪ বছর বয়সে এত ভালো সুযোগ, বাবা কিছুতেই ছাড়তে রাজী হল না। চাকুরীর সঙ্গে পেলো একটা সুন্দর ডাক বাংলো। বিহারের একটা ছোট্ট শহর নাম তার ভাগলপুর। ডাকবাংলোটি বড় সুন্দর। পুরানো শহর গঙ্গার ধারে। ঘরের কোলে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দেখা যায় কুলুকুলু রবে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী গঙ্গা। মাত্র আড়াই বহরের তফাৎ। তাই ছোটদা চাইছিলো না বোনকে ছেড়ে যেতে। সারাক্ষন গুজ গুজ ফুস ফুস করেই যেতাম আমরা। খবর দিয়েছিলো ভাগলপুরে ওকালতি পড়া খুব সহজ। তারপর টাই পরে Court - এর সামনে বলতে হবে ''লা কিয়া'' তাহলেই প্রচুর কেস পেয়ে যাবি।

আমার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই বাবা রাজী হলেন কিন্তু মা? আশ্চর্য্য এক কথায় রাজী। হয়তো ছেলের এই বিদেশযাত্রা মাকে আকুল করায় চিন্তা করছিলো প্রথম দায়িত্ব ভাই বোনে এক সঙ্গে থাকবে।

উত্তেজনা আর আনন্দে Certificate নিয়ে ছোটদা আর আমি ট্রেনে উঠে বসলাম। সঙ্গে চল্ল পৈতৃক সূত্রে পাওয়া রামুদা। তিন পুরুষ ধরে আমাদের বাড়ীতে কাটিয়েছে পরিচারকের উপাধি ধরে। মনে হয় মায়ের বিশেষ সাহস হয় নি আমার হাতে ছোটদার দায়িত্ব।

দুদিন বাদে Bhagalpur University - র খাতায় নাম লিখালাম। বেশ আনন্দে দিন এগোতে লাগলো। ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সময় ছিলো। ঘুরে ঘুরে -

আলাপ করলাম বাঙ্গালী পাড়ার সাথে। আবিষ্কার করলাম ভাগলপুরের রাজবাড়ীর ছেলে অশোককুমার, কিশোরকুমার, অনুপকুমার আর ওদের পিসি ছিলো ছায়া দেবী। আভিজাত্য ধন আর রূপের সংমিশ্রন। তাই বোধ হয় ওদের বাড়ীর নাম ছিল রাজবাড়ী।

যাই হোক যথারীতি সময়ে ক্লাস শুরু হলো। সহপাঠীদের দেখে মনটা দমে গেল। শুনেছিলাম বিহারে বাল্য বিবাহের প্রচলন। সহপাঠীদের মধ্যে ৯৫ ভাগ বহুদিন বিবাহিত, কয়েকজন যদি বা আছে তাও বই মুখে বসে থাকে ভাবি শ্বশুরের কাছে পণ নেওয়ার জন্যে। ওর মধ্যে একজন ছিলো রাজবাড়ীর ছেলে। জানলে আমার অটোগ্রাফের খাতা রাখতাম সব সময়ের জন্য।

বড়দার বয়সী বিবাহিত সহপাঠীদের সাথে জমলো না, কিন্তু তাদের ঘরোয়া গিন্নীদের সঙ্গে হৃদ্যতা জমে উঠলো। ক্লাস পালিয়ে যেতাম ওদের দুপুরের বড়ী দেওয়ার competition - এ অথবা কাপড়ের ওপর রং আর তুলির মেলা দেখতে। অশিক্ষিত মেয়েরা কেমন করে যে মাধুবনি সাজাতে পারে না, দেখলে বিশ্বাস করা যায় না - মেটে সিঁদুরে মাখা নাকচাবি ঝকঝকে কি আকর্ষন ছিলো জানি না। গোল হয়ে বসে গল্প করতাম আধা বাংলা আধা হিন্দীতে, অবাক হয়ে শুনতো কলকাতার গল্প। ওদের সহযোগিতায় কলেজের নোট আর নানান রকমের খাবারের থালা পৌঁছে যেত আমাদের উচ্ছাসে ভরা ডাক বাংলোয়।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেলো কোথা দিয়ে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ রাজবাড়ীর ছেলে সুনিত এসে হাজির হলো ওর মায়ের হাতের রান্নার স্বাদের নিমন্ত্রন নিয়ে। জানালো ৩ দিন বাদে সরস্বতী পূজা। কাকু জ্যেঠু ছোট ঠাকুমা সবাই আসবে তোরা আসবি। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। চলচ্চিত্রের নায়ককে সামনে দেখবো কথা বলবো। উত্তেজনায় রাতে ঘুম এলো না। কিছু একটা করতেই হবে। ছুটে গেলাম নূতন পাতানো ভাবীদের কাছে পরামর্শ চাইতে। এতদিনে ওরা আমাকে নিজের লোক ভাবতে কাছে শুরু করেছে, আমার নাম দিয়েছিলো- ''কলকাতা সে খুশীদিদি আ গিয়া।''

ওরা আশ্বাশ দিল প্রচুর খাবার বানাবে। লাড্ডু বানাবে, রঙ্গীন শাড়ী ছাপাবে। কিন্তু জায়গা, প্রতিমা - বিদ্যালয়ের ভেতর জায়গা নেই। হঠাৎ ছোটদা বুদ্ধি দিল - University - র পেছনে গঙ্গার সিঁড়ির চাতালে, মনে ধরলো। ওরই সহকর্মীর- বাবা কার্ডবোর্ড বক্সের ওপর এঁকে দিল মা সরস্বতীর প্রমান সাইজের ছবি। দুই ভাবীতে দিল ময়ূরের ছবি এঁকে। গঙ্গার সিঁড়ির ধাপে বসানো হল কার্ডবোর্ডের বাক্স। সারা শহরের সব বাড়ীর বাগানের ফুলে সাজানো হল ময়ূরপঙ্খী। মনে হচ্ছে মা সরস্বতীর ময়ূরপঙ্খী এসে দাঁড়িয়েছে নদীর উজান বেয়ে। পুরানো শহর ভাগলপুর। কয়েকঘর আভিজাত বাঙালী পরিবারও যোগ দিয়েছিল আমাদের এই উচ্ছাসে। সুনিতের অনুরোধে ভারত বিখ্যাত কাকু সম্মতি দিয়েছিল আমাদের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য।

Electric Supply- র তারের মাধ্যমে সংবাদ দেওয়া হয় আশপাশের শহরগুলিতে - পাটনা, মজফরপুর, মিহিজাম - বিনা পয়সার জলসা।

১৯৭৫, ২৫শে জানুয়ারী ভোর বেলা থেকে শুরু হল আনন্দ। গঙ্গার ধারে কনকনে ঠান্ডা, চারিদিকে কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু উত্তেজনার আগুনের কম্পে সব উবে যেতে লাগলো। অবাঙালী ভাবী খুশী দিদির সাথে গলা মিলিয়ে উচ্চারন করলো - ''ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে''।

এসে হাজির হল আসল মূহুর্ত। বহু টাকার বিনিময়ে বহু কষ্টে টিকিট কেটে দেখেছি 'Kishore Night'। সেই শিল্পী এসে দাঁড়ালো কার্ডবোর্ডে আকাঁ সরস্বতীর পাশে। ধুতী পাঞ্জাবী আর জহর কোট পরিহিত আর মুখে নির্মল হাসি। কলকাতা থেকে কয়েকজন বন্ধু এসেছিলো - একসাথে শহর আর পরগনার বন্ধু নিয়ে তাকিয়ে আছি অবাক চোখে, হাততালি দিতে ভুলে গেছি। হারমোনিয়াম আর তবলার সাথে গান শুরু হল - ''ও সাথীরে --- ও বন্ধুরে --- ডাক এসেছে কাল সকালের, সূরজ উঠেছে পূরব কোনে।'' অনেকগুলো গানের পর অটোগ্রাফের খাতা যখন এগিয়ে ধরেছিলাম তখন মুচকী হেসে একটি কথাই বলেছিলো - ''ভাগলপুরের গঙ্গায় বান আসে তাহলে''।

হঠাৎ কি হল কাউকে কিছু না জানিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। Application Form নিয়ে ছুটলাম বহু চেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে। দুমাস যাওয়ার পর পারিবারিক ঘটনায় চলে এলাম পৃথিবীর আরেক প্রান্তে।

খুশীদিদি আর যোগ দেয়নি মাধুবনির মেলায় --- কিন্তু আজও সেই সব দিনের উত্তেজনায় স্মৃতির সূতোয় টান পড়ে ছুটির দিনে অবসাদ সকালে।

RINGING

By: Juhi Somani

1

Trrriiiinngg! Like any other day, the alarm clock rang with a stubbornness befitting a mule, and Jana jumped out of her bed. After glancing at the still ringing clock which read 6:00 A.M., she hurried into her bathroom to perform the necessary procedures for a hygienic morning. While running a comb through her wavy black hair, she pulled on a track suit, gobbled up a granola bar, and ran outside for some brisk jogging...she always needed the morning jog in order to form the day's plans in her head. As she ran down the sidewalk, her neighbor, a cordial lady named Amanda waved at her, and her dog, Rex, barked eagerly from behind a white picket fence. Normally, Jana would have stopped and said "Hello" to Amanda, and then thrown one of the biscuits she kept in her pocket solely for the dog. But that day was different. She had a very important job interview that morning at nine, and she knew that this was her one chance to make it big in the industrial world. Her mind whizzed through the memories of the many sleepless nights and hasty meals that she'd gone through in order to achieve her master's degree, and the MBA. Although India had been kind to her in her childhood, her father had realized later on that a well-educated girl would find a better outlet in another country, namely America. It had been with a heavy heart that she had left her weeping mother and her solemn father, but she had also realized that without better opportunities, she could never fulfill her dreams. Thus, Jana had left her homeland and settled in a vast land of differences, and begun her search for the key to success.

Jana jogged for about an hour, and then returned to her apartment, 18C. Her hungry stomach steered her towards her tiny kitchen, and there she sat down with a wholesome breakfast of Cheerios and milk.

It wasn't the extraordinary spread she had always been used to back at India, but, she thought submissively, it would do. For a while, she brooded over the back of the cereal box, when she suddenly jumped up and ran for the shower. It was only after she reemerged from the bathroom wrapped in a towel that she realized her alarm clock was still ringing. Paying no heed to it, she put on a sophisticated black suit with a black and red printed scarf around her neck, and then stared into the mirror. The woman in the mirror stared back, her dark brown eyes framed by thick lashes. Jana scanned her face for any blemishes, but the light-brown complexion remained spotless. Finally, with a touch of a natural-shade lipstick, she smiled at her reflection and turned away, but this time with a frown on her face. The infernal alarm clock was still ringing. Angrily, she slammed her hand down on it, but the thing wouldn't shut up! After many tries, Jana thrust the clock under her pillow, and noticed that the sound, though still existent, was muffled and quieter. With a sigh, she left for the office where her future job was going to be decided.

The stuffy room consisted of five silent candidates and a surly looking receptionist. The moment she opened her mouth to inform the receptionist of her arrival, the door leading to the main room opened, and a man in a khakhi uniform called for Jana. Trembling slightly, she stood up and walked into the spacious room. She stiffly perched on the edge of the chair facing the three directors and anxiously awaited the beginning of the interview. The man directly in front of her kept glancing at his watch and then looking back at her. Her own watch read 8:56. For the next four minutes, the man continued in this manner until finally clearing his throat after the last glance at his watch.

Jana hastily peered at her own watch and saw with a faint amusement that it read exactly 9:00. Apparently, these people believed in perfect timing. The man cleared his throat again and began, "Ms. Jana, you have been called here today for the job interview that will determine whether you are competent for the demanding position that still remains vacant in our company. So without further ado...."

Two of the directors, both of whom were elderly, bombarded her with numerous questions. Jana nervously answered them to the best of her ability until the third director spoke. "How are you, Jaan?"

Shocked by the words and the voice, Jana whipped her head towards the young man and studied his face with frenzied eyes. Yes, there were the same gentle eyes, the same crooked smile, and the same lightly tousled hair. Jana got to her feet and slowly walked over to the man who sparked such a strong feeling of nostalgia within her. Her eyes traced the six feet tall stature, the sleek-framed glasses, and breadth of his shoulders. Her lips quivered to find the right words to say, but all she managed to whisper was, "You!"

2

Jana fell back on her faded brown couch as she closed her eyes and sorted through her mind. Vivek Roy. The Vivek Roy. Her Vivek Roy. He was here. In America. She felt overwhelmed with it all, because she still remembered how he had left his home in Kolkata to seek his own identity. Since then he had been running a race to forget his past. A race that was to beat even his own personal best. Now her thoughts flew back to the carefree days of childhood when she had been merry companions with Vivek, and the most major squabble was who had eaten more laddoos and who had gotten the bigger present. Durga Puja had somehow changed shy and inhibited Jana to comply with bright and outgoing Vivek. Something in the friendly boy's manner on that day had reassured Jana, and that had been the start of a beautiful friendship. They had fallen in love over the years of camaraderie, but it was in response to Jana's father's harsh words that Vivek had stormed out in an act of determination. Jana still remembered the fury of her father when he realized that Vivek intended to marry her.

"I will not let my daughter ruin her life with some lowly fool!" he had cried, his eyes flashing dangerously.

As for her mother, she had simply stood there, conflicted between her daughter and her husband, and had clutched a table for support throughout the ordeal. Jana, on the other hand had desperately tried to make her father see the many virtues in Vivek, and in return, had earned a resounding slap from her father. A few years later, her father had died, and she was left with her mother as the sole remnants of a once complete and happy family. So if that chapter had been closed there in India, why had such trouble come back to her?

Now, after many years of heartbreak and hardship, now she was to find him? The ways of God always amazed her, but this once, she was struck speechless.

Suddenly, the buzz of the doorbell sounded, and Jana reluctantly opened the door. She felt her jaw drop, for there he stood, bemused and hopeful, his face illuminated by the dying corridor light.

Trying to take control of the situation, she said tightly, "Come in."

He awkwardly walked inside, and instead of sitting him down on the couch, Jana led him into her slightly more furnished bedroom. Then, she turned around and whispered, "Why?"

Vivek opened his mouth and then closed it as if he had changed his mind at the last moment. But then he whispered back,

"I knew you would come,"

Jana tried to ignore the funny ringing sound in her head as she tried to find the correct response. Finally she said,

"How could you know? You left me! I could be dead for all you knew!"

"I knew you weren't dead," he said calmly.

"How could you possibly know that?!" Jana cried as the old memories of pain began to haunt her again.

He didn't respond, but reached under her pillow and brought out the alarm clock. Immediately the ringing in Jana's head became stronger, but this time a new realization entered.

Vivek examined the worn clock and then said softly, "You kept it all these years."

Jana now rememembered that Vivek had given it to her on the first day they had met, the day when their friendship had been confirmed.

"It's been useful." she replied curtly.

"Jana," he sighed while standing up from her bed.

"You may have thought before that I didn't love you anymore. You may have thought that....I had left you for good. But, Jaan, it's me. I'm really truly here. And I've always loved you. I just wanted to be worthy of you and your family before I came back."

He looked at the clock in his hand.

"This clock is over fifteen years old. And yet, it still rings with a true vigor. I am no less, Jaan. I love and will always love you."

A tear spilled over from under Jana's eyelid and splashed between them.

Vivek turned her face up to look into her eyes.

"Believe me, Jaan, I would never leave you."

And with that he walked back to the front door with Jana stumbling behind. He wrote down something on a scrap piece of paper and then pushed it into her hand.

"My address," he said as the door clicked open. "If you truly trust me, you can always return to me."

He left Jana standing in the doorway crushing the paper in her palm.

3

Jana didn't let another tear fall again as she walked back to her room. There, she picked up the old alarm clock and softly smiled. This alarm clock was special, she thought. It was the symbol of the love between her and Vivek. It had always seemed unimportant and insignificant somehow, but now, she realized, it was invaluable, because the clock was in a way Vivek's heart. Instead of laying it down on her table, she held it to her chest and closed her eyes.

Twenty years later, Jana and Vivek are a very happy couple with two adorable children. Their lives are filled with every pleasure. But sometimes, Jana still wakes up in the middle of her sleep, listening for the steady ringing of the alarm clock.

Something to tickle your mind.....

CROSSWORD PUZZLE

Across

1. Floorshow (7)
4. Spooky (5)
7. Detection device (5)
9. Vertical (7)
10. Inactivity (7)
11. Measuring implement (5)
12. Dictator (6)
14. Ecclesiastic (6)
18. Copious (5)
20. Drawn (7)
22. Pouch worn with a kilt (7)
23. Diadem (5)
24. Admittance (5)
25. Spiny anteater (7)

Down

1. Transported (7)
2. Emblem (5)
3. Tropical bird (6)
4. Mistake (5)
5. Dependable follower (7)
6. Go in (5)
8. Magnitude relation (5)
13. Reinforcement (7)
15. Reasoned judgment (5)
16. Musical passage (7)
17. Opportunity (6)
18. Part of a church (5)
19. Ahead of time (5)
21. Obviate (5)

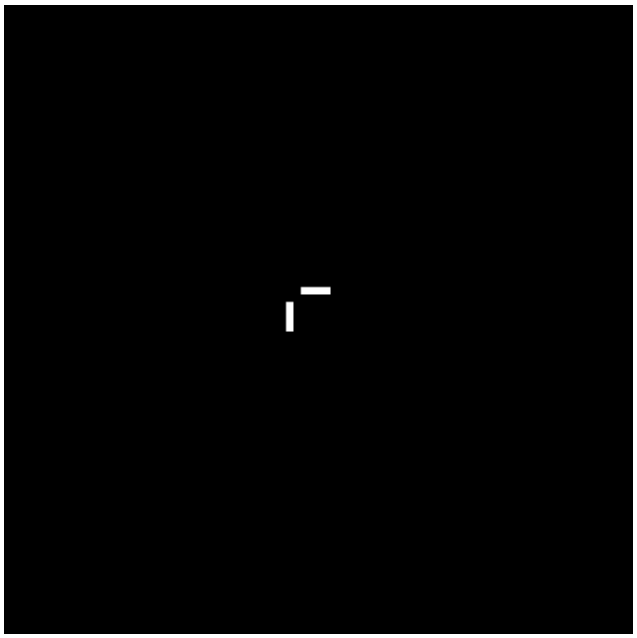

Sudoku Puzzle

				5		4	1	
	4		8	9		3		
	6	3				7		
3			5					
7			9		3			4
					8			2
		4				2	7	
		8		1	9		5	
	3	5		8				

820-5937 - www.Sudoweb.com - Free Sudoku and ebook

Answers in Page 79

রাঁধুনি চাই

মালবিকা ঘোষ, কোলকাতা

সেদিন এক প্রতিবেশিনী আমার বাড়ী এসেছিলেন। কথায় কথায় বলেছিলাম আজকাল আর রোজ রোজ রান্না করতে ভালো লাগে না। সম্ভব হলে একজন রাঁধুনি রাখব। বুঝলাম খবরটা প্রচার হয়েছে , কারন পরের দিনই খুব ভোরবেলা একজন রাঁধুনি এসেছে শুনে আমি একটু বেলার দিকে আসতে বলি, কিন্তু সে আর এলো না। বেলা দশটা নাগাদ আরেকজন এসে বলে গেল ও কাল আসবে আমার সাথে দেখা করার জন্য, আমি যেন তখন বাড়ী থাকি। বেলা এগারোটা নাগাদ দেখি আরেকজন এসে হাজির। সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। যদি আজ বলি তবে আজই রান্নার কাজে লাগবে। খুশীই হলাম, এমনিতেই কাজের লোকের সুবিধা হচ্ছিল না, কিন্তু রান্নার লোকের সুবিধা পাবো বলে ভেবে ভালো লাগলো। প্রায় ঘন্টা খানেক তার সাথে কথা হলো, কথা না বলে বরং ইন্টারভিউ হলো বলাই ঠিক এবং বলাবাহুল্য তা আমারই জন্য। ঐ মহিলার নাম মীরা, বয়স ৩৭/৩৮ হবে।

ও প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলো, 'আপনারা লোক ক'জন?' বললাম পাঁচ জন। ও বললো 'তাদের বয়স?' যথারীতি সঠিক বলার চেষ্টা করলাম। শুনে বললো, 'সবাইতো বড়, কেউ বাচ্চা নয়'। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যে বাচ্চা সে এখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে'। এবার প্রশ্ন 'দুবেলাই কি ভাত না রুটি?' আমি বললাম, রাত্রে রুটি। ও বললো, 'আমি কিন্তু শুধু রান্না করবো অন্য কিছু নয়'। জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য কিছু বলতে কী বলছো? মীরা বললো, রুটি করা, তরকারী কোটা, মাছ কোটা, মশলা করা -- এসব । আমি বলাম, সে কি? তবে আর আমার কি সুবিধা হলো। মীরা বললো, এ নিয়ে এতো ভাবছেন কেন? আপনাদের কারুর কি ডায়াবেটিস আছে? বললাম, না। তবে দুবেলা অল্প করে ভাত খেতে কী আছে? আর যদি রুটি খেতেই হয় তবে আজকাল সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিনতে পাওয়া যায়, তা যখন খাবেন গরম গরম যে কটা লাগে কিনে আনলেই তো হয়। আমরাও তো তাই করি। এতে গ্যাস, পরিশ্রম, সময় সব বাঁচে। মাছের বাজারে পয়সা দিলে কেটে ধুয়ে দেয়, বাড়ী এসে শুধু একবার ধুয়ে নিলেই হলো। মশলা তো সব ই গুঁড়ো বাজারে পাওয়া যায়, আর আপনাদের তো বয়স হয়েছে শাক সব্জী বেশী না খাওয়াই ভালো।

আমি বললাম, বেশি আর কি খাওয়াব, কিছু তো লাগবে। কোনদিন তেতো, টক, তরকারী, ডাল.....এসব তো রাঁধতে হবে। তা কেন, তেতো, নিম-বেগুন খেতে যাবেন না ওতে তেল লাগে। বেগুন খুব তেল টানে, ওতে হিতে বিপরীত হয়। আমি বরঞ্চ ভাতের মধ্যে করলা,পেপে,ডাল, আলু, বেগুন সেদ্ধ দিয়ে দেব। এতেও সময়, গ্যাস,পরিশ্রম বাঁচবে। তারপর ডালটা তুলে একটু ফোঁড়ন দিয়ে জল দিয়ে দিলে জল ফুটলে নুন মশলা দিয়ে জ্বাল দিলে ডাল হয়ে যায় ৫/৭ মিনিটে, আর মাছ ভেজে মশলা কষে ঐ ভাতের সেদ্ধ আলু দিয়ে কষে জল দিয়ে দিলে মাছ রান্না হবে। ডাল, করলা সেদ্ধ, বেগুন - কুমড়ো সেদ্ধ দিয়ে দিব্যি খেয়ে নেবেন। আর এই গরমে আম পুড়িয়ে দিয়ে যাব, তা দিয়ে আপনি খাবার সময় নুন, লঙ্কা, চিনি দিয়ে চটকে চাটনী করে নেবেন, দেখবেন পেট মাথা সব ঠান্ডা। আমি কেমন নার্ভাস মত হয়ে গেলাম। ওর দৃঢ় ভাবে কথা বলার ভঙ্গিতে কেমন যেন নিজেকে ওর সংক্ষেপে চট্জলদি রান্নার জ্ঞানের কাছে অনভিজ্ঞ বোকা বোকা মনে হচ্ছিল। তাই একটু আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁগো, যদি তরকারী খেতে চায় বাড়ীর লোক তবে কী করবে?' মীরা বললো, দেখুন আগেই বলে রাখছি, এঁচোড়,মোচা,থোড়,শাক -- এসব কাটা-বাছা করতে পরবো না, সময় নেই। এছাড়া যদি অন্য তরকারী খেতে চান তবে তা কেটে বেছে ধুয়ে দেবেন। এমনকি আগেই বলে রাখছি যে সব তরকারী একটু বেশী সময় সেদ্ধ খায় তা আপনি নুন হলুদ দিয়ে আর যেমন ঝাল খান তেমনি কাঁচা লঙ্কা ভেঙে সেদ্ধ বসিয়ে দেবেন। আমি এসে ফোঁড়ন দিয়ে মশলা কষে ওতে মিশিয়ে দেব। পরে দরকার মত ঘি - গরম মশলা মিষ্টি দিয়ে দেব, দেখবেন খেতেও ভালো, স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আমই মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর রান্নার জ্ঞান দেখে। তারপর ওই বললো, বলুন কতো দেবেন ? আমি বললাম। 'তুমি বলো কতো নেবে?' ও তৎক্ষনাৎ উত্তর দিল, '৮০০ টাকা দেবেন ।' আমি কাতর ভাবে বললাম, ' এ কী কথা বলছো?' মাত্র পাঁচজনের জন্য এতো চাইছো!'

ও চলে যাবার মত ভঙ্গী করে বললো, 'পাঁচজন কি কম হলো নাকি? আমি আরও দু-তিন বাড়ীতে রান্না করছি। সেখানে স্বামী-স্ত্রী ও একটি বাচ্চা, কারুর বা শ্বশুর, আর আপনার তো বড় পাঁচজন। ওরা মাকে পাঁচ-শ করে টাকা দেয়, আর আপনি মাত্র ৮০০্ টাকা দেবেন না পাঁচজনের জন্য? কাজ করতে বেরিয়েছি, তিন বাড়ি মিলে দু-হাজারও না হলে তবে আর কী হলো?' আমি তো বিস্মিত, ও মাসে দু-হাজার টাকা রোজগার করছে আর আমি এখন ডিগ্রী - ডিপ্লোমা নিয়ে শুধু শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছি। পাঁচ-শ টাকাও রোজগার করতে পারছি না। আমি আমতা আমতা করে ওকে বললাম, 'না এতো বোলো না, টাকাটা কমাও, আর আমি র্কতার সাথে একটু আলোচনা করে নিয়ে তারপর জানাব।' সেই ভাল। যা হয় ভেবে আমাকে খবর দেবেন, তারপর আমি আসবো, তবে টাকাটা কমাবেন না। আরেক বাড়ি ৬০০্ টাকা দিচ্ছে, কথা এখানে ঠিক হলে ওদের সময় মত বলে ছেড়ে আসবো। বেশি না দিলে শুধু শুধু ওদের ছাড়বো না যদিও ওরা পূজো ষষ্ঠীতে আমায় শাড়ী দেয়, কিন্তু এখন আমার শাড়ীর চেয়ে টাকার দরকার বেশী তাই ওদের ছাড়তে চাইছি, তাছাড়া আমার এখন অনেক কাপড় হয়ে গিয়েছে। আজকাল সব বাড়ি তাই বলে দিয়েছি আর পুজো ষষ্ঠীতে আমায় কাপড় দিও না, তার বদলে এক মাসের মাইনে বা যা হোক টাকা দিও ।চলি, আমার যা বলার তা বলে গেলাম, যা হয় খবর দেবেন, খবর না পেলে আর আসছি না ।' সময় নেই বলে চলে গেল। ও চলে যেতেই আমি ভাবতে বসলুম। ওরে বাবা! কি বিচক্ষণ আর কথার কি বাঁধন! ওর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে । এমন সময় শুনলাম আমার র্কতা বলছে, 'কি গো। কি হলো? এবার বুঝতে পারছো তোমার চেয়ে চালাক লোক দুনিয়ায় আছে । এতদিন তো নিজেকে চালাক প্রমাণ করে আমাদের সবাইকে পদে পদে বোকা বানিয়েছ, এখন বুঝতে পারছো তোমার ও গুরু আছে।' বুঝলাম শুধু আমি না উনিও আড়াল থেকে প্রতিটি কথা শুনেছেন ও লক্ষ্য করেছেন এবং পরিশেষে এই মন্তব্য।

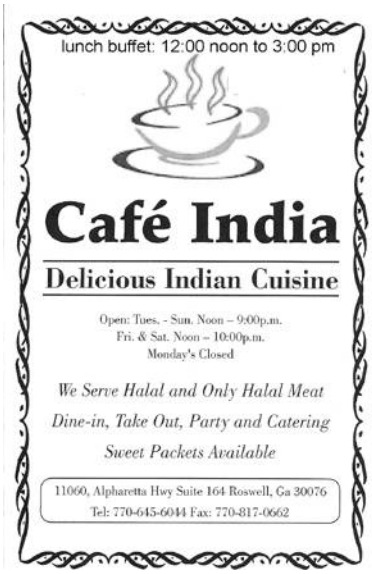

CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN AMERICA AND INDIA

- A. N. 'Shen' Sengupta

Both America and India are like my parents, since both have nurtured me. My sojourn in USA started in 1958 and I visited Atlanta first time in 1959. But my real association with this country started as early as 1951 , i.e., 57 years ago, when I was an architectural freshman in India, since my Head of the Dept .came from USA, so did my Thesis Advisor and a Guest Professor and after I graduated, one of my colleagues. I shall never forget the wonderful gesture made by my Thesis Advisor and his wife, by way of bringing for me and my classmates trays full of goodies during our all-night drawing sessions. I reciprocated in kind when I taught in this country. I wish to stick to the positive aspects of both USA and India because that is culturally right and also because I believe that stressing positive aspects develops a better understanding and sets up an ever-growing positive cycle as opposed to a vicious cycle based on highlighting the negative. I have become aware of the many misconceptions about the respective countries. Such misconceptions can not only act as formidable barriers against friendly relationships but also come in the way of promoting business, travel, medical tourism, cultural exchanges, exchange of potentially beneficial knowledge and experience, solving global socio-economic and environmental problems and potential co-operation in all other aspects. Co-operation, rather than confrontation can come only when we can understand each other and put ourselves in the other person's shoes. We conveniently forget that we are all children of a common mother, the legendary, Lucy. I do believe that unless and until we do understand the basic oneness of humanity, and the fact that we are all brothers and sisters sharing the one and only life-bearing blue planet, attempting to solve any global problem or even major national problems will prove to be futile. Thus the more we and specially our younger generations become knowledgeable about other cultures, the better prepared we become to solve problems and bring peace and prosperity to all. This is the basis of Cultural Streams International, a non-profit organization, which I have founded. Its motto is "Networking Cultures Around The Globe' .

Even though my talk is based on differences, I shall often refer to certain cultural aspects of one country only, when the difference or similarity is obvious. First I like to tell you what impressed me most about this country. It is the generosity and openness of the people. It is the sense of boundlessness of the land, of the highways, of the national parks and forests, of physical and social mobility. It is its indomitable and adventurous spirit. It is the sense of tolerance of people from all different cultures and countries. It is the sense of humour, of courtesy, of civic sense, of caring for animals and trees, of people in distress. It is the sense that you, no matter who you are, can have any and all opportunities without having to go through endless red tape and worse. It is the bountifulness of all that one needs. This country welcomes you with open arms and makes you its own, right from the first moment. These we take for granted and yet they must be treasured.

Thanks to some of these that I, a lecturer at NC State, was received by the Dean and his wife at Raleigh's bus station and spent the very first nights in this country in the same room in which slept Frank Lloyd Wright , the greatest architect of modern times. I shall never forget driving to a diner and listening

to the blaring song by Frank Sinatra, Oh La Re, meaning: we will fly, we will sing and we will dance. Thanks to some of these that years rolled by without my seeing one single compatriot or missing them. Thanks to these that I walked in and out of jobs and schools freely without one bit of worry about what future held. I also picked up the American habit of cracking jokes at every turn and opening the doors for women. This landed me in trouble in India.

When I told a colleague of mine, who had hurt his leg, if he was chasing some girls, he was indignant. When I opened the door for a junior woman colleague, she just stood there waiting for me enter first. The experience has been repeated over and over again. Incidentally, I had a colonoscopy here just a few days ago. As I was lying down in my curtained cubicle, I could overhear the following conversation in the adjacent cubicle: Nurse: Do you have any problems like diabetes, high blood pressure, or heart… Patient (interrupting her): I am heart-broken. What are you doing this evening?Not so long ago, people here believed that India was a vast country, a land of maharajas, of fabulous wealth, and also of snake-charmers and utter poverty. Actually India is only 1/3 the size of USA with three times the latter's population, i.e. it is nine times as dense. Alas, there are no maharajas: they all have been made into governors of their respective states. Snake- charmers are rare. There is a lot of poverty, about which we talk later, but there is also a 300 million strong middle class. It also has one of the largest English –speaking population in the world albeit with a slightly British accent. Apart from English, there are fourteen major languages, with two of them ranking among the top five in the world.

India is the largest democracy in the world, with a voting-age population that equals the entire population of USA. It fiercely protects freedom of speech, press, legal rights, religious rights, minority rights and human rights. At present the three most important officials are all minorities: the President is a woman, the Prime Minister is a Sikh which represents 1.9% of the population, and the leader of the ruling party is an Italian-born Christian lady representing 2.3% of the population. Minorities have held these positions time and again throughout the 60 years of free India. I believe that no other country in the world can claim this distinction. Through the ages India has welcomed people from all over the world and from all religions. Today there is a sizeable population of Christians, Jews, Buddhists, Jains and Muslims. Even after the partition in 1947, India remained a secular country by its constitution and with her 150 million Muslim citizens, possibly has the third largest Muslim population in the world. It is India's historic open-arm policy that attracted Columbus to undertake a voyage to India, except that he possibly made the single largest mistake in human history. It is interesting that some years ago, when I would say that I am from India, I would be asked 'from which tribe?' or would be confided that he or she was part- Indian.

Let me tell about some of the differences. India's is the longest continually surviving civilization in the world and it dates back to 3300 B.C. There have been older civilizations, like Egypt's and Mesopotamia's but they have been replaced. India's culture has been shaped gradually over millenniums by great thinkers, who transmitted their thoughts first through words and later through writings, like the *Upanishads*, *Vedas* and *Bhagavad-Gita*. In Indian thinking there are no absolutes, in the sense that there is a cyclic order in everything and finite and infinite, dark and light, matter and energy, beginning and end, and so on, co-exist .There is an uncanny similarity between this way of thinking and the findings of modern science. I am no physicist but I like to mention just a few examples: We know that gravity or perhaps dark matter pulls together the entire universe and yet we also know that the universe is expanding at an accelerating speed defying gravity. We know that an atom can be in several different places at the same time and yet several atoms can occupy the very same space at the same time too.

We know that matter and energy dance together in the entire universe. This non-absoluteness is ingrained in the Indian psyche. Thus Indian thinking and call it a religion if you will, has no limits.

In all fairness, this is too much for even many Indians. So the society has made it simpler for people by giving many easy-to-understand norms, forms and rituals. Thus we find a whole retinue of gods and goddesses, sacred animals and trees, mountains and rivers, are worshipped, like in ancient Greece. People, of all levels of education and intellect, do understand the abstract concepts behind these, albeit in varying degrees. It is very important to note that it is this attitude that makes people of India accept and even absorb concepts from other societies readily. In a way this is like English language, which absorbs from other languages and become richer all the time. I like to mention, that even though Indians do not crack jokes as often as Americans do, they have no problem with making rather affectionate fun of gods and goddesses and freely drawing caricatures of them. Also, the bestowing of sanctity on natural objects like mountains and rivers and even animals and trees could go a long way to protect the environment and ecology. Alas, there are other forces, which tend to defeat this virtue.

Enough of the heavy stuff. I like to touch on a number of unique cultural traits. First is the place of women in India. Women are looked up to as 'Shakti', meaning 'Power'. The majority of the most revered divine figures are indeed women. After all women can do what men cannot, bringing all of us to this world. Women are more than equal but they are not the same as men. Their role as mothers and the hearts of families have very ancient historic and prehistoric roots. Generally, women rule the family life whereas men rule the external domain. If women walk behind men, it is because men act as the human shields, in case of any possible violence. Not bad, is it? Married women wear a red dot on the forehead. On being asked what it is, I have explained that it is like a 'red light', meaning 'stop!' Marriages are mostly arranged by parents, who naturally know their children best and objectively, who side with the daughter or son in-law as per social customs and act as the cushion so to say in marital disputes to prevent them from boiling up. Divorce is very rare indeed and a modern phenomenon at best and believe me there is lasting love based on a true commitment that marriages are made not for this life alone; they are made in Heaven and are eternal.

A very interesting and important cultural trait is the way people address each other. It is by actual and also assumed relationships. A daughter is addressed as Mother and a son as Father. This may sound strange but as people get old they become like children in many ways and children do take care of them. The roles are reversed universally. In fact in Singapore, it is a criminal offence not to take care of elderly parents. A father-in-law addresses his daughter-in-law also as Mother and she addresses him as Father. All people become uncles, aunts, nephews, nieces, or elder brothers or sisters and so on. By the way an uncle or an aunt or a nephew or a niece is addressed one can tell whether he is maternal or paternal and so on. This kind of networking becomes real in the sense that the roles carry certain rights and responsibilities, which are expected. For example, an uncle or an elder brother always foots the bill. Calling by first names is customary only among friends or siblings of near equal age or to those who are younger. I remember my uneasiness in calling the Dean and his wife at N. C. State by their first names when I first came to this country. It goes without saying that in India calling anyone senior by his or her first name would be considered as utterly rude.

There are certain courtesies also which go with relationships as well as age. One is not supposed to remain seated when an elder enters, nor smoke or drink, let alone raise one's feet on the table, in front of an elder. When I first entered my class in N.C. State, many of my students' feet were on their desks. I felt uneasy and told them to put them down and they respectfully obliged. But when I went to the faculty meetings the feet were mostly up—but I could not tell them to put them down. But I didn't join. In fact, in India when a teacher or an elder enters a room, others do stand up. Traditionally, those who are senior are to be obeyed in all matters including marital disputes. Drinking is socially looked down upon as a most heinous vice. But I must confess that with increasing globalization things are changing slowly, especially among the affluent classes of people. Yet putting up one's feet on the table, not standing up when an elder person enters a room or drinking or smoking in front of an elder person would be frowned upon. Using expletives in front of anyone is considered as unacceptable. While in India I would occasionally say 'Damn it". One day a group of my young helping hands, with tears in their eyes, told me 'sir, you are using bad words'. Well, I promised to never do it again and I kept my promise.

A good many people in India are vegetarians. They eat no meat, fish or egg, but they do consume milk. This is partly because of the influence of Hinduism, Buddhism and Jainism. A great majority of people consider a cow as sacred, because they feel that a cow, which provides nourishment like a mother, is somewhat like a mother too. One can understand the sentiments some if one thinks of the very idea of eating a dog, a man's best friend. It is equally unthinkable. Utterances such as 'Holy Cow' would be rather offensive. In fact, today an increasing number of doctors in USA are advocating eating fruits and vegetables and cutting down on animal protein. Incidentally, the Indian practice of meditation as a way to calm one's mind and reduce blood pressure and the practice of Yoga, a holistic mind-body enlivening system, have become Main Street in this country.

There is a marked difference between the two countries when it comes to the sense of privacy. Partly because of the strong joint-family system and in more recent times because of scarcity of space in apartments and also since tropical climate requires keeping doors and windows open, people in India do not guard privacy the way it is done here, except in very special moments. Thanks to having few telephones until very recently, people would drop in at any time without giving any notice whatsoever and would be welcomed and served sweets or a meal and even an invitation to stay overnight in some instances. There is no privacy in terms of one's income, health conditions, and the like. Parents or elder relatives can speak for their adult children in these matters without having to obtain the latter's consent. The best part is that no one minds. Privacy, which is abundant in America, has its rewards. But then, lack of it has its rewards too: one is never lonely or alone in times of need: neighbours are aware and takes care like family members. Such closeness between neighbours is partly a result of low socio-economic and most importantly, physical mobility. With space at a premium density is high: people are used to rubbing shoulders. One bonus accrued from the lessened need for privacy and density, is a very low level of violent crime. However, people do have a tendency to dish out punishment by themselves, if they witness a crime, such as molesting a woman. Incidentally, very few in India are allowed to carry guns.

There are also considerable differences when it comes to personal hygiene. Using toilet paper or handkerchiefs or paper tissues is not customary. For all such occassions one has to use water and of course in privacy.

This aspect of privacy is true even in public toilets or showers. One must not wear shoes inside houses or temple precincts. However, when it comes to community hygiene it is another story altogether. People have no qualms about sweeping one's own rubbish and dumping it on the street or sometimes right next to the neighbour's house. In contrast with the American sense of order in virtually everything including music, weddings, funerals and even prayers, the Indian way tends to be rather improvised within some broadly defined boundaries and positively not rehearsed. Also, whereas in America there is a sombre note in the way people dress for concerts, weddings, funerals and prayers, Indians by and large exhibit a gay abandon of sound and colours. Even though the Christian population in India is small, you would not know it during Christmas: there is widespread use of colourful lanterns and decorations in most cities. And many Hindus flock to the churches to attend the masses. I have done so myself many times in this country and find the candle-light masses to be of exceptional beauty. Interestingly, sombreness disappears when Americans are informal: virtually anything but anything goes. Indians are seldom informal to the point that certain behavioral codes, including the way a person dresses, can be laissez faire. People in India almost intuitively live within their means. Even the very poor tend to save for hard times. Saving is very much encouraged by also the government through an excellent network of banks and post-offices. Women's best friend however tends to be gold jewellery, which in hard times acts like a cash reserve. Women in India appear to have the biggest horde of gold in the world! Borrowing, and worse still, lending and collecting interest were socially looked down upon. However helping one's relatives and even friends is a common practice. Consuming minimally is the norm: this is true for everything, be it food, clothing, transportation, housing, energy-use and entertainment. Also, vegetables are much cheaper than meat. Dressing in a tropical country is cheaper. People walk, bike or ride a bus or a train, India incidentally having world's largest train system. Houses almost never use heating or air-conditioning and are made bricks or earth. Movies come closest to providing night-life. People also help each other by bartering services. The notion that if a person earns $ 2 a day is miserable is not quite true. His or her purchasing power for life's essentials or simple needs are like $ 80, since a $ is the equivalent of Rs. 40. So, the vast majority of people in India pursue life, liberty and happiness matter-of-factly and hence rather successfully. Thus in a unique way, they are no different from the vast majority of people of this country. Finally, with this understanding we may like to ask ourselves if the one-billion plus people are not doing it right pursuing a life-style which is environment-and-eco-friendly and if it would not be a better world if we would network cultures around the world.

(A lecture to an International Group . Originally published online on www.csinternational.org)

*** * * * * * * * * * * ***

KIDS CORNER

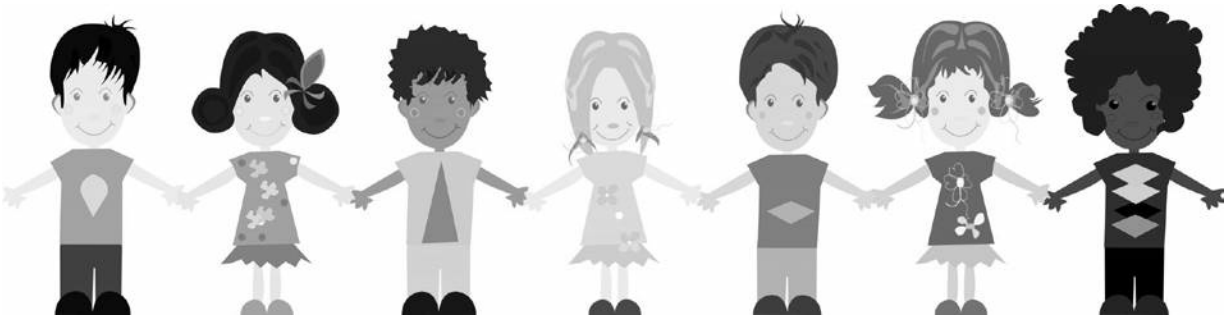

Limericks

There was an old lady of Bantry. She
lived in a pantry.
When she was disturbed by mice, she
appeased them with rice.
What a nice lady of Bantry!

There was a man from Drumpet.
His nose was like a trumpet.
When he played his nose aloud he
astonished the crowd.
What a talented man from Drumpet!

Josh Saha
Age:8 years

Isheeta Mukherjee
Age:8 years

Ilona Mukherjee
Age:6 years

I LIKE DURGA PUJA

by Sudeshna De, 7 ½ years

I like Durga puja because all my friends come together and play games. I also like the anjali, we pray to the god and we offer flowers to Ma Durga. I like that I get to wear new and different pretty dresses on this special day

I like the designs people create to decorate Ma Durga and her four children, Laxmi thakur, Ganesh thakur, Saraswati thakur and Kartik thakur. I enjoy learning new songs and dances and doing them on the stage and also doing all kinds of other talents show.

Memories of Dance

Lying in a trunk somewhere
Worn away by wear and time
Is a flowing dress of old
Along with anklets that would chime.

This dress adorned a young girl,
A girl of no more than eight.
And the anklets would decorate her painted feet,
And accompany her gait.

She would twirl and whirl under the sun,
Delighted by the mystic sound
That her lively feet would make
As they landed on the ground.

Under the stars she would softly move,
Her inner rhythm never breaking.
And the chimes continued as she danced
To the music nature was making.

But as the little girl grew up,
The dancing became forgotten,
And the leaves on trees that would rustle while green,
Now lay on the ground...rotten.

The dress and anklets were stowed away
Nothing more than the memories of a girl.
The anklet we harshly thrown aside,
And the dress was to never again unfurl.

And so lying in a trunk somewhere,
The dress and anklets wait for the chance
That someday, someone new will find them,
And once again a little girl will dance.

Suporna Chaudhuri
Age: 12 years

Inspiration

Oh, the agonizing feeling
I am drowning in despair,
I can feel its darkness
From my toes to hair.

The cut off date is coming
But inspiration hasn't struck
How I'm doomed, if writing
Doesn't come to me by luck!

I've been sitting there for hours
Ideas won't appear,
They're obviously hiding
In my head, towards the rear.

Suddenly they come,
Words just floating to the page,
They're quickly written down,
In a frenzied rage.

They wouldn't come earlier,
For that I really fume,
I would write about my anger,
But alas, there is no room!

Sounak Das
Age: 12 years

Natasha Roy
Age: 10 years

বৃষ্টির দিনে

সীমা ব্যানার্জী

সুঁটকির আজ স্কুলে যাবার ইচ্ছে নেই এক্কেবারেই। সকালে মায়ের ডাকে উঠেই শোনে বাইরে মেঘেদের হুহুংকার। জানলা দিয়ে একবার দেখে নিয়েছে যে, বাইরে কি ভীষণ কালশিটে পড়া অন্ধকার। আর দাপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, এই সময়ে কারুর ইচ্ছে হয় স্কুলে যেতে? মা ডেকেই চলেছে, -ও সুঁটকি, ওঠ মা, স্কুলে গিয়ে আমাকে উদ্ধার কর মা।

স্কুল তো কখনই বন্ধ হয়ে গেছে , কিন্তু এই যে সামার স্কুল- এটাকে একদম পছন্দ করে না সুঁটকি। কলকাতায় সামার স্কুল হতো না। সুঁটকিরা মফ:স্বল থেকে সুদূর আমেরিকায় এসেছে এক বছর আগে। কি সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে বেশ মজা করে বিছানায় শুয়ে থাকবে না মায়ের সেই বিচ্ছিরি ঘ্যানঘ্যানানি শোনো। আমাকে স্কুলে পাঠিয়ে যেন একটা মস্ত বড় কাজের সুরাহা হবে। প্রতিভা প্যাটেলের পরেই প্রেসিডেন্টের পজিশনটা হয়তো পেয়ে যাবে। মা ও তো মেয়ে বোঝে না একটু আমার কথা? খালি হিংসুটেপনা করে আমার সাথে।

-উফ্ চুপ করবে? না, করবে না? এবার থেকে একটা স্পিকার ফোনে তোমার মেসেজ দিয়ে রেখো আর কষ্ট করে বিছানা থেকে তোমাকে উঠতে হবে না। স্পিকারটা চালিয়ে দিলেই হবে। বড্ড ইম্যাচিয়োর্ড মাম্মা তুমি। এটা আ-স্মেরিকা বুঝলে আ-স্মেরিকা। আর তো কদিন পরেই স্কুল ছেড়ে কলেজ যাবো তখন তো আর তোমার কাছে থাকবো না? এদেশে কেউ বাড়ি থেকে পড়াশুনা করে না, বাড়ি থেকে করলে নিজেদের প্রাইভেসি থাকে না, এই যেমন এখন তুমি আমায় ডিস্টার্ব করছো । এত পড়া পড়া করো না যে কি বলবো? এদেশে নাহয় এই বয়সে কোথায় একটু প্রেম করবো তা তোমার জ্বালায় করার উপায় আছে? শুয়ে শুয়ে একটু বেশ রোমান্টিক স্বপ্ন দেখবো তা নয়, আরে বাববা : এই ওয়েদারকেই প্রেম করতে চাইছি তাতেও বাদ সাধো কেন? এত ঘুমোচ্ছিলাম, দিলে বারোটা বাজিয়ে। সুঁটকি? ওহ সুঁটকি । আচ্ছা আর নাম খুঁজে পাও নি বুঝি? যত্ত সব।

-আমি কি সুঁটকি? এত গোলগাল চেহারা এখানে দেখেছো? সবাই আমাকে মিল্কি বেবি বলে জানো সেটা?
-আচ্ছা, সুঁটকি? -তুই কি এই সাত সকালে ঝগড়া করবি না স্কুলে যাবি? এখুনি স্কুল বাস এসে যাবে, তাড়াতাড়ি কর মা, আমি তো গাড়ি চালাতে পারি না, নয়তো নিয়ে যেতাম তোকে স্কুলে । বাবা উঠে যদি দেখে যে, তুই স্কুলে যাস নি রসাতল করে ছাড়বে।

-করবে না? তোমারই তো দোসর।

অগত্যা ঘুম থেকে উঠে সিরিয়াল খেয়ে জামা কাপড় পরে রেডি হয়ে নিল সুঁটকি। বাস এলে উঠেও পড়লো। বাস ভর্তি ছেলে মেয়ে। সবার দিকে তাকিয়ে আবার সুঁটকির মাথায় চিন্তার পাহাড় এসে দাঁড়ালো।

-এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সুঁটকির মতন স্কুল না যাবার জন্য প্ল্যান করছিল? কে জানে বাব্বা:। এখন ওর তেমন বন্ধু হয় নি, কাজেই স্কুলের নামে একটু টেনশন থাকে, মা বাবা সেটা বোঝে না। এখানে ছেলে মেয়েরা কেমন যেন, ঠিক করে মিশতে চায় না। আর দেশি যারা তারাও অদ্ভুত, জানে আমি বাঙালী একটু কথা বলবে তো, না ইংলিশের ফোয়ারা শোনো খালি ওদের মুখে। কি যে সব ইড়িং বিড়িং করে বলে কে জানে। চোখ মুখের কায়দা দেখলে গা জ্বলে যায়। আমি যদি কলকাতায় থাকতে ইংলিশ স্কুলে পড়তাম কাজে দিত। সুঁটকি না ডেকে ওরা আমায় সুঁট করে ডাকে। ইশ্ কি যে ভয়ংকর নাম আমার রেখেছে মা বাবা। ওরা যখন ডাকে ওর কান্নায় গলাটা বন্ধ হয়ে যায়। তাওতো এখন মা-কে মা বলে না সে, মাম্মা বলে, আর বাবাকে বলে বাব্বি। কথায় কথায় আঁ, আঁ করে, এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ করে ঘাড় নাড়াটাকে দেখেছে সুঁটকি ওই ভাবে গলা দিয়ে আওয়াজ করতে। মনে মনে বলে শিখে যাব ঠিক শিখে যাব একদিন, কলেজে গিয়ে নামটা বদলে নেবো। ব্যাস! আর কোনো চিন্তা নেই। নাম কি রাখি? সুইটি! এই নামটাই তো রাখতে পারতো আমার? বাহ্ নামটা বেশ ভালো তো। এটাই রাখবো। দেখতে দেখতে বাস ড্রাইভার কেমন আস্তে আস্তে স্কুলে নিয়ে এলো। বৃষ্টিতে ভেজার জো পর্যন্ত নেই। কি অদ্ভুত দেশ রে বাবা। আর তেমনই অদ্ভুত মানুষজন। কোথায় যেন পড়েছিল, বাংলাও ভুলে যাচ্ছে আজকাল। এ দেশে আর বর্ষা ভেজা হলো না। আর হবেও কিনা জানি না। রেনি ডে তো হতে একদিন ও দেখলাম না।

-কি বিচিত্র এই দ্যাশ।। জয়তু মার্কিণী বাঙালী কন্যা।

THE TAFFY MAN

Tanisha Ghosh, 5th Grade

He twists and stretches all day and all night
He even stretches to turn out the light.
He twists and bends as well as he pleases.
He ate so many pieces of taffy,
That he began to get wheezes.

He began to turn numerous colors,
Then people began to mutter and mumble.
One man said, "He's gone completely psycho."
"Has he had someone play TYCO,
So he can be cured?"

The townspeople started to think.
They really were on the brink.
Finally, a little girl said' " I know! Let's put him on a bed,
In a shed, and make him eat pencil lead."
So the townspeople did what the little girl said.

The plan worked! But instead of turning normal,
He became....the pencil man!
Now, instead of being stretchy as taffy,
He is as stiff as a pencil.
His name is now Pencil Man Dan.

KHOKA'S DREAM

Shubhom Bhattacharya (10 Year)

Khoka was a ten year old village boy in the Himalayas. What was different about him, though, was his determination to learn new things and change the world somehow. Khoka was in a poor family-his father a shepherd, and his mother a weaver. His parents only managed to make enough money to scrap up dome dahl_and rice. Therefore, Khoka did not get much schooling, and thus he was constantly reading at the library, learning math, science, and literature. He spent almost all his time at the local library which had a surprisingly large amount of books for a Himalayan village. So Khoka continued learning and learning.

Seven years later, the all-world scientist meeting was being held at New Delhi. Khoka immediately went with his father's prized horse Raja. Three days later, he arrive at the meeting, secretly slipped in, and jotted down everything that was being said, even if he knew it.

At the end of the meeting, Khoka bumped into a big man with a white scraggy beard. Khoka looked at the briefcase. It said B.T on it. Khoka knew who this was-world famous German scientist Bugerheirt von Wollszowski. Khoka immediately apologized and introduced himself, expressing his dream of being one of Bugerheirt's students. Bugerheirt saw that Khoka had a great potential.

The plane landed in Frankfurt, Germany. Khoka had his chance to change the world! He spent many nights doing intense research and four years later he came up with a way to use water as a fuel for cars. Immediately, car makers started making cars that run on water as fuel. The price of cars fell and many people could buy and drive cars in poor countries. Gradually, Khoka's invention elevated the lifestyle of many poor families of the world.

Khoka toured several countries speaking about his invention. He won countless awards, ending up winning the Nobel Prize. This little Himalayan village boy had now become one of the world's most honored scientists, just by sheer hard work. Thus, he fulfilled his dream: change the world.

TOWARDS THE SKY

Kakuli Nag, Kolkata

Too many memories came flashing into my mind as the car sped towards Monirampur. I was thrilled to see even the ordinary buses of Barrackpore, the shops, the same Cinema Halls. Nothing seems to have changed and yet, everything was different.

My excitement soared high as we crossed SAINIK - a Cinema - cum - Lecture hall for the Air Force. A few yards from there were my school. It was over a decade now that I left school and there stood a huge three-storied building, painted off white, in its place.

Had it not been a Sunday, streams of students would be wandering in the school Premises now. I asked the driver to slow down. I felt tempted to ask him to stop the car so that I can stand there for a while, outside my school and absorb the quite atmosphere and cherish a few lost moments.... the precious ones.

I fought the temptation. Sneha will be anxiously waiting for me, and I didn't want to annoy her by being late. Her husband will be waiting too. She was so eager to take me home and introduce me to her family that very day when I met her at Shyambazar, after almost fifteen years. It is strange that she recognized me so easily as if the communication gap never existed, but I had been a trifle confused when she banged on me that day - She looked different with a few gray hairs and lot of weight into that small body of hers.

I excused myself that day and promised to go to her house on the Sunday that followed two weeks later. She will be waiting for me today.

As the car picked up speed, I tried not to think of the past but the effort was in vain. Being so close to school and not thinking of him, not remembering his face is like asking one not to wink looking at the Sun.

I cannot remember his name. Actually, I never knew his name. My friends used to call him Akash. He looked best in his sky blue shirt and therefore the name.

He was always there, before and after school hour, either talking to our Security Guard or to a senior student of our school or just watching me for long moments - innocently. He never talked to me, never approached me. Never ever tried to. I remember how irritated I used to feel at times and fret about his staring - only staring. I swore to myself, every now and then - about his cowardice, lack of guts, stupidity and then consoled myself at home, each time. After all, he was hardly a few years elder than me. I naturally cannot and should not expect him to behave like one of the Mills & Boons Heroes - the romantic ones, the daring ones, at such a tender age. He must have his own fears and apprehensions of losing me, if he did a mistake. He is just being careful. He ought to be, about such a delicate situation. He needs some time to muster the courage and that's it. I involuntarily defended his acts and tendencies.

It was middle of December. Students appearing for Secondary Exam will have their study leave in just a few days.

We had very little time to arrange a grand farewell for our seniors - something special, memorable and one of its kind. Each of us contributed our ideas and suggestions.

I had a flair for writing, since I was seven and being a student of Class Nine, with Higher English as one of my subjects, raised on Wren & Martin Grammar Book and my

vocabulary being above average, I managed to write a fairly good poem to grace the occasion.

One of us was wise enough to say - "Let us sing rather than reciting it". The idea was appealing and everyone agreed in unison. I composed the song.

The 24th of Dec - It was their farewell all right, but it was my evening. The last item of the functions before the concluding speech by our Principal was my song. Eight of us sang it but Daksha, the nightingale of our class sang the slow lines in her sweeter - than - honey voice so well, that it evoked a deafening applause from the students and teachers at the end of it.

I was on top of the world. All the senior students, Teachers and the Principal too appreciated my composition very much. I had several poems in my diary but they were for my pleasure alone. The sensual gratification of pleasing whole lot of people - your friends and dear ones is such a great feeling, I realized that evening. I felt a sense of accomplishment - so many smiles and compliments really moved me.

Sneha had kissed my cheeks. I could see something sparkle in her eyes. It took me a second to realize that she was on the verge of tears. She was so touched.

" You have written so well. I know you will win a thousand hearts when you grow up, with your poetry " she told me, holding my cheeks.

Our Principal, Dr Ashutosh Chakrabarty stroked my head and chided, " You should tab your potential properly, nurture your talent, don't neglect." He further added, " Many a talent is born and lost in the desert air". He looked doubtful about the words he had used.

I bit my lips to suppress the right line, ' Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air'.

I certainly cannot expect one to be just as good in Literature, as in Physics. But Sneha, as usual had opened her big mouth to say, "No Sir, you didn't get the words correctly. Although, I myself cannot remember the right words now, but I'm sure those weren't the words written by the poet - I forgot the poet's name too"

I liked his spirit when he snapped back at her gently, "Sneha, forget the words. She's got the message not to waste her talent."

One of her classmates had told her later, "Sneha, you have such a fathead, big-mouth and thin-memory – do you know, silence is beautiful, and try it sometimes".

Double meaning always escaped her. She could not figure out why she was admonished. In spite of her talkativeness and lack of tact, I liked her. She was my favorite among all the seniors and I always admired her for her intelligence and academic achievements. The teachers were proud of her for all the prizes she had won in Quiz competitions and School-level Sports Championships, just the one year she had been in our School. She was the most popular student, enjoying a great deal of respect from the juniors for her qualities.

She had promised her teachers to score star marks in Math and Science. We all knew she would keep her promise. She was my ideal.

The farewell concluded at around quarter past seven. I wished Sneha best of luck before we parted. I suddenly felt sorry for Akash as I boarded the School bus. He missed something. He would have been delighted to see me being appreciated by so many people that evening.

I realised with a pang, ' it was so late today. He cannot probably be waiting for me for so long. It was drizzling too. From tomorrow onwards, our winter vacation starts and I will

be able to see him only in the beginning of next year'.

I remember I felt so lost that moment, so drained of strength. All the laughter, joy and fun that I had sometime back at school, seemed remote. All the compliments I gathered so carefully, slipped out of my memory. I found it difficult to swallow the lump in my throat. How I wished I could cry.

I looked out of the window of our School Bus, aimlessly, not searching. And, I thought, I saw him. Sure I did.

There he stood, under an umbrella. It had been drizzling since God know when. His Sky Blue shirt half drenched in the rain. I saw the color of his shirt when the headlights of our School Bus flashed at him. I saw him smile. I smiled back.

And that was the last of him, I saw. Akash faded from my sight slowly.

It was during the vacation, I learnt from a friend that our school bus had met with an accident, near SAINIK Cinema Hall, on the 24th itself on its way back to school, after dropping the students that night.

I learnt that the news was in papers too. I had looked for it eagerly, in the stack of papers that lay on our Tea table. I was actually anxious to know the fate of our bus driver, if he was beaten by the masses, as is done in these cases usually. Not a word was written about him.

'Abhijit Sen, (19 Years) died on the spot when a School Bus collided with a speeding truck at Barrackpore, near SAINIK Cinema Hall last night. Mr. Sen was a resident of Monirampur and was stated to be sauntering near the hall when the incident occurred. He was drunk.'

I was back to school after our vacation. We had discussed the mishap amongst ourselves - friends, teachers and even the bus driver. The cloud of melancholy soon faded and the accident was forgotten.

I, was, however, upset for an altogether different reason - Akash. I had not seen him for more than a week, since our school re-opened after vacation. Sure, he could be sick, or perhaps he does not know that our vacation is over.

I continued waiting, looking for him before and after school hours. He was nowhere to be seen. I began to suffer from insomnia and also lost appetite. I failed to concentrate on my studies - not because I missed Akash or because I had not seen him for so many days but because something awful was taking shape in my mind, which I was repeatedly trying to avoid.

I tried to be optimistic but without much success. So, finally, after almost two weeks, I asked our bus driver, “Did you ever see him earlier, I mean before that night?"

"Several times, outside the school, looking at girls" came the brief reply from our driver. He had discussed the accident enough number of times and was just not in mood for it again.

I somehow didn't like the way he distorted the image I had in my mind, of Akash - ' After all, every one standing outside school are not looking at girls - may be a particular girl' I believed. I hammered the image back to its original shape. I found myself defending Akash again.

"How did you know he was drunk?" I had asked with a 15 year old's innocence.

“He stinked. And everyone in Monirampur knew him and his good traits, why do you ask?". He looked impatient.

I was quite for some time. I broke the silence with my final question, " What was he

wearing that day?"

I asked him, with my heart pounding, head throbbing and my hopes soaring. He stressed his mind, " I think black trousers with light-blue shirt".

As he uttered the last three words, all my hopes were grazed to ground. I looked at him blankly, as if I didn't understand. He repeated, stabbing my hopes again. I felt weak. I sank to my seat, shattered.

After a few minutes, I heard someone call my name. It was our Principal. What I thought were a few minutes, were actually two full hours. The bus driver reported our Principal about my sitting still in the bus. I cannot recall what he and the other teachers told me when they had found me in that state. I only remember I wasn't crying. Strangely enough, I wasn't crying even after I learnt, Akash was dead.

I have regretted all these years having asked what I did ask our bus driver that day. With those questions, unasked, unanswered, I could have been a happier person today, my heart still hoping, still dreaming, still waiting, and still aiming towards the sky.

Even after so many years, I could remember his face so distinctly, child-like innocent face, dreamy eyes and that glitter on his face, when he smiled, looking at me, the day he died I will never forget.

I could see his face even now amidst my wet glasses, but not very clear, as if my tears damaged the perfect ness of his picture. I imagined him, with the fifteen years he had not lived - with a French cut beard, a few lines on his forehead, with oxidized spectacles like mine. I closed my eyes to retain the image for a while.... or forever.The car came to a screeching halt. I looked ahead. I wiped my eyes but the image still remained. I heard a man's voice - loud and clear - it seemed to me as if the image talked.

"There you are, welcome to our abode. I have been waiting here for such a long time so that you don't miss our house. I am Neel, Sneha's tortured husband " He laughed and added, "See, how I recognized you after so many years"
I stared at him for a long time, for an abnormally long time. It was not an image after all.

The sky was there all right and it was always blue for Sneha. It is only that I had not noticed it earlier. I observed its beauty, vastness and everything but never its true color. Now I know Akash is Neel.

I had my own reasons to smile back at him then when I last saw him fifteen years back and better reasons now.

বেদনার বালুচরে

বিকেল পাঁচটা বাজে। আকাশটা অস্তগামী সূর্যের সোনালী রক্তিম আভায় ছেয়ে আছে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। ভারী সুন্দর একটা ঠাণ্ডা আমেজ অনুভব করছেন মিসেস শাশ্বতী ঘোষ। কিছুক্ষণ আগেই তাঁর আয়াটি তাঁকে রুটিনমাফিক অতিযত্নসহকারে বারান্দায় রাখা তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিয়ে দিয়ে গেছে। এই খোলা বারান্দাটায় নিশ্চুপভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে আজকাল মিসেস ঘোষের বেশ ভালোই লাগে। জীবনের ষাটটা বছর সাবলম্বীভাবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন তিনি। মাস ছয়েক আগে একদিন সুগৃহিনী শাশ্বতীদেবী ঝাড়ন নিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ একটি ছোট্ট টুলের উপর উঠে তাঁর একান্ত প্রিয় বই-এর আলমারিটার উঁচু তাকে রাখা বইগুলির ধুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। তারপরে কীভাবে যে তিনি পা পিছলে ওই টুলটা থেকে বেকায়দায় মাটিতে পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান, তা তিনি বুঝতেই পারেন নি। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সংজ্ঞা ছিল না। তারপরেই হসপিটাল। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন ও বিছানায় শুয়ে রইলেন অনেকদিন। এখন তাঁর ঘরে ও সংলগ্ন বারান্দায় শুয়ে ও বসে বন্দী দশা চলছে।

আজকাল সারাদিন নানা ভাবনার মধ্য দিয়েই তাঁর মন শুধুই অতীতের দিকে ধেয়ে যেতে চায়। স্মৃতি রোমন্থন করতে তাঁর বেশ ভালোই লাগে। অনেকক্ষণ তাঁর অতি সহজেই কেটে যায়। সময়টা কাটানোর সময় থেকে তিনি বেঁচে যান। যৌবনের অতি ব্যস্ত থাকা মিসেস শাশ্বতী ঘোষ বর্তমানে তাঁর সীমাহীন সময় বারান্দায় বসে নিশ্চুপ ভাবে কাটাচ্ছেন, এ বিস্ময়কর। মনে মনে হিসাব করেন তিনি—জীবনের ষাটটা বছর তো কেটেই গেল এলোমেলো সাংসারিক স্বার্থজড়িত এক কর্মযজ্ঞের স্রোতে। বাকী আরও কতদিন ঈশ্বর তাঁকে এই জীবন দিয়েছেন তা অজানা। তবে পরপারে যাবার ঘণ্টা যে বাজতে চলল তা তিনি যেন শুনতে পান। তাঁর শেষ পারানির কড়ি যে এবারে গুণে গুণে তুলতে হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

তাঁরা ছিলেন মোট পাঁচটি বোন। তিনি হলেন মেজ। কোন ভাই ছিল না। ছেলে না হওয়াতে মায়ের মনে হয়ত একটু কষ্ট ছিল। পরপর পাঁচটি মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তায় তাঁর মিষ্টি মুখটি বড়ই ক্লান্ত দেখাত। তাঁদের বাবা কিন্তু ছিলেন মেয়েদের গর্বে গর্বিত। ফর্সা, সুন্দর, দোহারা গড়নের ইঞ্জিনিয়র বাবা তাঁর মেয়েদের নিয়ে খুবই আনন্দ করতে ভালোবাসতেন। ছুটির দিন হলেই তিনি তাঁর ছোট্ট হিন্দুস্থান মোটরটিতে স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে কোলকাতার নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে তাঁর যেমন কড়া নজর ছিল তেমনি স্নেহঝরা দৃষ্টি ছিল তাঁদের অন্য সব দিকে। এক কথায় এমন আদর্শবান স্নেহময় পিতা ও দায়িত্বপূর্ণ স্বামী আজকাল তিনি দেখতেই পান না।

ছেলেবেলায় শাশ্বতী মায়ের মুখে শুনেছিলেন তাঁর বাবা জ্যাঠারা নাকি মস্ত নামী পরিবার। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা আচার ব্যবহার তাই অন্যান্য বাঙালী পরিবারের থেকে একটু ভিন্নই ছিল। বাবার ভাইদের মধ্যে নিবিড় ভালোবাসা ও মা জেঠিমাদের নিজেদের মধ্যে নিকট বোনের মত সম্পর্ক দেখেই বড় হয়েছেন তিনি। তখন বাড়ীতে খুব ধুমধাম করে "দুর্গা পূজা" হত। ঠাকুরদাদার আমল থেকে নাকি তা চালু ছিল। বর্তমানেও সেই শারদীয়া পূজা হয়ে চলেছে তাঁর জেঠতুতো ভাই ও ভাই-পোদের সংসারে ঠিকই তবে সেখানে যেন আগের মত মিলনের আনন্দ নেই। বাবা জেঠাদের মধ্যে যে ভক্তি ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিল, যে হৃদয়ের প্রসারতা ও পরিবেশে পবিত্রতা তখন ছিল তার অভাব এখন অনুভব করা যায়। বছরে একটা দিন মহা অষ্টমী তিথিতে আজও তিনি একবার যান বাপের বাড়ীর পূজাতে।

পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনটাতে বাবার পছন্দমত পাত্রের হাতে তাঁর সুখেই কেটেছে। উচ্চ পদস্থ, আদর্শবান স্বামী নিয়ে ও দুটি সন্তানের জননী হিসাবে তিনি সুখী। স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তান সুখ, স্বামীর ভালোবাসা সব পেয়েও কিন্তু

আজকাল প্রায়ই তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়। কিসের কষ্ট তিনি জানেন না। অথচ এক সুতীব্র ব্যথার বেদনা অনুভব করেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। নিজেকেই মনে মনে প্রশ্ন করেন—তিনি কি দুঃখবিলাসী হয়ে পড়ছেন দিন দিন? নিজে তিনি সারা জীবন সম্মানের সঙ্গে শিক্ষিকার চাকরী করে এসেছেন, সংসারের সবদিকই তাঁর সফলতায় ভরা। তবুও মনটা তাঁর কেন যেন এ বয়সে এসে উদাস হয়ে যেতে চাইছে। এটা কী বয়সের দোষ? নাকি সংসারে নিজের প্রয়োজন ফুরিয়েছে এই ভেবে কষ্ট অথবা মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত তিনি? —বুঝতেই পারেন না। তাই রোজই এক অজানা বেদনায় কাতর হয়ে বারান্দায় বসে সময় কাটান।

আজও এই রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মন বলে উঠল, তবে কী কোন অন্যায় কাজ তিনি কখনো করেছিলেন যে তার জন্য একটা অনুশোচনা বোধ তাঁর অবচেতন মনের গভীরে রয়ে গেছে? ভাবতে ভাবতে চিন্তার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন শাশ্বতী দেবী।

একটু বোধহয় তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। হঠাৎই যেন তাঁর মনের আয়নায় একটি সুস্থ সবল সুন্দর যুবকের মুখ দেখতে পেলেন তিনি। মনে পড়ছে খুব স্মার্ট দেখতে ছিল সে। ডাক্তারী পড়ত বোধ হয়। কারণ দূরের লাল বাড়ীটাতে ভাড়া মেস বাড়ীতে যে সব ছেলেরা থাকত তারা সবাই ডাক্তারী পড়ত মেডিকেল কলেজে। সেও থাকত সেখানে তা কিশোরী শাশ্বতী জানতে পেরেছিল। কারণ ছেলেটি রোজই সেই লাল বাড়ীটার বারান্দায় এসে অনেকক্ষণ তাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত—তাও লক্ষ্য করেছিল সে। শাশ্বতী জানত সে কার অপেক্ষায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মায়ের কড়া নজরের ভয়ে ওরা বোনেরা কেউই নিজেদের বাড়ীর জানলায় দাঁড়াতে পারত না। কিশোরী মেয়েদের যৌবনের অতিরিক্ত সৌন্দর্য সে যুগে তাঁর মাকে সর্বক্ষণ আতঙ্কিত করে রাখত। অবশেষে, একদিন শাশ্বতী ট্রামে চেপে কলেজে যাচ্ছে, হঠাৎ সে দেখতে পেল তার ঠিক পিছনে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে ছেলেটিও দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই শাশ্বতী অনুভব করল তার ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। মৃদু গম্ভীর স্বরে তার নামটি জানতে চাইল ছেলেটি। ভয়ে শাশ্বতী ঘামতে শুরু করল। খুবই নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। কোনই উত্তর দিতে পারল না। নিবিড়তার এক অজানা শিহরণে সে পিছনে তাকাতেই পারল না। ইতিমধ্যে কলেজের স্টপেজটা এসে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন সে। তাড়াতাড়ি নামবার জন্য দরজার কাছে এসেই দেখতে পেল তার পথ আগলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি। মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হল সে। ট্রামটি ছেড়ে দেবার আগের মুহূর্তেই এক ঝট্‌কায় ছেলেটি হাত সরিয়ে দিয়ে তার জুতো সমেত পায়ের উপর নিজের চটির হাই হিল দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল শাশ্বতী। হয়ত একটু বেশী চাপই দিয়েছিল সে। কারণ সে যেন তক্ষুণি ছেলেটির গলা দিয়ে "উঃ" আওয়াজ আর্তনাদের মত শুনতে পেল। কোনদিকে আর না তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি কলেজের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু যেই ও গেট দিয়ে কলেজে ঢুকবে তখনি পিছন দিকে অনেক মানুষের চীৎকার শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শাশ্বতী। চরিদিক থেকে তখন অনেক মানুষ ছুটে এসে ট্রমটাকে ঘিরে ধরেছে। কী হয়েছে দেখতে পেল না সে। শুধু মানুষের চীৎকারের মাঝে কয়েকটা শব্দ শুনল সে—"পা কাটা গেছে।" গেট দিয়ে কলেজে ঢুকেই মাটিতে পড়ে গেল শাশ্বতী। মাথাটা তার ঝিম্‌ঝিম্ করছে, বুক ধড়ফড় করছে, অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে তার প্রাণে। বন্ধুরা তাকে ধরতে ছুটে এল। অনেকক্ষণ সেদিন 'কমন রুমে' শাশ্বতী শুয়ে ছিল ও ছুটির অনেক আগেই তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা তার মনে আছে।

তারপর থেকে রোজই একবার বাড়ীর জানলা দিয়ে সবার অলক্ষ্যে এই সামনের লাল বাড়ীর বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখে সে। বারে বারে দেখে। মায়ের অলক্ষ্যে অনেকক্ষণ দেখতে থাকে উদ্‌গ্রীব আশায় এই যে, যদি সে একবার এসে আগের মত দাঁড়ায়—"কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে।" কিন্তু হায়! আর একবারও সে দেখতে পায় নি সেই সুন্দর চেহারাটিকে। অধীর আগ্রহে কৌতুহলী দৃষ্টিতে অতি নীরবে কতই খুঁজেছে তাকে সেদিনের সুন্দরী শাশ্বতী। ব্যর্থ হয়েছিল তার সব আশা।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবনের ছন্দ বদলায়, গতি বদলায় আর মানুষ তারই টানে উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে জীবন শেষ করে ফেলে এক অলিখিত নিয়মে। বহু বছর কেটে গেছে। সংসারের নানা ঝড়ঝঞ্ঝায়, সুখে দুঃখে

মনের কোনের সেই আকুলতাও একসময়ে হারিয়ে গিয়েছিল। অজস্র ভুলে ভরা বাক্সের এক কোনে সেই ঘটনাটি তলিয়ে গেল। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওই ঘটনাটি স্মৃতির পর্দা ভেদ করে সামনে চলে এসে, যন্ত্রণাটি তীরের মত বিঁধল তার হৃদয়ে।

আজ তিনি বুঝতে পারছেন, সেদিন কী ভীষণ অন্যায় তিনি করেছিলেন সেই নিষ্পাপ যুবকটির প্রতি। ছেলেটির তো কোন দোষ ছিল না! কী হত যদি তিনি ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরটি একটু হেসে দিতেন? কী ছিল তাঁর মন জুড়ে? —অহংকারবোধ না ভয়? আজকাল তিনি চারিদিকে দেখছেন ছেলেমেয়েরা কত সহজে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে, কত সাবলীলভাবে মেশে তারা।

তারা তো সবাই খারাপ হয়ে যায় না? এখনকার যুগে যা স্বাভাবিক সে যুগে তাই ছিল ঘোরতর অন্যায়। সমাজের এক অলিখিত নিষেধের মধ্যে অর্থহীন ভয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে এসেছেন তাঁরা এক দমবন্ধ করা পরিবেশে। মেকী ভালোমানুষ সেজে নিজে আদর্শ নারী বা আদর্শ পুরুষ পরিচয় দেওয়ার লোভ আজ তাঁকে যন্ত্রণায় কাতর করছে। আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন এই তথাকথিত "ভালো মেয়ে" হওয়াটা কতটা অর্থহীন। আজ যদি তিনি আবার তাঁর সেই দিনগুলি ফিরে পেতেন, তিনি নিশ্চয় একটি বারের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজের নামটি তাকে বারে বারে শোনাতেন।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছেন মিসেস শাশ্বতী ঘোষ তাঁর অন্ধকার বারান্দার এককোণায় বসে। বুকভরা ব্যথার এক চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে। সেই পা-কাটা যুবকটির প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছেন তিনি এই বয়সেও। অনুতাপের অশ্রুজল যে তাঁর প্রেমবারিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কেঁদে চলেছেন তিনি। হঠাৎ বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। তাঁর একান্ত অনুগত সেবিকাটি তাঁকে সাবধানে ধরে তুলল ও ঘরের দিকে নিয়ে চলল। অথর্ব দেহটাকে কোন মতে টেনে নিয়ে এসে ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়লেন শাশ্বতী দেবী। দূরে কোথায় রেডিওতে উদাত্ত কণ্ঠে কবিগুরুর গান গাওয়া হচ্ছে শুনতে পেলেন—

"জীবনে পরম লগন
কোরো না হেলা কোর না হেলা
হে গরবিনী।
বৃথায় কাটিবে বেলা
সাঙ্গ হবে যে খেলা.....।"

—শ্রীমতি প্রণতি বোস

RUNNING: THE MIRACLE IS NOT IN FINISHING;
THE MIRACLE IS IN PUTTING THE COURAGE TO START

- Rajib Roy
-

I took up running back in the summer of 2005. Contrary to popular opinions, this had nothing to do with the rising gas prices ☺ It had more to do with the fact that I realized I was going to hit 40 the next year and I was scared of becoming "old". I could not get myself to go the gym. I have tried it many times. For some reason, I do not get the endorphins kicking in. That, and the fact that I look so puny compared to the other muscular men in the gym, I soon start getting a complex ☺

That is when I ran into running!! There were three things that kept me running. First, it has the lowest investment. You do not need rackets, balls, clubs and all that. All you need is a carefully chosen set of shoes. That is it. One set of shoes should last most of us quite some time (more details later). Second, you have full freedom on time and place. You do not need partners, do not need to book time on the links and the courts etc. You just go. You can run on the streets, greenways, school tracks – wherever you want. You can go anytime of the day you have a few minutes on hand.

And the third reason I stuck to running is rather embarrassing. My first run was on May 19th, 2005 in Dallas. For the Dallas-uninitiated, that is the time you get thoroughly unencumbered bright sun beating down on you around 105 degrees! And I ran like I was going to be the next Bolt! Needless to say, within half a mile, I almost passed out. I had to be almost carried home. That is when I got determined to get the better of running. (That August I put in a 10 mile run in 110 degrees and then followed it up with a 18 miler within a few months on a cooler November day just to prove a point). If I could, any one of you can too.

If you want to get started, there are a few things you need to know:

Run, jog or walk? It does not matter how fast you run unless you are trying to be a sprinter. You spend the same amount of calories whether you sprint or you jog for a mile (the rate of energy spent is compensated by the time you are running). In fact, the faster you run, the larger is the percentage of your calories taken from your muscles (and lesser from the fat). If you are trying to get back into shape and lose fat, brisk walking is the best form of exercise. Just go for longer distances – not faster times. If you are trying to get strong, go for faster runs. But never too fast - or you will hurt yourself quickly. The way to measure it is to ensure that you are able to talk without panting as you run. For me, that is about 9-10 minute mile for 5 milers and about 10-11 minute mile for 10+ miles. I know people who can do it for 2 minutes less comfortably.

Fancy gear is not what you need: The only thing I would suggest you do is to go to a good running shoe store (not the general purpose stores) and get them to test how you run. Usually they will make you run on a treadmill and video record your footsteps. That will be analyzed for how you put your foot down, how flat is your arch and so on. And then they will suggest a shoe that would compensate for that. Once you have done this, you can stick to this brand and go for years. You should not be spending more than $100 on a pair of very good shoes. Usually $75 should be enough. Do NOT listen to all the fancy advertisements.

The reason I ask this as the first investment is because this is the difference between serious injury and good health. A good pair of shoes will keep your knees and leg healthy without any injury. A bad pair will kill them in a few days. Also, do not run for more than 300 to 400 miles on a pair of shoes. If you are going to run for 2 miles 3-4 days a

week, that should last a year. Do not go over 400 miles. The shoes would feel good but the cushion is all gone and will hurt your knees.

If you want to invest more, I would say get a pair of running shirts, shorts and a cap from a running store. They are made of wick material that takes the sweat from your body and soaks it up. This helps your body stay cool. Together, this should not set you back by more than $70. I still use the ones I bought 3 years back.

Finally, if you are getting serious, get a heart rate monitor. You can get them from $50 to $500. I would suggest a lower end Polar (or any other brand like that). All you need to know is your heart rate as you run. If you want to learn more on how to monitor your run based on heart rate, give me a shout or pick up any book on running or ask your doctor. The more sophisticated ones will tell you how many calories you burnt and how much of it was from fat and so on and will cost less than $150.

I forgot to mention – if you regularly weigh yourself, I would suggest get access to a weighing machine that also measures fat percentage in your body. (If you want to buy – this would be around $99). They have two electrodes and sends a low voltage shock (don't worry, you will not know it) and then measures resistance which tells it how much fat you have. When you start running, you may gain weight initially as you grow muscles – but undeniably, the fat percentage will start going down. You would be depressed if you did not know this.

Treadmills, trails or the streets – it is your choice: If you like running on treadmills, go for it. I get bored in 5 minutes. I have to run on the roads where I get to see the nature, say Hi to fellow runners, bicyclists, wave at the cops who drive past and there are always the surprises. Once, I was able to help a car driver who was throwing up; then there are those times where people ask for directions and once I saw a dead deer on the road!!!

If you run outside, always run on the sidewalks. If there are no sidewalks, walk on the edge of the road. Without fail, keep an eye for oncoming traffic. Most drivers are very courteous and will move over and wave at you. But once in a while, there will be some crazy ones out there. When you see an oncoming car not moving over, just get off the road to the ground and keep running. Get back to the road when the car is passed.

In general, running on dirt roads is better than hard roads because of the micro tears in your muscles. But they are harder to run on too since they are softer.

Always run against the traffic (on the left edge of the road). This is true if you are running on the sidewalks too. And be very careful whenever there are street intersections. Realize that often drivers are looking to the left to make a right turn and forget to see if there is anything on the right.

When should you run? Like I said, whenever you have time. Maybe after the kids have gone to school or after you are done at office. Whatever it is, try to fix a particular time. That way, it becomes a discipline. Also, earlier mornings are usually cooler and will help you go more as well as you will enjoy the early morning nature. Exercise in the morning keeps your metabolism high for the rest of the day which means you will be burning more energy.

How to stay away from injuries? Always stay hydrated. Drink water before you go for a run. Drink water after you come back from a run. For the very long runs, get a belt where you can carry water. You should be sipping water *before* you get thirsty. Water is your best medicine. If you get to the10 mile level, I would suggest have a blood thinner like Advil half an hour before you go for the long run.

Never show irrational exuberance in increasing your running lengths. All you will get is shin splits and hurt knees. Start with something modest – half a mile, one mile whatever. Do the same at least 3-4 days during the week. On Saturday, double it. And then take complete rest on Sunday. After a few weeks, increase the amount – but never more than 10-20% at a time. The trick is to go for slow growth.

Always stretch before and after the run. This is boring to a lot of us (especially me). But this is the most important event that prevents your muscles from getting torn up. It does not take more than 5 minutes to do your stretches but this is an absolute must. There is not enough space here to describe all the stretch outs but next time you go to Barnes and Nobles, just glance thru a couple of pages on any running book – and you will get the idea. Or ask the person at the running store where you went to buy your shoes.

The above three – with a good pair of shoes – will keep you running for years and years without any injuries.

Once you are injured, get off the track and talk to a doctor or some experienced runners. Remember that when you run, after a few minutes, you will start feeling some pain – that is natural – because blood is running to your tissues and they are getting bigger. After some time, it will go away. The next time the pain comes back – that is unnatural – that is surely because of wear and tear. Stop and walk back. You should not reach this, if you are having the right shoes and are disciplined in not increasing your distances too quickly.

Keeping track:

There are many websites which will help you find out how much distance you ran and keep log of that as well as heart rate and so on. I use www.mapmyrun.com but you can use any that you like. Go to www.rajibroy.com and see the "Running Log" link to get an idea.

A Final Plea:

If you do pick up running/walking, here is another thing to keep in mind. Every Saturday, somewhere near your house, there is a charity run or walk organized. Go to www.active.com to get a list. Go and run/walk in some of those. You can register for $15 or so in most of these runs. Most of these runs have matching money from some corporate sponsor. You will get an incredible sense of doing something for a cause, feel as part of a community and meet some interesting people and make friends. You get a free T-shirt too!!!

You started running and you put it to good use by raising money for the less fortunate people who need our help. You are my hero(ine) already!! Go ahead and brag in that evening's get together with your friends about the run you had for the cause. You deserve all the praise and the attention.

And yes, I am 42 years young now ☺ (much better than the summer of 2005)

প্রথম দেখা

সমর মিত্র

একটা জীবনে কতজনের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়, সেই প্রথম দেখা ক্রমে বিভিন্ন স্তরের ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, কখনো বা মামুলী পরিচয় থাকে, কখনো বা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। সাধারণত এই প্রথম দেখা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না, অন্তত আমি ঘামাইনি। কিন্তু আমাকে ঘামাতে হয়েছিল আকস্মিকভাবে একদিন, যে দিনটি আমার কাছে স্মরনীয় হয়ে আছে।

অন্তত তিরিশ অন্তত তিরিশ বছর আগের কথা। আমাদের এই আটলান্তার বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী অতিথি হয়েছিলেন। তিনি সেসময় তখনকার রোডেশিয়ার স্যালিসবেরির আশ্রমের অধ্যক্ষ। এখানকার বেদান্ত সোসাইটির ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছিলেন। আমি আমার দিনের কাজের অবসরে সেই শাস্ত্রজ্ঞ মহাপন্ডিতের কাছ থেকে কিছু জানার আকাঙ্খায় নানারকম বালসুলভ প্রশ্ন করতাম। তিনি বিরক্ত হতেন না, ত্রুটি ধরতেন না, প্রসন্ন মুখে সহজ করে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন।

একদিন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দেখ, তোমার জন্ম বাংলাদেশে আর আমার জন্ম কেরালায়। আমরা কেউ কাউকে জানতাম না। এখন তুমি থাক আটলান্টায় আর আমি স্যালিসবেরিতে। অথচ আমি এখন তোমার বাড়ীতে অতিথি। তোমার বসার ঘরের এই সোফায় বসে তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ আর আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। বল দেখি আমাদের দুজনের এইভাবে একত্র হওয়া কি একটা আকস্মিক ঘটনা ?

আমাদের বাক্যালাপ ইংরেজিতেই হত। তিনি বলেছিলেন 'do you think that this meetting of ours is a random phenomenon?' ঐ প্রশ্ন শুনে আমি অবাক, কি উত্তর দেব ভাবতে পারছিলাম না, ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু। কিছুক্ষন নীরব থেকে আমার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'No, this is not a random phenomenon. This meeting of ours had to take place.' মহাপুরুষের তীব্র দৃষ্টি আর সেই কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় তাঁর কথার সত্যতা আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করলাম।

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন - কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই - যার গভীরতা আগে বুঝতে পরিনি। রবীন্দ্রনাথের কাছে আড়ালে থেকে সেই অদেখা যিনি কলকাঠি নেড়ে চলেছেন তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আমার জন্ম থেকে জীবন নাটকের সেই নাট্যকার কত অঙ্কের কত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সেদিন যেন মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রকাশিত হলেন।

আমার জীবনের মত প্রত্যেক মানুষেরই এমনি প্রথম দেখার পেছনে নানাবিধ ঘটনার যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকেই সেই সব লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলে এক একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আমার নিজের জীবনের অনেক কাহিনীর মধ্যে থেকে আর একটি কাহিনী এই পরিণত বয়সে প্রকাশ করার আকাঙ্খা পূর্ণ করার এই সুযোগ নেওয়া অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। কিছুদিন আগে সে কাহিনী অল্প বিস্তর জানাজানি হয়ে গেছে বলেই তাকে আর একটুখানি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করার এই প্রয়াস।

সম্প্রতি আমাদের পঞ্চাশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠান আমাদের শুভাকাঙ্খী কয়েকজন আমাদের কাছে গোপন রেখে সাড়ম্বরে যেভাবে আয়োজন করেছিল তাতে আমরা যেরকম অভিভূত, চমৎকৃত, আনন্দিত হয়েছি সে এক কাহিনী যার বর্ণনা এখানে নয়। এখানে আমি বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব তাঁর, যিনি অলক্ষ্যে থেকে একের পর এক দৃশ্যপট পরিবর্তন করে করে আমার জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন। অগনিত সেই দৃশ্যপটগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সেই নাট্যকারের অতুলনীয় রচনাশৈলীর নিদর্শন দেখে তাঁকে অনুভব করার কৌশলটি জেনে ধন্য হওয়া।

আমার জন্ম কলকাতায় হলেও আমার জীবন শুরু হয়েছিল লাহোর শহরে। ইংরেজ সরকারের কর্মচারী

হিসেবে আমার বাবা দেশে বিদেশে নানা শহরে ঘুরতেন বলে শুনেছি। সেসময় প্রবাসী বাঙালীরা যে শহরে অবসর নিতেন সাধারণত সেই শহরেই থেকে যেতেন। সেই হিসেবে আমার ভাগ্যেও প্রবাস জীবন লেখা থাকতে পারত কিন্তু বিধির লিখন ছিল তার বিপরীত। আমার ভাগ্যের চাকা পূর্ব বাংলায় আমাদের পূর্বপরুষের ভিটেয় নিয়ে এল বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে। সেই গ্রাম কলকাতা থেকে হয়তো দেড়শো মাইল দূর হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে সেখানে পৌছোতে ট্রেন, স্টীমার, তারপরে নৌকোয় চড়তে হত। সময় লাগত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা। আমাদের গ্রামে কারো ঘড়ি ছিল না, কিন্তু পাশাপাশি চারটে গ্রাম নিয়ে একটা হাইস্কুল ছিল। ঐ গ্রাম থেকে লেখাপড়া শিখে অনেকেই অন্যত্র কলেজ পাশ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে কর্মজীবন শুরু করতেন। সেকালে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দশেক দূরের একটা গ্রাম থেকে সাতজন আই সি এস অফিসার হয়েছিলেন। এই সব প্রবাসীরা প্রায়ই পূজোর সময় দেশে আসতেন, এসে গ্রামের উন্নতি করার চেষ্টা করতেন। আমার ঐ গ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গেলে একটা দীর্ঘ কাহিনী লিখতে হবে যা এই প্রসঙ্গে বলার প্রয়োজন নেই।

যাই হোক ঐ স্কুল থেকে পাঁচবছর পরে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে আমার এক পিতৃবন্ধুর সাহায্যে কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রাবাসে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হই। যদিও আশ্রম থেকে কলেজ যেতে বাসে ট্রামে উঠতে হত তাহলেও সেকালে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদের বঙ্গবাসী কলেজে মাইনে দিতে হত না। আহত খরচের সামান্য টাকার ব্যবস্থা করতেন মা। ঐ চার বছরের কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয় তবুও এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা প্রকাশকরলে বাহুল্য হবে না। ছাত্রাবাসের ছেলেরা বিধিন্ন কলেজে পড়ত। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রিয় মাষ্টারমশাইদের পঞ্চমুখে গান গাইতাম। মাঝে মাঝে আমরা সুবিধেমত অন্য কলেজের ক্লাস করে আসতাম, বেশ ভালোই লাগত। সেকালে বঙ্গবাসী কলেজে কেমিস্ট্রির বিখ্যাত প্রফেসর ছিলেন ল্যাডলিমোহন মিত্র, তাঁর ক্লাসে তিলধারনের জায়গা থাকত না। বিদ্যাসাগর কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপকের প্রশংসা শুনতাম খুব আমার কয়েকজন সহপাঠীর কাছে। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, চমৎকার পড়ান। সময় করে ওদের সঙ্গে একদিন তাঁর বক্তৃতা শনেও এলাম। ধুতি পাঞ্জাবি চাদর গায়ে সৌম্যকান্তি ধপধপে ফর্সা চেহারা, একবার দেখলেই মনে থাকার মত। এ কাহিনীর অবতারনা এই কারনে যে লীলাময় অলক্ষ্যে থেকে দশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে একেবারে ভিন্ন পরিবেশে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন।

ঐ দশ বছরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দেশভাগ হয়েছে, পূর্ব বাংলা থেকে আমার মা আর বোনকে নিয়ে সংসার পর্ব শুরু হয়েছে। দমদমে মাটির ভিত বাঁশের চাঁচের বেড়া দিয়ে টিনের ঘরে আমাদের বাস। জমিতে সুপুরি , নারকেল , আম , পেয়ারা , খেজুর গাছ ছিল। ভাড়া বাড়ীর বদলে 'নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা' কথাটার মূল্য বুঝতে পারলাম। সুখের দিনগুলো দ্রুতগতিতে কাটতে লাগল। ঐ বাড়ী থেকে স্ট্যাটিস্কাল ইন্স্টিটিউটে কাজ করতে যাই। বছর দুই পরে আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে ওখান থেকে টেনে নিয়ে ভারত সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরে বসিয়ে দিলেন। সেখানে সাহেবী পোষাক পরা রীতি। জীবনে সেই প্রথম স্যুট টাই পরতে শিখলাম। ঐ কঁড়েঘর থেকে ঐরকম সাজে বেরোনো মানায় না সরকারী গাড়ীতে ওখান থেকে এয়ারপোর্ট গিয়ে প্লেনে করে এদিক ওদিক যাওয়া। তবে সে তো সামান্য, খুব কম লোকেই জানত যে কলকাতায় আমার নিজস্ব অফিস সেকালের অভিজাত পাড়ার মিড্ল্টন রোডের এক প্রাসাদের মত বাড়ীতে।

দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে প্রথম শ্রেনীতে আমি যাওয়া আসা করি। সে যুগে আমরা ট্রেনের প্রথম শ্রেনীতে ধীরে সুস্থে ওঠানামা করতে পারতাম। একটাই কামরা থাকত, রোজ যাতায়াত করায় সহযাত্রীদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল।

বিবাহযোগ্য পাত্র হিসেবে আমার পরিচয় অনেকে জেনে ফেলেছিলেন আমার সহকর্মী সহযাত্রী আর পাড়ার লোকেদের মাধ্যমে। তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাদের সঙ্গে দু তিনটি পাত্রী দেখেও ফেলেছি কিন্তু তাদের আমার মনে ধরাতে পারিনি। এইভাবে দিন কাটছে, হঠাৎ এক গ্রীষ্মকআলের রবিবার সকালে এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা গাড়ী করে আমাদের টিনের ঘরের বারান্দায় আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। গরমকাল, আমার হয়তো গায়ে গেঞ্জিও ছিল না। বারান্দায় বসে আমি হয়তো কিছু পড়ছিলাম আর তালপাখা দিয়ে বাতাস করছিলাম। তাঁরা আমাকে বললেন - 'আমরা একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি।'

আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম, 'আমার মা ভেতরে আছেন, আপনারা তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।' মা হয়তো রান্না করছিলেন তখন, ওঁদের মধ্যে কি কথা হল জানিনা। যাবার সময় ভদ্রলোকটি বললেন, 'আপনার অফিসে একদিন বিকেলে আমার অফিস ফেরৎ আমি আসতে পারি, আপনার কবে সুবিধে হবে?' বুঝলাম আমার অফিসটি কোথায় তা উনি জানেন।

সেসময় সপ্তাহে চারদিন আমি অফিস থেকে সিটি কলেজের রাত্তিরের ক্লাসে পড়াতে যাই। যেদিন ক্লাস থাকে না তেমন একটা দিন ওঁকে আসতে বললাম। সেদিন উনি যখন পৌঁছোলেন, আমার অফিস তখন ছুটি। শিয়ালদা থেকে আমি ট্রেনে করে বাড়ী যাব। বিকেলে আমি ট্রেনে বা বাসে উঠতাম না। যেখানে যাবার হেঁটে চলে যেতাম। সেকালে ফুটপাথগুলো ঝকঝকে থাকত, হাঁটতে গিয়ে লোকের সঙ্গে গায়ে গা ঠেকত না, বাতাসও বেশ পরিষ্কার ছিল। ভদ্রলোককে বললাম, 'আমি এখন হাঁটব শিয়ালদার দিকে, আপনার অসুবিধে না হলে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলতে পারি। উনি না বলতে পারলেন না, শুনলাম আমার পথে মাইলখানেক হাঁটার পর ওঁকে অন্যপথ ধরতে হবে ওঁর বাড়ীর দিকে। যথেষ্ট সময়, আমাদের পরস্পরের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল। আমি একসময় জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'আপনার বোনকে দেখতে যাবার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনার বোন কি সুন্দরী ? 'এমন খোলাখুলি প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না উনি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঢোক গিলে বললেন, 'মানে, ওকে সুশ্রী বলা চলে।' এমন সরাসরি প্রশ্নের উত্তর হয় না সেটা বুঝলাম, তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে কে আর নিজের বোনকে অন্যরকম বলবে। যাই হোক ভদ্রলোকের অমায়িক স্বভাবটা আমার বেশ ভালো লেগেছিল, পছন্দ হোক বা না হোক একটা রবিবার বিকেলে ওঁদের বাড়ী যাব বলে দিলাম। উনি বললেন ওঁর স্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসার, আমরা তাঁর কোয়ার্টারে যাব। উনি ডানলপের ইঞ্জনিয়ার, সেখানকার কোয়ার্টার পড়ে আছে। উনি কলকাতা থেকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আমার মত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন।

বলে তো দিলাম কিন্তু কাছাকাছি আমার অভিভাবকের মত তো কেউ নেই। এর আগে কন্যাপক্ষের হয়ে আমার সহকর্মীরা কথাবার্তা বলেছে, আমি তাদের সঙ্গেই গেছি। কিন্তু এবার কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবতে ভাবতে ট্রেনে উঠে বসলাম। ক্লাস না থাকলে সকালের সহযাত্রীদের অনেককেই পাওয়া যায় ফেরার ট্রেনে। গাড়ীতে উঠতেই একজন বলে উঠলেন, 'এস এস প্রফেসর, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, আজ তো তোমার ক্লাস নেই, এখানে বসে পড়।' চকিতে একটা মতলব খেলে গেল মাথায়। এঁদের মধ্যে জন দুই প্রবীণ সহযাত্রীদের আমার অভিভাবক হয়ে সঙ্গে যেতে বলে দেখি না কেন। আমাকে তো এঁরা ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। সারাসরি কথা বলতেই ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী, গাড়ীর মধ্যে জোর গলায় কলরব শুরু হয়ে গেল, প্রফেসরের বিয়ে, মিষ্টান্ন জুটবে আমাদের।

জিতুদা আর ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যথাসময়ে পৌঁছোলাম। কোয়ার্টার দোতলায়। কড়া নাড়তে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর একজন সৌম্যকান্তি পুরুষ করজোড়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। দশ বছর আগে বিদ্যাসাগর কলেজে এঁর ক্লাস করতেই গিয়েছিলাম আমি। ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ওঁর বাবা বলে। তাহলে তো এঁর মেয়েকেই আমরা দেখতে এসেছি। ওঁরা বসার ঘরে আমাদের তিনজনকে একটা সোফায় বসিয়ে নিজেরা পাশের আর একটা সোফায় বসলেন। এতদিন পরে জলযোগের কি ব্যবস্থা হয়েছিল আমার মনে নেই।

সময়মত কেউ একজন মেয়েটিকে নিয়ে এল। ওর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কেন জানিনা ওকে আমি মনে মনে আমার পাশে এনে দাঁড় কারালাম। আমার একটুও দ্বিধা রইল না, প্রথম দেখার মুহূর্তেই আমি দেখতে পেয়েছি আমার জীবনসঙ্গিনীকে। তবে এই যোগাযোগ কেমন করে ঘটল আর কেমন করে ওঁরা পশ্চিম বাংলার বাসিন্দা হয়ে পূর্ববাংলার বাস্তুহারা আমার সন্ধান পেয়েছিলেন সে আর এক কাহিনী।

****

ফন্দি গ্রামের নন্দীসাহেব

হিল্লোল রায়

ফন্দিগ্রামের ঘুঘু বাসিন্দা গদাই চরণ নন্দী -
গণহত্যা লেলিয়ে তিনি থাকেন নজরবন্দী!
লাল বাজার এর পুলিশ সুপার ঘোটকেশ্বর বালা,
আর মহাকরণের ভদ্রেশ্বর নিজের আপন শালা!
কুছ্ পরোয়া ভয় নেই তার চলেন গদাই চালে -
মাসের শেষে দেনা মেটাতে পান না পানি হালে!
ভগ্নীপতির এই দুর্দ্দশাতেই এগোন শালাদ্বয় -
সংগে আনেন গুন্ডার দল, এবং তারাই কথা কয়!

কালোবাজারী ও জুয়াচুরিতে ধ্যানমগ্ন গদাই,
পাড়ি জমান দেশ -বিদেশে, জাহাজ-প্লেনে সদাই!
চোলাই মদ এর আড়ৎ ভরা গ্রামে-গঞ্জের বাড়ি -
হুইস্কি খেলে পয়সা লাগে, তাই তিনি খান তাড়ি!
সাঁকরেদ দল ও মন্ত্রী মহল করে তার গুণগান-
ঝোপ বুঝে কোপ মেরেই তারা করে যায় সুরা পান!
রাজনীতি আর টিপ্পনী পটু গদাই এর জয় জয়কার -
ধুইয়ে দিয়েছে মহারথীদের ঘিলু ও মগজ সার!

রাজত্ব স্বাদে বলীয়ান শালা ভদ্রেশ্বর চোখ বুঁজে -
তাপ্পি লাগান আইন কানুনে, পাই না তাঁকে যে খুঁজে!
ঘোটকেশ্বর ঘোটকপৃষ্ঠে ঘুষ এর বস্তা নিয়ে-
সুইস ব্যাংকে টাকা জমা দেন বছরের শেষে গিয়ে!
নাম্কা ওয়াস্তে আয়কর ভবন বড় সাহেবের ইংগিতে-
ইন্কাম ট্যাক্স ক্লীয়ারেন্স দেয় মহাকরণের ডিংগীতে!
মস্নদ সব দিল্লীতে আছে, করেন কারা যে কি ছাই —
সাধারণ লোক নিরুপায় হয়ে তুলে যান শুধু হাই!
গুলির আওয়াজ ও গুতানী ভয়েতে আম জনতার দল-
ফেলছে হারিয়ে কণ্ঠ তাদের, আশ্বাসও তাই টলমল!
ফন্দীগ্রামের নন্দীসাহেব ও তার সাঁকরেদ হালচাল -
ধিক্কার দেয় মানবিকতায়, বেঁচে থাকাটাই কাল!
তাই গর্জাই বসে প্রবাসের ভূঁয়ে, পাই না লাঠি বা ঝাঁটা -
মন বলে ওঠে, হ্যালো হে দিল্লী - দু কান ই তোমার কাটা?

অতীত ও বর্তমান

অরুন কুমার দাস

অতিথি দুয়ারে এসেছে পথভুলে
সংসারে নিজের কিছু নেই তিনকুলে
অতীতে ছিল নাম করা জমিদার
বর্তমানে নিঃস্ব হয়েছে সম-জমাদার
যৌথ পরিবার ছিল জমজমাট
ভিন্ননতে হয়ে গেল বিভ্রাট
অতীতে গুরুজনেরা পেয়েছে নমস্কার
বর্তমানে প্রতি পদক্ষেপে পাচ্ছে তিরস্কার
আগে ছেলে মেয়েরা গুরুজনদের করত প্রনাম
বর্তমান আবাহ সংক্ষেপে করছে সেলাম
প্রজন্মের ছেলেরা পরছে এখন কানের দুল
বিনুনী করে রাখছে তাদের মাথার চুল
পঞ্চাশ উর্দ্ধে মানুষেরা মাথায় দিচ্ছে নানা রং
এ যেনো বয়সকে চুরি করে বেঁচে থাকার নতুন ঢং।

বাপের বাড়ী

শুক্লা দেবশর্মা

মায়ের আমার সময় হলো,
আসছে বাপের বাড়ী।
কেমন করে যাবে স্টেশন,
ধরবে রেলের গাড়ী।
মায়ের সাথে লাইন দিয়ে
চলে সবাই মামার বাড়ী।
কার্তিক ভায়া, গণেশ দাদা,
মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবী।
ল্যাপটপ, আইপড ভরতে থাকে ব্যাগ টপ।
সময় করে কিনতে হবে
মাইক্রোওয়েভ আর ফ্লিপফ্লপ।
তোড়জোড় আর শোরগোলে,
মহাদেবের ধ্যানটি ভাঙ্গে,
আরে আরে চললে কোথায়?
আমায় ফেলে রঙ্গে ঢঙ্গে।

অপেক্ষা

শর্মিষ্ঠা দাস, কলকাতা

অপেক্ষা, অপেক্ষা কার জন্য অপেক্ষা?
অপেক্ষার পর অপেক্ষা আসে
জীবন যেতে যেতে বলে যায় অপেক্ষার পর বিরক্তি আসে
শূন্য বুকে গভীর রাতে তারারাও কি ভাসে ?
কে জাগছে, কে ঘুমোচ্ছে রাতের কি যায় বা আসে।
দিন যায়, রাত আসে, রাতের সঙ্গে ঘুম
ঘুমের সঙ্গে স্বপ্ন আসে হলে চারিদিক নিঃঝুম
লালপরী, নীলপরী স্বপ্নের মাঝে নাচে

নিদ্রাহীনের কাছে ওরা সত্যিই বড় মিছে
অপেক্ষা, অপেক্ষা কার জন্য অপেক্ষা - কেন এই উপেক্ষা?
উপেক্ষিতের কাছে প্রতি রাত যেন নতুন কোন শিক্ষা

সন্তানহীনা সন্তানের আশায় করে অপেক্ষা
চাকুরীহীন বেকার যুবক করে কেন চাকুরীর অপেক্ষা
অবিবাহিতরা বিয়ের জন্যও করে অপেক্ষা
মুমূর্ষু রোগীর বাড়ীর লোক কেন তার শেষযাত্রার জন্য করে
আমরণ অপেক্ষা
অর্থহীন অর্থের জন্য করে চলে নিরন্তর অপেক্ষা

মানুষের জীবন বড়ই জটিল, মন হতে চায় বিবাগী
সবাই চায় একচ্ছত্র অধিকার - হতে চায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী
আজ কেউ করে না কারো জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা
কারো সময় নেই ''নিজেই যে সব'' - এই পেয়েছে শিক্ষা
নীলপরী, লালপরীরাও মেলে না পাখনাটা
না থাকুক ঘুম ডিস্কো থেক্ মাতিয়ে দেবে যে মনটা
মদের নেশা, জুয়োর আদর, আর কি চাই জীবন যে একটা

তাই অপেক্ষার পর অপেক্ষা নয়, উপেক্ষাই আসে
তারা যে মানুষ নয় তাই ঠিক সময়েই যায় আসে
রাতের বুকেতে যেন স্বইচ্ছেতেই ভাসে
প্রিয়জনের সুখদুঃখে মানুষই কাঁদে হাসে
নিদ্রাহীনার গভীর রাতে কোন প্রিয়জন কি স্বইচ্ছেতেই আসে?
কে জাগছে, কে ঘুমোচ্ছে রাতের কি যায় বা আসে
সে তো তখন তারাখচিত বিশাল আকাশে তারাদেরই সাথে
মেশে।

উত্তরণ

সুতপা দাস

আলো দুহাত বাড়িয়ে অন্ধকারকে ডাকলো
''এসো'' ---
স্নিগ্ধ প্রেমের প্রলেপে ঢেকে গেল কালো
মুক্ত হাসির ছটায়
মলিনতা গেল দূরে ---
বন্ধন হোলো দৃঢ়।।

ওপাড়ার ঠানদিদি এসে বললো
কালে কালে কত ---
মুগ্ধ মায়ার বশে পুরুষ সিংহ!

ভ্রমর কালো দুচোখের তারায়
দুষ্টু হাসির ঝিলিক
উপেক্ষা করলো প্রাচীনের ছোট্ট সে কথা।

তারপর কেটে যায় কত শত বেলা ---
কোথায় সেই গল্পকথা?

মুগ্ধ প্রাণের উচ্ছ্বাস
আবাহন করে পবিত্র শুভ লগ্ন।
কচি কচি দুটি হাত
দীপশিখা জাগায় চোখে
স্নিগ্ধ, প্রশান্ত।।

PLANNING IT BACK TO CALCUTTA ONCE AGAIN?

Joydip Ghosh

These days real estate in Calcutta is a smart way to invest funds, considerably the smartest as the returns are more lucrative than that in the stock market or other avenues as compared to even fifteen years back. At least among the wealthy Calcuttans, especially the NRI's of the city, this is the popular belief. Even my friend Rajat working with a New Delhi based American funding agency, earning his salary in Dollars, of course, 'otherwise what's the use' he would put it, might be thinking in the same manner as he also booked a splash 3-room flat, apartment as it is commonly called, at Joka near IIM Catcutta in the south-west suburbs of the city, apart from his 2-room one in Gurgaon. The decision is how much emotional and how much practical is the main question in my mind today.

Built on the vast unused land of the closed-shop Usha factory in the midst of south Calcutta – once renowned for its exports and probably the last-in-the-row example of non-industrialization of West Bengal – South City was marketed among the NRI's more, as it is heard, than the Calcutta based rich and elite class. However, big names like Sourav, Rituparna, Prosenjit, Neotias and Budhias must be the exceptions because of their affordability to purchase a penthouse at above 30th floor levels of the 3-tower 35-storey skyscrapers. For some, it is also a question of prestige not to have an apartment there.

But for the commoners it is a good place to have fun, for an outing in the centrally AC arena during weekends and holidays and good for the college students getting a place to share moment of happiness with the loved ones in a so called secluded manner – 'never mind whoever is looking on, we're in South City Mall now!' is the idea. This is one thing the Calcutta youth missed for years!

Why go to the dark, shabby and untidy 'Babu Ghat', Millennium Park or Eden Gardens full of below standard surroundings anymore? Boat riding in the Ganga is old fashioned and not the in thing now. When you are with a date the ambience must also matter.

Once upon a time having a plot in Salt Lake City, in the then outskirts of the city, was a matter of pride in Calcutta. Much before that the aristocracy was to have one house in New Alipore. Alipore was as it were a place for the 'rahish' (rich). Affording a house in the Calcutta's most posh area was something unreachable for the common people and the place has remained the same today maintaining its age old gravity. A walk or a drive down the streets of the area is a matter of deep sigh for many a rich as the area probably can help but accommodate any more new comers.

For the middle class others areas bear the same feeling. Like being a child I have also seen my mother relishing big pride getting to mention at least once during the introductory conversation to any new comer that, her 'baper bari' (father's habitat) was at Jodhpur Park located in the South Calcutta. I still remember, even a few years back, my 'dadu' (maternal Grandpa) mentioned it in my chhotomama's (younger maternal uncle) matrimonial advertisement that, he is the future owner of the 1st floor flat of his three storied mansion, now appearing smaller than most other standing high above on all sides.

But, gone are the days. Today, the new generation Calcutta people – most of them coming from different parts of West Bengal and settling down in various parts of the city in search of work and domicile as well – prefer Diamond City West near Joka or Rajarhat or Sherwood Gardens near Narendrapur more to the so called posh areas within the city.

Even two generations ago nobody would find even a faint connection of there older generations in this city, but today this population is the major driving force behind the demand pull of Calcutta's middle class related real estate property and business. As a result, the city is expanding in all sides.

One reason that Calcutta suburbs real estate is getting dearer day by day these days is the scarcity of space inside the city. Although the Calcutta Corporation people, having the administrative control of Calcutta, would not agree, the city has probably grown to its fullest horizontally; which leads to the thought that the only place to grab in Calcutta for habitation is its air space now. So, let's go up – away from the dirty dust, deadly smoke, dense fumes, deafening sound and dreadful pollution. Believe it or not, there is ample scope for the business of building erections like the South City in every corner of the city – East, West and North. Any takers?

But there are problems. Calcutta's road traffic is getting worse and deadly slow day by day with the number of cars and other vehicles outnumbering the vehicle bearing capacity of the city roads as there is lack of proper planning from the part of the administrative and traffic departments. Metro Rail is a good relief though; it is never – never was it – the solution to the city traffic problem, where more than 80-90 lakhs of people commute everyday, most of them being outsiders. It is, therefore, considerably a lesser pain to stay away from Calcutta for those who can afford it in order to stay out of the maddening crowd of the city. Only come here once in a while to see an old relative, that's it!

One of my professionally successful relatives, owner of a re-rolling mill near Bhubaneshwar in Orissa, recently bought an apartment at the Moore Avenue area in the southern part of the city. The 3000 sq ft cozy flat cost him more than 62 Lakhs. Recently, I was invited at the 'grihapravesh' puja at the new household and the place was really enjoyable decorated with a reflection of the choice and style of the person, mainly his wife's, who is a doctor.

Now, the point is, where the price of the Calcutta property is finally going to hit? If today, one is buying a real estate property like this at a price tag of 60 Lakhs and staying there for at least, say, 10 years before he decides to change his habitat once again; then what price he might expect to get on reselling the old property which he acquired today at such a high price? Considering the rate of increase in real estate property price and the devaluation of money, as it is envisaged today, his property price should not be less than One Crore at that time. Will there be any takers? I could not ask the question to him that day. It still remains unanswered to me as at that time at that price or a little more, outside Calcutta would perhaps be a better choice.

Will Calcutta property be worth that much even after ten years from now when the general trend among the next generation people, who is actually earning the money, is to go out of the city in a big way? I have also seen people debating over questions like, what is the point of buying an apartment at Hiranandani in Bombay at 30 Crores. Better go a little back, to Thane and reduce the amount of the price tag to a considerably low level, almost one fourth, and enjoy the same facilities. The only thing is one would need a little more time to reach the heart of the city thanks to the eight-lane-one-way high roads connecting the two cities. Where are such facilities in Calcutta now and when it will be possible? Nobody knows.

The question is not always affordability as the choice of life style also counts a lot while one decides to take on a real estate investment. If one has the fund, one can always build a beautiful and splash grooming room where he actually spends the smallest part of the day. Calcutta is a different place than Bombay with the people here contemplating a whole world of difference in their mentality and thought process and as a result, life style; never mind what amount of money they have in their bank accounts. One probably can't expect people from Calcutta taking a direct-four-and-a-half-hour-daily Emirates flight to Dubai to spend a family weekend there in a country club. This is not probably there in the blood of Calcutta and something that will take a long time more for the Calcuttans to catch on.

Recently, I had a chance to visit my boss's under construction 40 lakh apartment in the middle tower of South City and it was really a beautiful sight to grab a view at the Calcutta City, appearing really like the 'queen of all cities' from the height of the top floor terrace of the 35 storied building – the highest residential building in the city so far and Eastern India as well, as the promoters claim – in an ambience which is much cooler, much less noisy, much freshly aired, the points which the Calcutta commoners are going to give it a miss at the ground or grass root levels; for whom the place will remain a place for entertainment only for many years to come.

Calcutta looked as serene, green, clean and calm as one would always dream it to be and mostly impossible to realize once putting one's foot down on the ground reality of today. Calcutta still has that charm in its bearing, by default, but it is highly over used, mostly misused, and the glaze of the city has, therefore, simply faded away – sad, but true – for obvious reasons like any other shiny things. So, how much the big guns shout, against this, the shine is gone for good. Let's face it! Politicians shout slogans, walk in big processions stalling the already slow city life – most of the time at the cost of the city's interest – be it the 'bandh' or 'dharna' or whatever and in a competition to trying to make it as big as possible. Any political gain from all these? Nothing at all. Only agony and difficulty all over at the end of the day, which they refuse to accept.

Ilona Mukherjee
6 years old

Isheeta Mukherjee
8 years old

গ্যালাক্সি -- থ্রী

দীপক কুমার পাল

৩১২৭ খ্রীষ্টাব্দে'র কোন একদিন...

জব্বলপুরের ইন্ডিয়ান স্পেস্ রিসার্চ সেন্টার'এর নিভৃত কক্ষে
কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে
বৈজ্ঞানিক দীপ্ত্যমান সেন,
সহসা খেয়াল করলেন, গ্যালাক্সি-থ্রী'র অশোক গ্রহে,
দন্ডায়মান একটি পুরুষ আর ক্রন্দনরতা একটি নারী'কে,
আপাতদৃষ্টিতে মানুষ বলে ভ্রম হলেও
দীপ্ত্যমান জানেন ওরা আসলে মানুষ নয়
মানুষের আকৃতিতে, নারী-পুরুষ রোবট'দ্বয়...

সুদুর ওই গ্রহে, চার'টি রোবট পাঠানো হয়েছিল
প্রায় পঁচিশ বছর আগে,
যাদের ওপর নির্দেশ ছিল যন্ত্রাংশ দিয়ে
আরো অনেক, মানুষ সদৃস্য রোবট তৈরী করা,
সেই সাথে, চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রীও
নিয়মিত পৃথিবী'তে সরবরাহ করে চলবে,
আজ সেই রোবট'দের সংখ্যা, লাখ ছাড়িয়েছে...

কিন্তু, রোবট'দের মধ্যে আবেগ!
এটা কেমন করে হোল?
সেন্সর ব্যবহার করে দ্যাখেন,
দন্ডায়মান রোবটের নম্বর জে৬৮৫৪৩৯২৩এম
অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের রোবট
আর ক্রন্দনরতা রোবোট'টি সদ্যজাত ভি৩৭৬৯১৮৪৩এফ...

কম্পিউটার ভয়েস্মেল থেকে
দীপ্ত্যমান পুরুষ'টিকে শুধান --
'ও কাঁদছে কি করে?'
জবাবে পুরষ রোবট'টি বলে --
'শুধু ও নয়, এই প্রজন্মের সবার মাঝে
দেখা যাচ্ছে আবেগের প্রকাশ...

আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না
কেমন করে এমনটি ঘটছে!'
চমকে উঠে দীপ্ত্যমান, রিতিমত ধন্দে পড়ে যান,
আবেগ'কে প্রশ্রয় দিলে, মানুষের কি হবে!

ওই কক্ষ থেকে উঠে দীপ্ত্যমান যান পাশের ল্যাব'এ
দীর্ঘ গবেষণার পর খুঁজে পেলেন
ইউ-৩১৭৪ নামক ০.০৩৩৩৬-এম.এম. আকৃতির
একটি ক্ষুদ্র চীপস্'এর অস্তিত্ব
যা রোবট'দের করে তুলেছে আবেগময়....

পুনরায় এসে বসেন আগের কক্ষে
দ্রুততার সাথে নির্দেশ দিয়ে
অকেজো করে দেন সকল ইউ-৩১৭৪ চীপস্....
স্ক্রীনে দেখেন
ক্রন্দনরতা নারী, দাঁড়িয়ে উঠে একদম স্বাভাবিক....

আবেগ'কে ধ্বংস করে দিতে পেরেও
অন্তর বেদনাময় দীপ্ত্যমানের,
অগোচরে দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরে
চোখের কোন বেয়ে...

আমাদের মতো জীবন

সরিৎ দাস

মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে
আকাশের চাঁদটাও
আমার দুঃখে
দুঃখি হয়ে ওঠে।
বর্ষার ঘোলা জলে
শুনতে থাকি বিলাপের শব্দ
আর অসময়ে ঝরে যাওয়া
পত্র-পুষ্পের অস্ফুট কলরব।
জীবনের পাতাগুলো
একেকটা দিন পার হলে
উল্টে উল্টে যায় ,
ক্যালেন্ডারের বুকে পরে থাকে
নিছক একটা কালো দাগ।

প্রগতির উপহাস

মলয় গাঙ্গুলী

নেতারা সব বলছে
দেশ এগিয়ে চলছে
মেরা ভারত মহান
এ দেশে সবাই সমান।।

গরিবী আর থাকবে না এদেশে
সবাই বাঁচবে খেয়ে পড়ে মিলেমিশে
টাকার দাম যতই হোক না কম
চিন্তা কি? ধার দেবার লোক আছে যখন
নেতারা তাই বলছে
দেশতো এগিয়ে চলছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা
সবেতেই ধোঁকা দিয়ে টাকা বানাবার খেলা
সংবাদের শিরোনামে - ধর্ষন, অপহরন
লক্ষ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ,
মাফিয়া, সমাজবিরোধীর ইচ্ছায়
সাধারন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত মৃতপ্রায়
তবুও নেতারা সব বলছে
দেশের উন্নতি তো চলছে।।

দেশগড়ার আসল কারিগর যারা
সেই যুবসমাজ আজ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা
রঙীন স্বপ্ন সাকারের সন্ধানে
বাঁচার আনন্দ খোঁজে চোরাস্রোতের টানে
শুভবুদ্ধি, ন্যায়, নীতি মূল্যবোধ
থাকলে, তার প্রতিপদে বিপদ
নির্লজ্জ নেতারা বলছে
দেশের প্রগতি জোর কদমে চলছে।।

নদীর ঠিকানা

মলয় গাঙ্গুলী

নদীর ঠিকানা
সাগরের মোহনা
যতদিন না পৌঁছায়
থেমে থাকে না
অবিরাম চলার
পথ ভোলে না।
সে পথে
হয়ত আছে
অনেক বাধা
দিতে বলে
হারিয়ে যাওয়ার
আছে সম্ভাবনা
ঘুরে ফিরে -
পাক খেয়ে
তবু পৌঁছতে চায়
গন্তব্যের ঠিকানায়।

লক্ষ্য যদি
ঠিক থাকে
কোন না কোনদিন
নদী পৌঁছবেই
সাগরের মোহনায়
ভুল 'হবে না'
তার নিশানায়

CHARITY BEGINS AT HOME

Samaresh Mukhopadhyay

"Children are the living messages we send to a time we will not see. India, by one count, has 18 million[1] street children and over 22 million child laborers. Nearly 20%[2] of the children 6-14 years old have no access to primary education. Less than 45% receive the immunization required to protect them from deadly illnesses. Half the children do not get enough food everyday and are chronically or acutely undernourished. Ask yourself - is this really how your message should read?"[3]

Crux of this message certainly makes us think. So did several other ordinary and great Indians over different time zone and space. And some of them acted positively as well. Their effort attempts to do something to address the huge resource gap to build a healthy and brighter future of developing nations around the world. However, the scope is so huge that there is still a lot more needs to done. Building awareness of this issue and networking can help in a big way. Here is my humble attempt to share my experience in associating with a few such initiatives here in Atlanta, Georgia and back there in my hometown Durgapur in West Bengal, India.

Around 1984, few like-minded people from Durgapur started a philanthropic organization called SWAMI VIVEKANDA VANI PRACHAR SAMITY (will refer to VANI PRACHAR here-after). Influenced by the teachings of Swami Vivekananda, their goal was to serve the poorest of the society in providing primary education, health awareness, vocational training etc. From a humble beginning in mud hut in B-Zone of Durgapur, the VANI PRACHAR flourished through surge of dedicated volunteers, help and support of several organizations and local industries. Currently it runs 5 educational centers to serve about four hundred students. They are also, conducting rural development programs such as road and sanitation development, mobile immunization and health care programs.

Here in Atlanta, a large number of Information Technology professionals migrated from India leading to the year 2000. A large section of those Indian expatriates always explored to see what they can do to uplift the large number of underprivileged in India especially the young children. Due to the economic malarkey, the later are often subject to childhood labor and illiteracy. When the government does not have adequate resource to ensure education and meaningful gainful employment, the non-governmental organizations and religious (faith-based) organizations focuses on this area. Out of the several organizations that grew up out of this compassion, VIBHA is one of the shining stars. In 1998 they were under CRY (Child relief and You) banner but later on got morphed into a more autonomous charitable organization under statute 501(c)(3). Vibha's mission is "to educate, empower and enable every individual who wishes to make a positive difference in the life of the underprivileged child." In last ten years Vibha has supported a good number of projects back in India funded thru several popular fund-raising events such as Cricket, Walk, Run, Khel-mela, concerts etc. Several Pujari[4] members including myself have the privilege to participate and volunteer in some of these events.

Back in 2001-2003 during my annual visit to my parents, I got introduced to my VANI PRACHAR volunteer friends and had a chance to visit some of the evening schools run by them. The schools were located near the slums where the domestic-helps and rickshaw-pullers lived near the Durgapur Steel Township (accommodations). I understood

[1] www.indianngos.com
[2] UNICEF India
[3] Vibha.org
[4] Pujari.org

that without some periodic fund assurance, they could not recruit and retain salaried teachers, pay for electricity and other class equipment. Those poor small kids are sometimes working as child labor and they are allowed to attend the school in evening if their day jobs are not affected. A provision of refreshment to these kids attracts more attendance. It was amazing to see that some of those poor students, who got benefited by this tuition and education assistance, are volunteering at the schools. Education enabled them to think differently; they have come out of the shadow of their destiny and planning for a different profession than their parents.

On retun to Atlanta, I approached several organizations and contacts in this area. However, I was very surprised that our own Vibha offered an immediate help. With great help from friend and Vibha volunteer Dr. Sujan Bhattacharyya, our VANI PRACHAR was granted an annual grant which is little more than Rs. 4 lac. Vibha maintains an effective project review process. I was very impressed with the sincere and professional review of the project from several Vibha members. The questions on dropout rate, educational methodology and budget were to the point and something other charities can learn from them.

Also Vibha volunteers based at India make periodic project reviews. Based on their review,

VANI PRACHAR teachers were trained by a teacher-training organization called Sayambhar. During Vibha's Walk/Run event on Sep, 2007, I was having a chat with Vijay Vemulapalli,[5] regarding my VANI PRCHAR visit on June 2007. Vijay mentioned that he plans to visit Durgapur on summer of 2008 for his college re-union (25th year at RE College) and if I am visiting we two can make a trip to VANI PRACHAR. Luckily, that plan materialized. During this visit Vijay made a very thorough audit and that was a great learning experience for me. He made it very clear that Vibha wants to make sure that their donor's money is transparently and effectively utilized. The audit went very satisfactorily. This accountability part of Vibha makes them very different from others in this field of charity.

We visited some of the other initiatives such as Health center, Soap manufacturing for Steel plant supplies and came back very impressed. One of my batch-mate in college and successful IT entrepreneur from Durgapur, Bimal Patwari is a big supporter of VANI PRACHAR. He accompanied us during this visit and helped with logistics. Thanks to VIBHA and several other local donors VANI PRACHAR is doing very well. I have attached some pictures here to share the excitement.

Today I am both happy and proud to share this collaborative initiative by some generous and dedicated residents of two cities I love. My life is blessed with my association with the dedicated group of people associated with this cause of education for underprivileged. The Pleasure of serving a greater cause than them is the driving force of this sincere hardworking individuals.Your involvement and help in similar initiatives can do so much more. So friends, 'let's start Giving'.

[5] Vijay and his brother Srinivas are two of the most dedicated Vibha volunteers I have met. They started CRYKET (a tennis ball Cricket tournament) in 1998 which still very popular fundraiser for Atlanta Chapter. This year annual cricket tournament raised about $46K .

স্মৃতি কথা

মনোজিৎ ঘোষাল

আমার দেশ বলে কত অহঙ্কার কত গৌরব জনে জনে কতরকমভাবে করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু আমার পৃথিবী বলে অহঙ্কার করবার কি কোন কারণ নেই? পৃথিবীর সব দেশই তো দুয়ার খুলে দিতে শুরু করে দিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। আমাদের ছেলেবেলায় বিলেত ফেরৎ বলে বিশেষ আখ্যা ও সম্মান দেওয়া হত যাঁরা বিলেতে গিয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে (অন্তত চেষ্টা করে) বাড়ী ফিরে এসেছেন তাঁদের। আমাদের উচ্চাকাঙ্খা হয়ে দাঁড়াল আমেরিকা গিয়ে সেখানেই কি করে থেকে যাতে পারি। বহু বছর আমেরিকায় বাস করছি, আমেরিকাই আমার দেশ এখন। অনেকেই চট করে মন্তব্য করবেন যে ওখানে তো ২য় শ্রেনীর সিটিজেন হয়ে দিন কাটাতে হয়। আমার নিজের দেশে আমাকে 9th class citizen হয়ে দিন কাটাতে হত, জনসাধারনের এখনও সেই অবস্থা। তার চেয়ে তো ২য় শ্রেনী অনেক ভাল।

ছোটখাট ম্যুসিক স্কুলে পিয়ানো বাজাতে শেখানো হয় ছোট ছেলে মেয়েদের। নাতনীরা সেখানে যায় পিয়ানো শিখতে। রবিবার তাদের ত্রৈমাসিক show ছিল। নাতনীরা ও আরো অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কি সুন্দর পিয়ানো বাজাল!

এক প্রবীণ ভারতীয় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল সেখানে। তাঁরা গুজরাটি। আমি ও আমার মেয়ে চাঁদনী বাংলাতে কথা বলছি শুনে আলাপ করলেন। ভদ্রলোক UCLA তে Physics এর প্রফেসর ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। আমারও সেই অবস্থা - Valdosta State University তে Accounting এর প্রফেসর ছিলুম, অবসর নিয়েছি। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন Accounting এর ডিগ্রী কি আমি কলকাতায় করেছিলুম? ভদ্রলোক আমারই সমসাময়িক, মন্তব্য করলেন তাঁর সমসাময়িক কাউকে তিনি Accounting এ Ph. D. করতে শোনেননি। জেরায় পড়ে গেছি। অগত্যা খুলে বললুম যে আমার ডক্টরেট ডিগ্রীটা Chemistry তে।

আমার কর্মজীবনের দুটি ভাগ - প্রথম জীবনে কেমিষ্ট্রির প্রফেসর ও গবেষক ছিলুম। জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনেক পরিশ্রম করে Accounting এর প্রফেসর হয়েছিলুম। মনে হল এমন কথাটা কেন হল, কি ভাবে হল ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন তাঁর কপালের দাগ গুলোতে ফুটে উঠছে। কি ভাগ্য যে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

১৯৫০ বা ৬০ এর দশকে যাঁরা আমেরিকা এসেছিলেন তাঁদের বেশীরভাগ Science Subjects এর গ্র্যাজুয়েট ছাত্র বা Post-doctoral Research Fellow । কেউ কেউ Visiting Professor হয়েও এসেছেন। এদেশে বরাবরের জন্য থেকে গিয়েছিলেন বেশীরভাগ যাঁরা ছাত্র হয়ে এসে এ দেশের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। M.B.B.S. ডিগ্রী নিয়ে অনেক ডাক্তারও থেকে গিয়েছিলেন Green Card নিয়ে।

১৯৬৫ সালের কথা বলছি। দেশে লেকচারার ছিলুম মাসিক ৪০০ টাকা মাইনেতে। চলে এলুম Still water এ, Oklahoma State University তে। Leon Zalkow সবে Associate Professor হয়েছেন, National Science Foundation থেকে grant পেয়েছেন, তাঁর ভাবাই যায় না এইটুকু টাকায় কি হয় ! Stillwater এ চলত ভালই তখনকার দিনে - অন্ততঃ ছাত্রদের। আমার খেতাব হল Post-doctoral Fellow.

মাস তিন চার বাদে মীরা (স্ত্রী) আমাদের দু বছরের মেয়ে চাঁদনীকে নিয়ে চলে এলো আমার কাছে। লিওন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের গাড়ীতে ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে গেলেন Tulsa Airport এ মীরা ও চাঁদনীকে অভ্যর্থনা করে ৫০ মাইল দূরে Stillwater এ আনতে। আমি খুবই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম তাদের এই ঔদার্য্যে।

চাঁদনী, ওরফে পিয়াল সারা রাস্তা বলতে বলতে এল 'বেইয়া' মানে সে গাড়ীর বাইরে যেতে চায়। আমাদের বাড়ীতে নামিয়ে চলে যাবার সময় Zalkow গিন্নী বল্লেন যে একটা বাংলা কথা শিখলুম - 'বেইয়া'। আমরা হেসে বললুম ওর কাছে বাংলা শিখবেন না।

বোধোদয় হল কাজটা ঠিকমত করাই এখানকার প্রাণ রক্ষা করার একমাত্র মন্ত্র। একটুও ঢিলে দিলে চলবে না। দেশের অভ্যাসে 'সময় পেলে কাজ করব' ভাবলে চাকরী থাকবে না। কটি দেশের বন্ধু জুটে গেল। তার মধ্যে বিশেষ বন্ধু হয়ে গেলেন সুনীল শরণ, সন্তোষ গোস্বামী ও সুনয় সনাতনী। সুনয় এসেছিলেন Mathematics এর Assistant Professor হয়ে, সন্তোষ গোস্বামী ও সুনীল শরণ এসেছিলেন Research Assistant হয়ে - Ph. D. করতে। তাঁরা কোথায় এখন তা জানিনা। সুনীল পরে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor হয়েছিলেন। গিন্নী সঙ্গে শুধু আমারই ছিলেন, তাই আড্ডাটা শনি রবিবার আমার বাড়ীতেই জমত।

Zalkow একদিন ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন যে তিনি সেপ্টেম্বর মাসে Georgia Institute of Technology, Atlanta তে চলে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। আমি খুব উৎসাহ ভরে রাজি হলুম। বললুম একটাই চিন্তার কারণ হল যে Atlanta বড় শহর, খরচ বেশী - ৫০০০ ডলার এ কি চলবে? লিয়ন বললেন 'ঠিক কথা'। ভেবে দেখি কি করতে পারি।' পরের দিন এসে বললেন 'তুমি আটলান্টতে বছরে ৭০০০ ডলার পাবে।' আমরা আনন্দে আটখানা। নিজের পিঠ চাপড়ে বললুম 'সাবাস, এদেশি পন্থায় মাইনে দরাদরি করাটা ভালই শিখেছ।' বাস তুলে যাবার কোন খরচ পাবো না। আমার আবার বাস তোলার খরচ কি! Furnished ভাড়া বাড়িতে থাকি, শুধু প্লেনের টিকিট কিনতে হবে।

Propeller ঘোরা প্লেনে চড়ে সস্তায় চলে গেলুম আটলান্টা। Biltmore Hotel এ গিয়ে উঠলুম, প্রতিদিন ১২ ডলার করে দিতে হোত।

সেটা ১৯৬৫ সাল। বিল্টমোর বেশ ভাল হোটেল ছিল, এখনো সেই প্রাসাদটা রয়েছে - তবে ব্যবসাটা বদলে গেছে।

রিসার্চ খুব ভাল চলছিল, আটলান্টা শহরও মনে ধরে গেল। পেছন দিকটা পচকানো একটা গাড়ী কিনলুম সস্তায়, বোধহয় ২৫০ ডলার দাম দিয়েছিলুম গাড়ীটার। শনি রবিবার মীরা ও চাঁদনীকে নিয়ে পচকানো গাড়ীতে করে খুব ঘুরে বেড়াতুম। সে কথা শুনে লিয়ন সাবধান করে দিলেন যে বেশী দূরে যেও না, এই অঞ্চলে racial discrimination আছে। অর্থ করলুম যে গ্রামের লোকেরা পিটিয়ে দিতে পারে। বেশী দূরে গ্রামের দিকে যাওয়া বন্ধ করে দিলুম। শহরের আশে পাশে ঘোরবার অসংখ্য জায়গা, বেড়াবার জায়গার অভাব নেই।

চাঁদনীর বসার কথা পেছনের সীটে। সে না বসে দাঁড়িয়ে থাকত সামনের সীট ধরে আর উপদেশ দিত 'বেক, বেক' মানে ব্রেক কষো। এ তো গেল মেয়ের কথা - আর গিন্নীর কথা হল তিনি গাড়ী চালাতে শিখবেন। আমি শেখাতে লাগলুম। শুরু হয়ে গেল মতবিরোধ, তারপর কলহ, তারপর যখন প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড় - তখন ক্ষান্ত দিলুম। ব্রাহ্মনীকে একটা Driving School এর ফোন নম্বর দিয়ে বললুম তাদের ফোন করে গাড়ী চালাতে শেখার ব্যবস্থা করে নাও। দু শ ডলার খরচ হবে - সে টাকাটাও দিলুম। মীরা পরমানন্দে সেই টাকা কটি - মূহুর্তে বলব না, তবে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ ভরে বাজার করে খরচ করে ফেলল। বুঝলুম আর এক রাউন্ড লড়াই করে আবার গাড়ী চালাতে শেখার টাকা নেবে। ব্রাহ্মনীরা ত দুর্দ্ধর্ষ fighter হয় বলে বাল্যকাল থেকে গল্পে পড়েছি - আমার ভাগ্য ভাল যে আমেরিকাতে সেইরকম সম্মর্জনি চট করে পোয়ে যায় নি - যেরকমটা ছবিতে দেখেছিলুম ছেলেবেলায়।

আমার জে ভিসা ছিল, আমেরিকায় থাকবার মেয়াদ করা ছিল মাত্র তিন বছর এবং কেবলমাত্র research প্রতিষ্ঠানেই আমার কাজ করার অনুমতি। একটা পাকা পোক্তা চাকরী দিয়ে কোন সংস্থান sponsor করলে ভিসাটা বদলাতে পারে। চেষ্টা করে ঠিক করে ফেললুম Howard Ringold এর কাছে যাব কাজ করতে ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর থেকে। রিংগোল্ড বেশ নামকরা কেমিস্ট ছিলেন Worcester Foundation for Experimental Biology তে। চলে গেলুম Shrewsbury তে - বস্টনের কাছে ছোট শহর।

পুরানো পচকানো গাড়ীটা বিক্রি করে Pontiac এর একটা station wagon কিনে ফেললুম। সেটাও পুরানো, তবে পচকানো নয়। লম্বা মোটর গাড়ী সফরের সংকল্পে সাথী হলেন এক ফরাসি দম্পতি ও তাদের ২/৩ বছরের ছেলে জাঁ। কাছাকাছি চাঁদনীর বয়সি। একদিন সে খাবার সময় খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাচ্ছিল। চাঁদনী গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল 'জাঁ খুব জভন্দি করে খাচ্ছে।' জভন্দির অর্থ যে জঘন্য তা বুঝে আমি ও মীরা খুব হেসে উঠলুম। জাঁর বাবা মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি বলল যে তোমরা হাসলে ? মীরা একটু modify করে বলল চাঁদনী বলছে যে জাঁ ছেলেমানুষ, ভাল করে খেতে পারছে না - ও নিজে যেন কত বড় ! কি ভাগ্য যে চাঁদনী প্রতিবাদ করল না।

জাঁর বাবা Bernard Lacoume সপরিবারে তাঁর দেশে ফিরে গেলেন। পরে শুনেছিলুম তিনি কেমিস্ট্রি ছেড়ে ডাক্তার হয়ে গেছেন। আমিও বুঝে গেছি কেমিস্ট্রির সংস্পর্শ তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারলেই মঙ্গল। চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব - তায় ডিগ্রীটা যদি হয় ভারতবর্ষের আর ভিসাটা যদি হয় জে।

বস্টনে দেখলুম মস্ত বড় বাঙ্গালি সমাজ। কয়েকজনকে দেশ থেকেই চিনি - Indian Association for the Cultivation of Science বা পাটনা সায়ন্স কলেজের সূত্রে। কিন্তু এগোতে পারলুম না একপাও ইমিগ্রেসনের ব্যাপারে। বাঙ্গালির স্বভাবসিদ্ধ গুনে মোড়োলি করলেন অনেকে - ধৈর্য্য ধরে শুনলুম, কিন্তু পথ বলে দিতে পারলেন না। 'ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে' - যেখানে বাঁশী বাজছে সেখানে চলে যাই।

বছরান্তে সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬৭) দেশে ফিরে এলুম - সেই মুজঃফরপুরের বিহার ইউনিভার্সিটিতে। আমার পরম বন্ধু এবং mentor ধীরেণ চৌধুরী তখন কেমিস্ট্রির হেড ছিলেন। আমার সুখ দুঃখের উপলব্ধি করে আমাকে ডানা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। বেশীরভাগ লোকেরই মনোভাব ছিল - মনে হচ্ছে যেন উনি এখনও আমেরিকাতেই আছেন। পুরানো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন নিয়ে ঢিমে তেতালা জীবনে মন বসিয়ে নিলুম।

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE ADVENTURES OF TIM AND KIM

D.J. Chakraoborty

Part III. The Strange Bedfellows and Their Puzzled Practices ~ "What do you think, Jigsaw Puzzle? You can solve anything!"

Jigeesha di Pasquale celebrated her thirteenth birthday with cake, ice cream, and fireworks as usual. She felt very lucky that her birthday was on the fourth of July – the same day as the good old USA! That day in 1986 was welcomed with the traditional pomp and fanfare by the small town in western New York that Jig and her friends proudly called *Home*. Just this morning, she saluted her father James di Pasquale as he and his fellow police officers marched in the parade. She cheered and waved to her mother Nisha Parikh-di Pasquale as she and other nurses marched by in their vibrant costumes. They ended at the park and picnicked on roast chicken, corn, ham, potato salad, deviled eggs, bratwurst, and coleslaw and, of course the pies. The pie contest was one of many.

The greatest delight belonged to the kids participating in the corn-husking contest, the numerous field events, and games which the Rosemont community cheered with such enthusiasm as if they were holding their local Olympics. Later the little town's most popular family the di Pasquales and their friends made their way to the lake for the grand finale, the fireworks! Jig loved the fireworks most… or was it the presents? This year she missed part of the impressive fireworks display pondering over her most unusual birthday present.

All her friends competed on whose gift Jig would favor most. Her best friend Gayatri Gandhi gave her a beautiful, pair of red coral earrings set in 22k gold. Oddly enough, Jig's favorite birthday gift came from her babysitter Sonia Parthasarathy. It was an oval-shaped, red, velvet box containing two Haat-ti-maat-tims named Tim and Kim. She learned from, her mother's friend, Shibani Auntie that Haat-ti-maat-tims were creatures from a Bengali nursery rhyme. Jig felt strange that she should be so attached to them instantly for she had no interest in Bengali culture in the past. She had very little interest in any foreign language or culture. She knew that her father was a second-generation American of Italian ancestry, but he spoke no Italian and her mother was born in India, but came to America as a child. Although Nisha's native language was Gujrati, she never spoke it much for all her relatives spoke English well. Shibani Banerjee was Bengali and a community favorite, therefore all the children heard the little rhyme about the creatures. Jig and Gayatri, as well as the other Indian-American children always addressed the adults as *Auntie* or *Uncle* following the traditions of respect and familiarity. Shibani Auntie's real niece Karina addressed her by the title of Jethi-Mashi.

The Bengali language had five words for aunt as well as uncle depending on the relationship. On the maternal side, there were two words for aunt: *Mashi* for the mother's sister and *Mamima* for the sister-in-law, the wife of the mother's brother. Then they included two words for uncle: *Mamu*[6] for the mother's brother and *Meshomashai* for the brother-in-law, the husband of the mother's sister. The paternal side emphasized the father's status in the family. The father's sister was called *Peshi* and her husband would be called *Peshomashai* corresponding to the maternal Mashi and Meshomashai. The father's brothers required a further distinction. The father's older brother was addressed as *Jatha* and his wife was *Jethima*. However the

[6] There is another pronunciation [Mama] which is not used to avoid confusion with the English colloquial form of Mother.

father's younger brother was called *Kakai*[7] and his wife called *Kakima*. When it came to friends of the parents, it was considered disrespectful for a child to address an adult by their first name alone. Nevertheless, *Mr.* and *Mrs.* Banerjee seemed too distant and impersonal. Therefore the English titles Auntie and Uncle were used. Many other languages around the world also had the special distinctions for family relationships and therefore many newcomers to America considered the English language rather poor of family values.

Karina who was fascinated by foreign languages and culture noted the elements of the patriarchal society. Her uncle Ameo Banerjee was her father's older brother, therefore she called him Jatha. Her aunt Shibani was her mother's sister whom she would usually address as Mashi, but she was also married to Jatha, therefore also Jethima. Karina combined the two titles and called her Jethi-Mashi. Karina was born in Madison, Wisconsin and her parents moved to Milwaukee when she was fifteen months old and her mother was diagnosed with multiple myeloma[8] or cancer of the bone marrow.

Shortly after her mother passed away, her father immediately remarried; the subsequent picture might have been an echo of Cinderella or Snow White had it not been for the grandmother who loved and cared for the baby. On Christmas last year, Karina lost her grandmother too. Upon her twelvth birthday, the stepmother shipped Karina from Wisconsin to New York to live with Jatha, Jethi-Mashi, and cousin Arun. The unkempt waif did not fit-in in the happy little town where she finished sixth grade. One year younger than the well-liked birthday girl, Karina tried hard to make friends in her new home.

"I am going into seventh grade too," said Gayatri, "I just turned twelve on June first."

"Marilyn Monroe's birthday was on June first," said Karina, "Mine is on February twelve, the same day as Abraham Lincoln, and Arun's is on February twenty-second, the same day as George Washington!"

Jig and Gayatri stared tolerantly into the sad eyes. They had been best friends since infancy, but they simply tolerated Karina out of respect for their parents' wishes, fondness for the Banerjee family, and pity for her situation. Upon Karina's arrival, Shibani Auntie assigned Jig and Gayatri the job of walking her and Arun to school. Jig was baffled because Karina was the same age as Gayatri; they were in sixth grade and Arun was only one year younger in fifth. For herself, Jig was proud of being the smartest in her seventh grade class. She not only worked hard at school, but helped her parents by doing chores around the house and always possessed impeccable behavior. She enjoyed school thriving on competition, her goal was to get ahead, and her hobby was solving puzzles. The latter earned Jigeesha diPasquale the nickname "Jigsaw Puzzle."

The birthday celebration was suddenly interrupted by a discovery. Karina tripped over a wire and fell on the muddy grass. Only the famous Jigsaw-Puzzle caught the reason that everyone else missed. They all thought that the nervous girl just tripped by accident; Jig saw Shibani Auntie purposely step on Karina's foot and kick her down. She landed on something soft and smelly. Karina screamed. The corpse of the rotund, comical Jennifer Haque was found under the podium. The observers were shocked. Just that afternoon, they had

[7] There is another pronunciation [Kaka] which is not used to avoid confusion with the Spanish word for excrement.
[8] This is a very rare but very serious blood cancer. A tumor of the plasma cells in the bone marrow. Patients of any age can be afflicted. Other related medical problems may include anemia, kidney damage, bone collapse or fracture and/or osteoporosis. For more information go to www.myeloma.org

cheered her moving speech.

About ten hours earlier Councilwoman Jennifer Haque had addressed her constituents:

"Rosemont, NY may not be perfect, but it is our home and well worth fighting for-- not only as voters but also as active citizens. Those of us born and raised here and I welcome and Thank God for the new brains and talent arriving everyday from other parts of the country and around the world…"

At that point, Councilwoman Haque stretched her hand announcing her favorite newcomer, who hailed from Pakistan, her husband Mohammed. He met her at the podium and kissed as political spouses always did. The only ones who noticed that look of shame in his eyes were two very different girls too young to vote. All observed the blatantly irritated expression on the face of their seventeen-year-old Ayesha Haque as her parents pulled her into a family/group hug. The rest of the town cheered, waved flags, and clapped as the speech continued:

"I am grateful to all my supporters especially as I see you around the community taking active roles influencing positive change for our families and the Rosemont community. I thank each and every one of you contributing your valuable time, effort, and skills volunteering, fund-raising, and leading activities to benefit our children who are the future of Rosemont. This year's Golden Rose Award winner for outstanding community service is Mr. Adam Wang; our favorite Middle School Life-Science teacher!"

Everyone shouted approval as Mr. Wang walked up and accepted his award, especially the middle school students and science camp students of all ages. Mr. Wang was an admired teacher; he was very knowledgeable and he made learning fun. Mr. Wang ended his acceptance speech and introduced Principal Mr. Nordley to announce Class Officers for Rosemont Middle School's upcoming year 1986-87. Jig hid her disappointment in a big bite of corn on the cob when her fellow classmate was elected President. She had served before as a Class Representative and this was only eight grade; Jig knew she had four years of high school to look forward to several opportunities to win.

Then she was required to chew fast and smile up to the podium for the Vice President elect was Jigsaw-Puzzle herself. Then came the announcements for the middle school's Class Representatives, first the Fifth Grade Representative, then the Sixth grade -- where Arun hid his disappointment in a hug from his cousin. Then the Seventh Grade Representative – it was Gayatri's disappointment which was hidden by a smile as she picked up her little sister and spun her around hardly hearing the Eight Grader's name. Karina hugged Arun again as Mr. Nordley introduced Mrs. Berschauer, the English teacher who also sponsored the middle school's student press The Rosebud.

Mrs. Berschauer began with a long introduction of the history of journalism and the middle school newspaper. She also stated that the Editor of The Rosebud had always been an eight grade student in the past although all grades were encouraged to try. Furthermore, it was more than an election for each candidate was required to submit an article, another writing sample, a teacher recommendation, and maintain a certain GPA. All who tried were honored and congratulated for they were invited to serve on the student press staff. Karina prepared herself for disappointment, what chance did she have in such a highly selective process?

No one noticed the oval-shaped, red, velvet box moving as Tim and Kim stirred for they knew who had the best chance of all. Mrs. Berschauer broadcasted that for the first time in history the Editor of The Rosebud would be a seventh grade student, "…she came to Rosemont last year from Wisconsin and we thank her family for bringing her to

us... Congratulations and Welcome Karina Banerjee!"

Then the high school officers were announced. Later various judges declared the winners of the Pie contest, Barbeque, and such as well as all the kids' events followed by more merriment as Jennifer Haque returned to the podium. All reacted joyously when Councilwoman Haque announced that she was running for mayor. The incumbent Mayor followed up with the statement that Jennifer was running unopposed; he was retiring and tightly hugged his successor. After that, the picnic continued, concluded, and everyone had gone to the lake to watch the fireworks.

Jig had wandered away early with Tim and Kim, caught up in the mysterious creatures. Suddenly she saw Shibani Auntie dragging Karina away and shaking her. As she quietly crept closer, Jig heard Shibani Auntie bullying Karina to decline the Editorship. Karina tearfully refused. Mrs. Banerjee planned to write Mrs. Berschauer a letter explaining that Karina being selected Editor of The Rosebud was an insult to the eight grade students as well as her own seventh grade class and also to her own cousin Arun who had lost his election. Eighth grader Jig did not get the logic in that. Nor did Karina understand, but she did agree to step down at Mrs. Berschauer's request.

Shibani Auntie continued the inquisition accusing Karina of incest for hugging her cousin. Jig was shocked, what could have prompted such a claim? Further eavesdropping revealed the reason for Karina's move. Angela the stepmother had asked her father to check on Karina because the eleven-year-old was up every night crying like a baby since her grandmother died. She had regretfully informed the police that he seemed to be "checking" on his pubescent daughter awfully long, so she peeked out of concern. Angela, then, revealed the pictures she had been compelled to take. Karina dressed in provocative lingerie in bed with her father hardly covered in a bed sheet.

Ameo Banerjee's brother Anand was immediately thrown in jail and Karina, placed in protective custody, was about to go to a home for troubled children. Ameo was confidant about his brother's innocence and could not abandon his daughter. Years ago, Shibani had promised her dying sister Srija that she would care for her child. How could she allow her to be lost in the system of Foster care? Therefore, Karina's Jatha and Jethi-Mashi resentfully, yet virtuously stepped in. Karina pleaded that she and her father were innocent and that her stepmother was evil. Unbelieving, Shibani had the last word punctuated by a violent kick. By then the fireworks had ended and the revelers chatted, laughed, and yawned back. Karina's vociferous scream had interrupted the last round of amusement.

What could have killed the plump, jolly Councilwoman? Could obese Jennifer Haque have died of a heart attack or could it be murder? Rosemont had never had a murder since 1937! Back then, it was a poultry farmer who killed a thief for stealing eggs. Unsure of how to proceed, the Rosemont police huddled in conference. Nearby, Officer diPasquale's daughter was surrounded by her friends, "What do you think, Jigsaw Puzzle? You can solve anything!"

Usually Jig loved that question and responded cleverly. This time she looked up helplessly catching her father's eye. The famous Jigsaw Puzzle was stumped and this time it was much more serious. Another pair of empathetic eyes joined the silent conversation. Jim, Nisha, and their daughter looked at each other as though communicating telepathically. In the blink of an eye, Nisha took charge.

First, she informed the Banerjees that Karina would have to stay to be examined and interviewed. Her cousin could stay with her for support, but everyone else was to go home. Then, she asked Jig and Gayatri to load all the birthday presents into the Gandhis' car. Jig stuffed her babysitter's present in the bag with all the rest, then on impulse, took Tim and Kim out and stuffed them in her purse. Gayatri's parents drove to the diPasquales' to unload the presents, but the kids would spend the night at the Gandhis' house. There the police car met them to drop off Karina and Arun.

"Arun *dada*[9]! Arun dada!" called Gayatri's little brother who was six-years-old came running and hugged him. The four-year-old little sister tagged behind and followed suit.

The kids were told to bathe and go to bed right away by Gayatri's mother. Jig had an overnight kit because she had been a favorite guest for years, but Gayatri had to bring extra clothes, towel, toothbrush, and toiletries for Karina. Karina hesitantly undressed in the three-quarter[10] section of the Gandhis' Hollywood[11] bathroom while Gayatri bathed her siblings in the adjoining section.

"Gayatri! Jig!" Karina cried, "Look what I found."

Gayatri and a clean, showered Jig found a confused, topless girl shuffling through her dirty, red, gingham halter. Fretful and embarrassed, Karina wrapped the towel around herself, resumed the search, gave up, and stepped out of her denim shorts. She then stepped on something else and fell seated on the toilet. The other girls hid their laughter in the little ones' giggles and suds. Karina frowned as she picked up a rather large pendant.

"Do you have a magnifying glass?" Karina asked.

A tolerant Gayatri obliged the strange request and in turn was impressed. Karina had expert knowledge of jewelry and was able to accurately identify the green and white sapphires set in18k white gold. The big star and crescent pendant contained an inscription: *Ayesha – Happy Birthday Sweet Sixteen. Love, Mom & Dad* The pendant must have caught in Karina's clothes when she fell on the body. Couldn't Jennifer have borrowed her daughter's pendant?

"But she was wearing plastic red, white, and blue beads on yellow gold colored chains and matching dangly earrings! This wouldn't go, whereas Ayesha wore a long, green dress; she was the only one not wearing red, white, and blue! Could that Ayesha girl have killed her mother?" Karina surmised, "It's obvious that she and her father didn't like her at all."

The other girls scoffed. What a ridiculous conjecture! Every child loves their parents and every adult loves their spouse; to think otherwise was impossible for the sheltered adolescents. The unsheltered one knew the possibility all too well. Allowing her the benefit of the doubt, Jigsaw Puzzle shared a memory, "After Ayesha's birthday, Mrs. Haque gave her the car. She was supposed to drop her mom off at Rose Elementary…"

"Why?" Karina asked naively.

"She was a school secretary then! And also for city council stuff, one day Ayesha said, 'I wish that stupid bitch would get her own car already!'"

[9] The Bengali title for older brother also used for very close friends.
[10] A bathroom containing a sink, toilet, and stand-up shower only; although 21st century builders now define that as a full-bathroom, the traditional full-bathroom requires an actual bathtub.
[11] A bathroom with the facilities divided into two or three adjoining sections, usually one part opens to a bedroom and another to a hallway.

They conceded that Karina may be right for the sixteen-year-old Ayesha had been anything but *sweet*. Jig recalled another incidence of disrespect about four years ago. Mrs. Haque was the attendance secretary at the elementary school when fourth grader Jig came to turn in the roll. She saw an older girl in the office with a churlish disposition. The girl had barked that her mother would return shortly. Jig smiled for she knew that bubbly laughter in the hall.

Ayesha hissed to the fourth-grader, "It's embarrassing that you can hear my Mom cackle all the way down the hall!"

They all suspected Ayesha, but how could anyone prove it? Amid the inquiry, Gayatri's mother walked in and reminded her to clean the hamsters' cage because it was getting unhealthy. For her twelvth birthday, Gayatri got two hamsters.

"Ohh," squealed a delighted Karina, "I love animals! What are their names?" The other girls rolled their eyes as Gayatri stated that she had not named them yet. Towel-clad Karina happily took over the chores and enjoyed Auntie's plant shelf.

"It looks like the Hanging Gardens of Babylon!" Karina complemented as she gave each hamster one last pat and watched them crawl back into their little home, "I know! Name them Hammurabi and Hammaguri."

Once again, her peers were compelled to admire Karina's merits and creativity. She cleaned the cages thoroughly, placed fresh food and water, and groomed both hamsters. With heartfelt thanks, the people finally left her alone to take a shower. Jig did not realize that she had left Tim and Kim on the counter next to the sink. Karina petted them and broke out in tears. These creatures were the only ones willing and able to comfort her sundry emotions. She felt the happy warmth from doing a good deed and tried to enjoy the sense of accomplishment being chosen Editor of The Rosebud. Then she felt sad, scared, angry, and disoriented. Her accomplishment was in danger of being taken away! She got no presents for her birthday! Karina confided in Tim and Kim. The water from the shower muffled her cries as she revealed the true story of her stepmother's mendacious accusations.

Angela Wilson was an orderly at the hospital where Srija Banerjee was a patient. This orderly went above and beyond the call of duty when it came to *comforting* the husbands of dead or seriously ill female patients. With Anand Banerjee, she finally got lucky for he found the average-looking forty-year-old blonde a raving beauty. He could not believe his good luck that Angela wanted to marry him ASAP. They married and subsequently had three bundles of joy. Angela's greatest joy came one Christmas morning when her mother-in-law never woke up. How to get rid of her obnoxious husband and his waif child became Angela's new dilemma. Of course, she needed her six-bedroom, five-bathroom house and the two BMWs.

One cold, January morning, Karina started her period so Angela took her out shopping. Too bad she lost her grandmother and got no Christmas presents, so her stepmother bought her new underwear: three beautiful bras and matching panties in an array of colors. Angela told Karina to "show" her father the generous gifts in the evening. Karina showed him the price tags and thanked her stepmother. An infuriated Angela silently barged into Karina's room that night and beat her mercilessly. She forbade her from making any noise with help of a pillow. Then she would beleaguer Anand, who slept in a dhouthi to check on his crying daughter. This hideous ritual continued night after night. Upon collecting enough incriminating "evidence," Angela went crying to the police.

Finally showered and fresh, Karina emerged from the bathroom and Jig shoved in anxiously. Where were Tim and Kim? Annoyed at being unable to find her little creatures, she berated Karina for taking them in the bathroom.
"But I didn't…" Karina pleaded.

"Then why didn't you say anything?"

Then Karina begged to borrow them only for a week…a day? Jig scoffed her refusal.

"You can borrow Hammurabi and Hammaguri. You take such awesome care of them," Gayatri offered.

"No thank you, but I would really like to borrow Tim and Kim. I will give them right back. I promise."

Time and again the routine repeated; each plea interjected by a disregarded offer and answered by a refusal. The new guardian concluded that custody of the Haat-ti-maat-tims would not belong to Karina. Gayatri, on the hand, personally took the hamsters to the Banerjees' house the next day. Shibani Auntie thought they were for Arun and allowed them to remain. The two weeks that followed did not yield any clues for the police or the young amateurs. One evening, they ran into each other at their local grocery store Wegman's. Tim and Kim jumped from Jig's purse into Karina's shopping cart and send it running down the aisle.

"Ahh!" shouted Shibani, "Get it! Go get it!"

Karina ran after the cart almost bumping into a Wegman's store clerk.

"Eeeeshsh!" Shibani expressed her disgust noisily, "She is so irresponsible!"

"She's fine," Jim laughed, "Jig used to do that when she was little."

"Look at ours," laughed Gayatri's parents, "We need three carts because they want to ride and there's no room for the groceries otherwise."

Everyone chuckled at the train-like entourage: Gayatri wheeling her four-year-old sister in one cart, then her Dad wheeling the six-year-old brother in the next cart, and finally Mom with the actual grocery cart. The friends laughed and chatted, Tim and Kim enjoyed the joyride, and Karina ran to the other end of the store chasing the shopping cart. She tripped and fell as the Wegman's employee turned and stopped the runaway cart as it grazed the heel of her shoes. Timidly, Karina panted her apology.

"It's ok, Honey," the Wegman's lady soothed, "…Just gave me a flat…" She proceeded to help the silly girl up. Trying to calm her nervous disposition, Mrs. Mies the Wegman's employee recalled a very different girl's behavior. She was proud to be Wegman's oldest clerk. She had been working with food and people for over forty years. Karina realized that she had literally stumbled on another clue. She smiled and related introductions as her peers came looking for her.

Mrs. Mies told Karina, Jig, and Gayatri about a chilling dialogue between a mother and daughter which she had witnessed. Uncomfortable with the smell and slaughter techniques of the halal market, Jennifer Haque had often purchased her meat at the local Wegman's and beseeched her daughter not to tell her father. Since halal[12] prohibits the slaughtering of an unconscious animal, the slaughtering requires the front of the animal's throat to be cut first. Bleeding to death, the animal suffers cruelly because it

[12] An Arabic term which means: "permissible." This usually refers to food permitted by Islamic law.

takes a long time to die. Although it happened long ago, the scene was etched in old Mrs. Mies's memory. She saw how a terrified mother stopped short and regarded her daughter. As she caught the meaning of Ayesha's words, Jennifer reacted as though she saw her own child transform into a viper threatening to strike. There was none of her usual good humor or jollity as she blinked back tears – frightened of the venomous soul before her. Ayesha's mother froze in a sort of sickened, focused attitude. More tears blurred her vision as Jennifer absorbed the paralyzing venom moving through her rotund form. No wonder Ayesha always got such expensive presents.

The summer progressed as the newest clue came from an unlikely source. Karina rode her bike to her teacher Mrs. Berschauer's house to submit the first copy of The Rosebud. She had all the articles including her own and her editor's note polished and ready for Mrs. Berschauer's approval. Upon approval, the teacher would send it to the printers. Then, Karina had to go to the Indian store to get some rice and spices.

Karina wrinkled her nose as she rode past the Halal market and waved to Jig and her parents as they drove by. Tim and Kim jumped out the car window and into the basket of Karina's bicycle. The sudden movement threw Karina, she rode straight into the Halal market, and collided with a strangely clad lady. The lady was completely covered from head to toe, showing only her eyes through a narrow slit in the veil. It was a strange spectacle for the pre-teen Wisconsinite, who had never seen such a thing before. And out of the veil advanced an unforgiving voice harsh, deliberate, and pitched in a note of disgust like that of Jethi-Mashi. She reprimanded the unknown, vulgar female child for her ability to ride a bicycle and display herself in public.

The veiled lady looked east and praised Allah on behalf of a very different girl who remained unspoiled by the influence of her fat, Infidel mother. That mother was in the city council which is no place for a decent woman. Councilwoman Haque engaged in public indecency on a daily basis by shaking hands and embracing men, women, and children indiscriminately. Furthermore, she was running for mayor and intimately embraced another man in front of the whole town including her husband. No morals! Such a shame! Such humiliation for poor Mohammed Haque! Shame! Shame! Shame!

"She is sorry," interjected Jig. She walked up to the lady followed by her parents.

When the diPasquales saw nervous Karina in trouble again, they decided to make sure she was ok. Jim addressed his daughter.

"Sweetheart, go with your friend. Mom and I will meet you *there*."

Jig knew *there* meant the Indian store. The police officer then asked the veiled lady if she would like to file a complaint against the clumsy child and the nurse asked if she could examine her to make sure she did not get hurt. They mentioned that they could not help being impressed by her familiarity with the Haque family. What else could she tell them about the praiseworthy Ayesha? The Muslim community in the small town was very close knit and worked hard to protect each other.

A couple of days later, Mrs. Berschauer gave Karina a glowing evaluation of The Rosebud's1986-87 premiere issue. However, there was always room for improvement, so the teacher asked her to interview a hospital administrator named Mrs. Carole Sidney who advocated animal research. As editor of the student newspaper, Karina was given an appointment to verify certain facts regarding medical research

involving animals. Upon entering the office, Karina introduced herself and sat down gravely. The windowless room was painted by a novice; mahogany on two walls and chartreuse on the other two. It was lonely, empty, and dusty with none of the institutional cleanliness or hard-working clutter. Meager office supplies furnished the desk along with stale doughnuts and more dust. Next to them was a faded picture of a bleached-blonde woman with a mulatto child and a hard-faced clock which croaked the time seventeen minutes late. Mrs. Sidney occupied the empty chair with considerable ceremony; first she stared forward leaning her jowls on large, stubby hands and raised her thin, painted eyebrows to regard the middle school student.

"I am sorry about your mother," her hollow voice spoke.

"Thank you," Karina answered at a complete loss. How did Mrs. Sidney know her mother? "Cancer takes lives everyday… Although she died ten years ago…modern medicine is research…I mean…um… modern research can save other people…Animals can help…I mean…animals-" Karina rambled nervously.

"Have you lost your mind?" Mrs. Sidney interrupted, "Why are you telling lies? Your mother did not die of cancer ten years ago! I know it! This whole town knows it! She died at the Fourth of July picnic this year! Lying half-breed!"

Karina stood up, "I am not Ayesha Haque. My name is Karina Banerjee, I am in seventh grade, and I am the Editor of The Rosebud."

"Oh, yeah," Mrs. Sidney laughed awkwardly, yet offered no apology, "You are the daughter of that colored nurse who is married to an American police officer. You half-breeds get me all mixed up. My poor baby. A colored slut like your mother stole her father too! My poor little Teresa."

"No," answered Karina, "That is Jig diPasquale. She is in eighth grade. My name is Karina Banerjee. I am in Seventh Grade. I am the Editor of The Rosebud. I am supposed to interview you for my article about animal research," Brushing off a golden hamster hair from her tape recorder, Karina turned it on and took a deep breath, "The Rosebud has an article about medical research involving animals. I need to verify certain facts about animal research. Around seven million animals like kittens and puppies are euthanized[13] in shelters every year. Instead it is better if their deaths count for something. They love humans and would happily give their lives to save ours!"

"You half-breeds are what's wrong with this country," Mrs. Sidney continued, "We would be so much better off without you stealing our American men! Leaving us to be single moms! My Teresa. Poor baby."

The young editor tried to maintain her composure and wondered what type of standards allowed this lady. "This issue of The Rosebud contains a series of articles about animals: pets, breeds, rescues, adoption from animal shelters, and also animal research. I believe it is better to make use of homeless pets for medical research rather than senseless euthanasia…However certain standards…What are the standards of conducting experiments? How are the animals housed? How are they fed and kept clean?"

"All busy business aren't we," Mrs. Sidney laughed sarcastically, "You think you're something special since you are half American, don't you? So is your father white or is it your mother?"

[13] It is a fact that approximately seventy-percent of the twelve million cats and dogs brought to shelters last year were euthanized. Accurate numbers of euthanasia on rabbits, hamsters, lizards, and such are not available.

The editor wondered how she was going to get any information amid reruns of litany and interrogation. Karina clarified several times that she was one-hundred percent American born in Wisconsin and one-hundred percent Bengali by ancestry. She then propped the office door open with her chair and stood up with her notebook asking if she could view the administrator's files or maybe come back here with her teacher. Finally Mrs. Sidney reluctantly answered the questions. Karina was glad when the grueling interview was over. She breathed a sigh of relief as she walked briskly down the hall.

Peace of mind was not to last as she realized that she had forgotten the tape recorder. Full of dread, Karina slowly tiptoed back to the office and froze when she heard a familiar voice, the voice of Ayesha Haque, conversing with an unfamiliar one. Peering, Karina recognized the other as Mrs. Sidney's daughter Teresa. The dialogue between the two unlikely confidantes turned Karina's stomach. They shared confessions of murdering their mothers with pride. As they spoke, their boastful confessions were recording in interview tape. Common hatred was a stronger bond in societies than common affection. Ayesha's friend Teresa was a vegetarian involved with a radical animal rights group. Jennifer Haque was killed by her own daughter Ayesha for her lack of morals and Carole Sidney killed by her own daughter Teresa for allowing animal research. The two girls were totally different in the causes they served, but shared the same mindset and bonded by the hatred they bore their mothers.

Opportunity makes strange bedfellows. Karina thought of that expression more often to apply to politics. Living in the eighties, educated Americans understood that the top priority in US foreign policy was to contain communism. Therefore, American leaders were bosom buddies with the likes of Osama bin Laden and gifted him generously with weapons and supplies to fight the Evil Empire the Soviet Union. No one could imagine the future consequences of hanging with the wrong crowd, least of all the teenage allies still unaware that there was a witness. Knowing she had to get her tape recorder before Ayesha Haque and Teresa Sidney realized it was there, Karina crouched in the hallway. Impulsively she seized the tape and absconded down the long corridor. Then she hid under the desk of the nurses' station and begged them to page Nisha diPasquale and call the police. It was a matter of life and death! The lady coldly informed her that Nisha worked the night shift, so she would not be there until 10:00pm. The forlorn girl continued to plead in vain fearing for her precious life. The lady coldly answered with repeated warnings that she would call security if the child did not get out. This was no place to play hide and seek or cops and robbers. Karina was frightfully aware of the evil presence a few feet away.

Another impulse took hold of Karina as she threw a potted plant at the two evil girls, ran to the fire alarm, and pulled it. The hospital security immediately grabbed the child and shoved her into an office where they watched her like hawks. They had no idea how their hostile expressions comforted her. Arrival of the Banerjees, Gandhis, and diPasquales brought more expressive eyes. Some looked confused, some caring, and some cold. Along the way of discovering clues, Jig and Gayatri discovered a genuine liking for Karina and accepted her as their friend. They ran to hug their friend.

"Karina, are you ok! What happened?"

She played the tape and told her story. The murder was solved. The matricides were punished. The pathetic waif from Wisconsin became a local heroine – a title she was more than happy to share with

her two best friends. During the last week of summer, the Editor of The Rosebud worked day and night to put together a new premiere issue. She asked the teacher if she could appoint a new assistant editor, the eight grade class Vice President. Mrs. Berschauer approved for Jig had solved the ultimate puzzle.

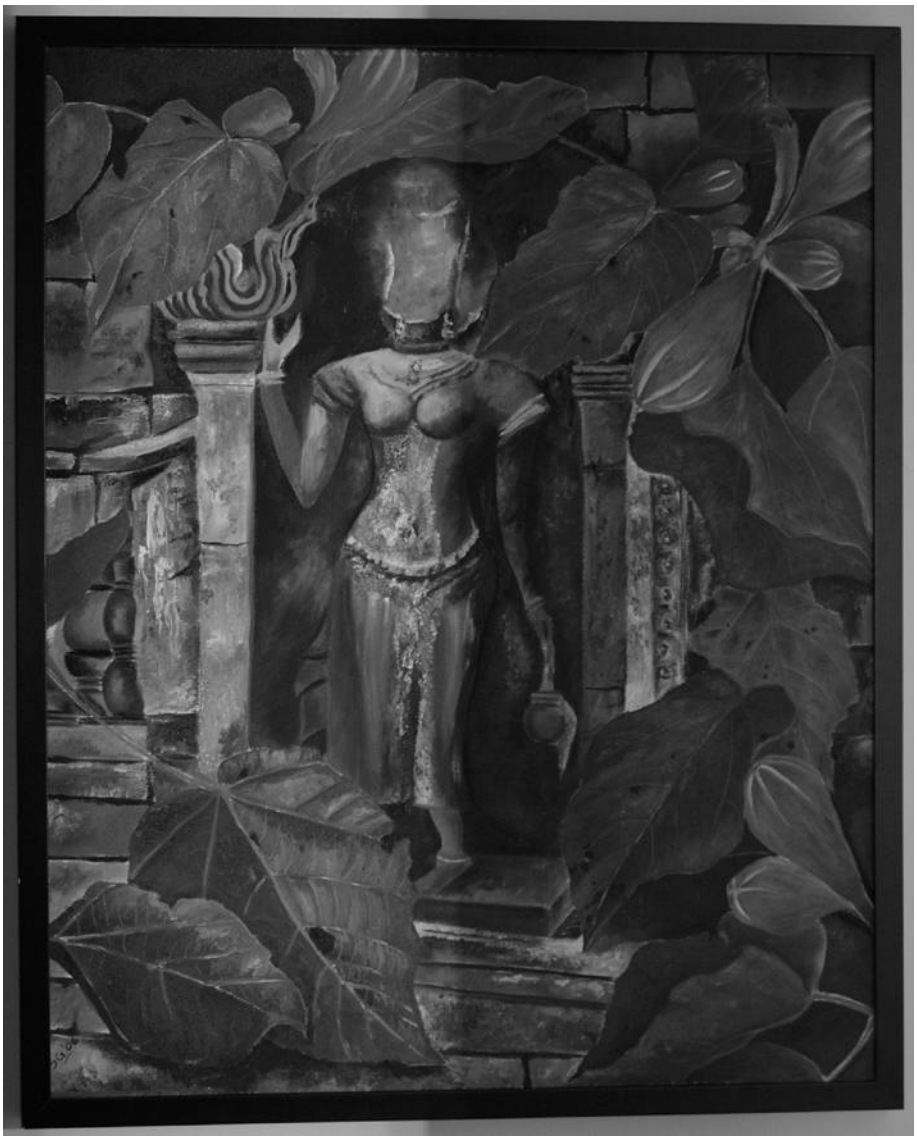

Artwork by Sharmila Roy

ই-মেল

সুব্রত মজুমদার

নির্ধারিত সময়ের একঘন্টা আগেই পৌঁছে গেছে অলোক। তবুও ঘড়ি দেখছে বারবার। মনে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটাদুটো নড়ছে না। এইনিয়ে বোধ হয় চারবার অলোক বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তার পোষাকটা ঠিকঠাক করে নিল। সত্যি কথা বলতে কি মনে করতে পারল না, কতবার। তাড়াহুড়োতে পকেটে চিরুণীটা নিতে ভুলে গেছে। না হলে চুলটা একবার আঁচড়ে নিত। অলোকের একটু হাসি পেল। তবে কি ও নার্ভাস্। তাই হবে হয়তো, আর কিই বা হতে পারে। অথচ কম্পুটারে লক্ষ লক্ষ প্রোগ্রাম লেখার সময় প্রত্যেকটা রুটিন আর সাব্‌রুটিন ওর ছবির মত মনে থাকে। অফিসের লোকেরাও অবাক হয়ে যায় ওর স্মরণ শক্তি দেখে। তাই তো ওর প্রোজেক্ট ম্যানেজার ক্ল্যায়েন্টের সবথেকে কঠিন কাজগুলো সবসময় অলোককেই দেয়। আর তাই আমেরিকায় অফিস্ থেকে দুজনকে পাঠানোর কথা যখন উঠেছিল দেড়বছর আগে, অলোকের নাম ওঠাতে অফিসের কেউ অবাক হয়নি। নার্ভাস্ হবার তো কথাই। অলোককে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে একটা লাল রংয়ের ছাতা। ছাতাটি খুঁজে পাওয়ার পর তাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে সেই মেয়েটিকে যার ডান হাতের কব্জি থেকে ঝুলছে ওই ছাতাটি। এই হবে সেই মেয়েটি যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো আজ থেকে প্রায় দেড় বছর আগে। পরিচয় বলাটা ঠিক নয়, বলা উচিৎ ই-মেলের পরিচয়। তার সঙ্গে আজই প্রথম দেখা হবার কথা। কোথায় ? হাওড়া ষ্টেশনে।

কাকলির ওপর একটু অসন্তুষ্ট যে হয়নি তা নয়, কিন্তু চিঠিতে অবশ্য অলোক সেটা আর প্রকাশ করেনি। এতো জায়গা থাকতে, হাওড়া ষ্টেশন্ কেন? তাও প্রথম দেখা হওয়ার দিনে। ওদের আলাপ ও পরিচয় হয়ছে ই-মেলের মারফতে। চারচোখের মিলন ওদের এখনো হয়নি। প্রশ্নটার উত্তর অবশ্য কাকলির চিঠিতেই ছিল। কাকলি কলেজে পড়ায়। পড়ানোর পরে ওকে হাওড়া ষ্টেশনে আসতেই হবে অতএব এটাই বেষ্ট্ জায়গা দেখা করার। এই চিঠির ব্যাপরটাও একটা বির্তকের বিষয়। ই-মেল কে অলোক চিঠি বলে, কাকলি সেটা মানতে চায় না। চিঠি বলতে কাকলি বোঝে খামে মোড়া স্ট্যাম্প্ লাগানো একটা জিনিস, যেটা অনেক লোকের হাত ঘুরে তারপর কোন একসময় তার নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছায়। সেই চিঠির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক অপেক্ষা, অনেক আশা, অনেক পথ চেয়ে থাকা, একটা রক্ত মাংসের সম্পর্ক, অনেক হাঁটা পথ, অনেকের জীবিকা এবং আরো অনেক কিছু। কাকলি ভাবপ্রবন, অলোক প্রাক্‌টিকাল।

আরো অনেক কিছুতে ওদের মধ্যে মতের অমিল আছে। অলোকর সন্দেহ আছে ওদের সম্পর্ককে ঠিক আলাপ বা পরিচয় বলা যায় কিনা। রক্ত মাংসের মানুষের সঙ্গে মানুষির মুখোমুখি অথবা সামনা সামনি বসে কথাই যদি না হলো, তবে তাকে পরিচয় বলা যায় কি? কাকলি বলে ঠিক তার উল্টো, আলাপ বা পরিচয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। মনের মিলটাই সব থেকে বড় কথা। কাকলির নিজের নামটা পচ্ছন্দ নয়। কেমন যেন কাক্ দিয়ে শুরু বলে মনে হয় তার কাছে। অলোক বলে, হতে পারে কাক্ দিয়ে শুরু কিন্তু কলি দিয়ে তো শেষ। সব ভালো যার শেষ ভালো।

মনে পড়ে যায় অলোকের কাকলির সঙ্গে কি ভাবে আলাপ হয়েছিলো সেই ঘটনাটার কথা। আমেরিকায় যাওয়ার দুদিন আগে অলোক অফিস থেকে বেরিয়েছিল কয়েকটা জরুরি কাজের ব্যাপারে। কয়েকটা টুকিটাকি কাজের ব্যাপারে ওকে সেইদিন অফিস থেকে একটু আগেই বেরোতে হয়েছিলো। কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায়, একটু খুশী মনেই একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েছিলো বাড়ি যাবে বলে। ট্যাক্সিতে উঠে পিছনের সিটে বসে ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়ার পরেই অলোকের মনে হলো যে সিটের ঠিক পেছনে ওর ঠিক ডানদিকটাতে একটা শক্ত মতো কিছু একটা খোঁচা মারছে। পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করলো। প্রথমটায় কিছু দেখত পেলো না। আর একটু চেষ্টা করার পরে দেখলো, একটা নোট বই বা খাতার মতো কিছু একটার অংশ উঁকিঝুঁকি মারছে খাঁজের মধ্যে থেকে। পুরোটা দেখা যাচ্ছেনা। অলোক কৌতুহল

বশতঃ হাতটা ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করল। না খাতা নয়, একটা সম্পুর্ন বই উঠে এলো ওর হাতে। অলোক বইটার পাতা উল্টাতে লাগলো। একটা দুর্নীবার আর্কষন ওকে পেয়ে বসলো। না বইটার জন্য নয়, বইটার প্রত্যেকটা পাতার ডান আর বাঁদিকে, মেয়েলি হাতের লেখা নোটগুলোর জন্য । অলোক হস্তলেখা বিশারদ নয়, তবু ওর বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হলো না যে লেখিকা শুধু বুদ্ধিমতী নন্ তিনি অসাধারন ব্যক্তিত্বেরও অধিকারিনী। বইটার প্রথম পাতায় লেখিকার নাম আর ই-মেল এড্রেসটাও পেয়ে গেলো অলোক। অলোক কল্পনার ডানা মেলে দিলো মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে।

তারপর যা হওয়ার তাই হলো। বইটির প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে ই-মেল পাঠালো অলোক। ভেবেছিলো আমেরিকায় যাওয়ার আগে চিঠির উত্তর আসবে, দেখা হবে, বইটা ফেরৎ দিয়ে দেবে। সেই সুত্রে আলাপ হবে পরিচয় হবে হয়তো অন্তরঙ্গতাও হবে। কিন্তু না, কোনটাই হলো না। চিঠির উত্তর এলো না, দেখাও হলো না। অলোক পাড়ি দিলো আমেরিকায়।

আমেরিকায় পৌঁছে অলোকের বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল সবদিক সামলে গুছিয়ে বসতে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল বইটার কথা, কাকলির কথা। দিনকয়েক পর যেদিন সময় পেল নিজের ই-মেল খোলার সেইদিনই প্রথম দেখতে পেল কাকলির লেখা ছোট্ট চিটিটা।

''ধন্যবাদ বইটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। ফ্যামিলির সঙ্গে দক্ষিন ভারত বেড়াতে যাওয়ার ফলে আগে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, তার জন্য দুঃখিত। বইটা খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তাই আর একটা কিনে ফেলেছি। ওই বইটা আমার খুব প্রিয় বই। আপনার যদি খুব অসুবিধা না হয় তো কয়েকদিনের মধ্যে যোগাযোগ করে বইটা আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব।
শুভেচ্ছা নেবেন

- কাকলি ''

সাদামাটা চিঠি, নেই কোন ভাব নেই কোন উচ্ছ্বাস, তাও অলোক চিটিটা পড়লো বেশ কয়েকবার। এক অপরিচিতার কাছ থেকে পাওয়া প্রথম চিঠি। বুঝতে পারছিলো অলোক যে কাকলি ওকে আকর্ষন করছে। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলো শুধু নামটা আর ই-মেল এড্রেস্টা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না সে মেয়েটির ব্যাপার। মেয়েটি হয়তো বিবাহিতা, হয়তো অন্য কাউকে ভালবাসে। অনেক চেষ্টার পরেও অলোক কিছুতেই মন থেকে কাকলির কথা সরাতে পারলো না। চিঠির উত্তর লিখলো, পচ্ছন্দ হলো না। ডিলিট্ করে দিলো সব, আবার লিখল। অবশেষে যে চিঠিটা পাঠালো সেটাও খুবই সাদামাটা। ''ঘটনাচক্রে আপনার বইটি পাওয়ার পরেই আমাকে আমেরিকায় পাড়ি দিতে হয়েছে। ঘটনাচক্রে আপনার প্রিয় বইটিও আমার সঙ্গে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে, অবশ্য বিনা টিকিটে। যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন - আমার সঠিক কোন উত্তর নেই। আপনার অসুবিধে না হলে আপনার প্রিয় বইটিকে আমি যত্নের সঙ্গে আমার কাছে রেখে দেবো। দেশে ফিরে মালিককে খুঁজে বের করে যথাস্থানে ফেরৎ দিয়ে দেবো। কথা দিলাম। উত্তরের আশায় রইলাম।

শুভেচ্ছা নেবেন

- অলোক ''

উত্তর এলো, উত্তরের উত্তরও ফিরে গেল। চলতে লাগলো এইভাবেই দুজনের মধ্যে ই-মেলের আদানপ্রদান। অলোক অফিস অপেক্ষা করে থাকে কখন বাড়ি ফিরে কম্পুটার অন্ করে কাকলির ই-মেল পড়বে। কতকথাই না হতো দুজনের মধ্যে। মনেই হত না যে দুজনে দুজনকে কোনদিন দেখেনি পর্য্যন্ত। কাকলি বলে ছেলেরা ওয়ান ডায়মেন্সানাল। ছেলেরা শুধু মেয়েদের রূপটাই দেখে। অলোক বলে ছয়টা ঋতুর সঙ্গম দেখা যায় একটি মেয়ের মধ্যে। কাকলি ঠাট্টা করে বলে মেয়েদের সম্বন্ধে অলোকের এতো কিছু জানাটা খুব সন্দেহের ব্যাপার। একটা সময় এলো যখন দুজনেই দুজনকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এ বিরহ আর সহ্য হয় না।

অবশেষে অলোকের বিদেশের কাজের মেয়াদ একদিন শেষ হলো। অলোক রওনা দিলো দেশের পথে। ই-মেলে জানিয়েছিলো কাকলিকে তার ফেরার খবর। কাকলি উত্তরে দিয়েছিলো ই-মেলে। আর সেই উত্তরের ভরসাতেই আর কাকলির নির্দেশ মতই অলোক আজ এইখানে এই হাওড়া স্টেশনের একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে শবরীর প্রতীক্ষায়।

অলোক ঘড়ির কাঁটাটা আবার চেক্ করল। নির্ধারিত সময়ের আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। আর একবার চোখটা ঘুরিয়ে দেখল চারিদিক। চোখে পড়লো না কিছু।

তবে কি কাকলি আসবে না? কাকলি কি ভুলে গেছে আজ এখানে আসার কথা? কাকলি কি শুধু খেলা করছিলো তার সঙ্গে? অলোক আবার ভালো করে দেখল চারিদিক। ওইতো একটু দুরে মনে হচ্ছে একজন লাল ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ ডান হাত থেকেই তো ঝুলছে ছাতাটা। অলোক একটু এগিয়ে গেল ভাল করে দেখার জন্য। একটি মাঝবয়সি, ভারী চেহারার ভদ্রমহিলা ডান হাতে লাল রংয়ের ছাতা হাতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। এই কি তবে কাকলি? অলোক কি একটু হতাশ হলো? অলোক কি চলে যাবে দেখা না করে? কেউ জানতে পারবে না। মনস্থির করে দৃঢ় পদক্ষেপে অলোক এগিয়ে এলো ভদ্রমহিলার দিকে। অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে। একটু অন্যমনস্ক ছিলো, হঠাৎ বলা নেই কথা নেই একটা ধাক্কা, কিন্তু খুব জোরে নয়। এক সুন্দরী তরুনীর সাথে। অলোক মেয়েটিকে সাহায্য করলো মাটি থেকে পড়ে যাওয়া ব্যাগটি তুলে দিয়ে। মেয়েটি অলোককে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। না শুধু চলে গেল না, যাবার আগে অলোককে ধন্যবাদের সঙ্গে দিয়ে গেল একটি মিষ্টি হাসি। অলোকের মনে হল মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না। একটু হেসে অলোকও বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেল ডান হাতে লাল ছাতা ধারী ভদ্রমহিলার দিকে।

''কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? আপনার নাম কি কাকলি? আমি অলোক। আপনার হাতে লাল রংয়ের ছাতা আছে বলে জিজ্ঞাসা করছি।''

''না না আমার নাম কাকলি হবে কেন। আমার নাম সরলা। আমাকে একটি মেয়ে একটু আগে এই লাল রংয়ের ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে বলল আমার হেল্প্ চায়। তার মনের মানুষের পরীক্ষা নিতে চায়। একজন নাকি তাকে খুঁজতে এখানে আসবে। সে যদি এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কাকলির নাম ধরে তা হলে আমি যেন তাকে এই ছাতাটা দিয়ে দি। আর এটাও বলেছে আপনাকে বলতে যে সে অপেক্ষা করছে আপনার জন্য টিকিট কাউন্টারের কাছে। আপনাকে চিনতে আর তার কোন অসুবিধা হবে না। কি জানি বাপু আজকাল ছেলেমেয়েরা যেন কি রকম। এই নিন আপনার ছাতা।''

অলোক ছাতাটা নিয়ে এগিয়ে গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে।

Puzzle Answers

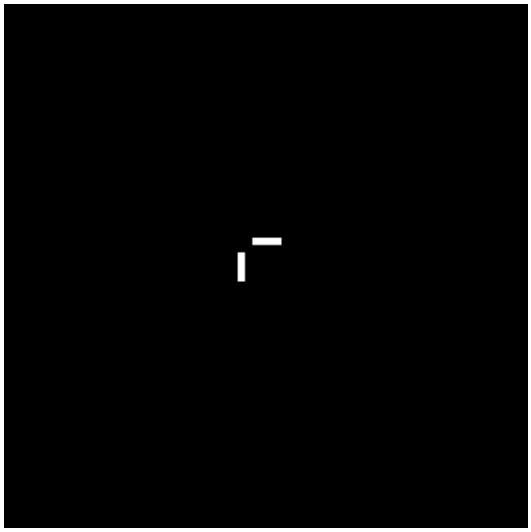

8	2	9	3	5	7	4	1	6
1	4	7	8	9	6	3	2	5
5	6	3	2	4	1	7	8	9
3	8	2	5	6	4	1	9	7
7	5	1	9	2	3	8	6	4
4	9	6	1	7	8	5	3	2
9	1	4	6	3	5	2	7	8
2	7	8	4	1	9	6	5	3
6	3	5	7	8	2	9	4	1

820-5937 - Sudoweb.com

SUPPORTING SCHOOLS THAT ACTUALLY MAKE A DIFFERENCE

By Atasi Das, M.A.

Walking along a dusty road a few kilometers outside of the booming IT metropolis, Bangalore, I entered into a community removed from the noise and bustle of the city. I walked through the gates of Thakka Bapa School Foundation. Surrounded by coconut plantations on one side, earthen-colored farms on another, and encroaching clusters of development, this unique school currently exists to provide educational opportunities to girls and boys from the Dalit community. This school, also known as the Bapagrama Educational Center, was created, under the advice of Mahatma Gandhi, as a girls' school in 1949 by Saraswathi Natarajan, a devoted community advocate for the Dalit community. Thakka Bapa, a co-worker of Gandhiji's for whom the school was named, was also involved in the school's inception and was committed to freeing the Dalit communities from caste and class oppression.

Outside the gates of Bapagrama*

Students in class

Thakka Bapa School Foundation*

I travelled to India and to this school as part of my graduate practicum experience. As my focus interests included social justice and sustainable development, I chose to specifically study education systems. The Dalit community has been historically disadvantaged giving rise to low literacy rates in this area, around 33%. From a broader perspective, options for stable employment have declined and subsistence living continues to be pushed out by development and neo-liberalized globalization. I learned that three hundred students come to Bapagrama from surrounding villages in this semi-urban setting. There are approximately forty primary schools in the area but Bapagrama is only one of two secondary schools and teachers college for the same area. This school has become essential for many families as everything is provided to students free of charge including uniforms, books, healthy midday meals, and even health clinics. The families that lived here for generations have been farmers, landless laborers, vegetable vendors, construction workers, small shop holders, and contract laborers in small-scale factories.

In this context, I sought to understand how schools and educational-based NGOs approached a plethora of issues and needs. I spoke with numerous parents, students, teachers and community members. From my research, barriers to schooling, low academic "success" and socio-economic stagnation were prevalent characteristics within disenfranchised communities. The structure of inequity remained and very few schools purposefully worked within existing systems to create the conditions for humanistic social change. However, Bapagrama and partner organizations pursue this very endeavor. The school implements projects such as in-depth science education, vocational training, computer training, language lab, theatre and creative arts unit, women's project, international student exchange program, water harvesting, earth contouring, and organic farming. These projects run along with standardized Karnataka state curriculum. Through strengthening local knowledge and history with more tools and skills, students and their families have a greater chance of accessing sustainable livelihoods. The school provides relevant education and with a specific purpose.

This school is partially funded by the government but also runs on donations to help sustain and strengthen their holistic program. Educational Praxis, a U.S. based non-profit in Putney, Vermont, is one of Bapagrama's partner organizations that collects donations and coordinates exchange programs. Educational Praxis, Inc., also provides learning experiences for U.S. students in which knowledge can be translated into action. Praxis believes there is a vital need for broader and deeper knowledge of issues involving world cultures and people.

Educational Praxis is looking for DONATIONS, volunteers, and interested community members. High school, college or graduate students can also come to Bapagrama Educational Center for the study of Political Economy and Development issues as well as independent study. Credits may be arranged with their own institutions or affiliated institutions. The school has created an endowment fund to safeguard necessary programs, such as the mid-day meals, uniforms, books, health clinics and the maintenance of the school building. Your generous support can make a significant difference and is tax deductible.

Student Mural Project*

Please visit the Educational Praxis website for more info about Bapagrama.
www.educationalpraxis.org or contact atasi.das@gmail.com with comments/queries
You can make checks payable to: *Educational Praxis, Inc.* P.O. Box 409, Putney, VT 05346
*Pictures courtesy of Olya Jouikova

A DIFFERENT TYPE OF MINDSET

Sampriti De

I was not fond of roller coasters at all, to say the least. I wouldn't even look at one for more than two seconds; it was just out of the question. I guess I never really trusted the people who made them.

So we went to Orlando this summer, and for the first time, I went to Disney World and Universal Studios. We first arrive at the Magic Kingdom and ride a couple of rides that I would've usually thought of as fun and amusing, but this was not the case this time. After all, we were at Disney. People from all over the world flock here to not for those boring, gentle rides, but for something exhilarating, something you can't find any place else.

Our families had done a little research and planning on which rides were *really* worth going for. And "Space Mountain" was one of them. Without even asking the kind of ride it was, as soon as we saw it, our families rushed to get FastPasses. When we finally arrived during our assigned time interval to board the cars, I heard a bit of screaming, but completely overlooked it at the time. I was just eager to get the ride started.

I did not expect it to be a roller coaster that was for sure. I mean come on, with a name like "Space Mountain", it could be anything…how obscure is that?

That was no excuse, however. There were plenty of clues I had overlooked. I should've recognized the safety harnesses in the cars I've seen countless times on *Roller Coaster Tycoon*. I even heard the sound of people screaming, but decided to ignore it. Well it was too late, now. I was on the coaster, whether I liked it or not, and squealing my head off.

After experiencing those deep drops that plunge you into the darkness, and those unexpected twists and turns, I felt refreshed, almost. If I survived that ride, I was ready for anything. Besides, I was sick of riding those boring kiddy rides anyway—I found out I liked the sensation of weightlessness. I rode all the other roller coasters at Magic Kingdom after the rain opted to stop. "Splash Mountain" turned out to be a disappointment, and "Big Thunder Railroad" was good, but not *as* good as, of course, the best roller coaster in the Magic Kingdom: still "Space Mountain". Day Two in Orlando, however, is another story.

ভূত চুরি

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কি কুক্ষনে যে অবনীবাবু এই বন্ধের দিনে অফিস যেতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন! সকলেই মানা করেছিল - বলেছিল - 'রুলিং পার্টি যখন কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতা করে বন্ধ্ ডেকেছে তখন বাড়ির বাইরে পা না দেওয়াই মঙ্গল।' টি. ভি. ও রেডিওতে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন - 'যারা অফিস যেতে ইচ্ছুক তাদের বাধা দেওয়া হবে না। যানবাহন চলার ক্ষেত্রে নিত্যযাত্রীদের কথা মনে রেখে এই দিন প্রচুর সরকারী বাস রাস্তায় নামানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে।' মজার কথা কিছুদিন আগে বিরোধী শিবিরের ডাকা বন্ধের তীব্র সমালোচনা করে তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণে অগ্নুদগার করেছিলেন যে আমাদের এই বন্ধ্ প্রবনতাই রাজ্যে শিল্প বিকাশের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবনীবাবু একজন ছা-পোষা কেরানি। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। মুখ্যমন্ত্রীর মুখের কথায় তার অগাধ আস্থা। সুতরাং তিনি কারো কথায় কর্নপাত না করে দূর্গা বলে একটু আগে ভাগেই অফিসের দিকে রওয়ানা হলেন। একটা বিড়ি ধরিয়ে যখন তিনি বড় রাস্তায় পৌছলেন, তখন লক্ষ্য করলেন যে, গাড়ি-ঘোড়া চলছে বটে, তবে বেসরকারী বাসের সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক কম। সরকারী বাসও যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাস্তায় নেমেছে। কিছুক্ষন পরেই তিনি অবশ্য বিবাদী বাগ যাবার মোটামুটি ফাঁকা একটা সরকারী বাস পেয়ে গেলেন এবং দ্বিরুক্তি না করে সেটাতে উঠে পড়লেন। বাস থেকে নেমে অফিস পৌছাতে তার মিনিট বারো লাগল। অন্যান্য দিনে এইটুকু রাস্তা ভিড় ঠেলাঠেলি করে তার যেতে প্রায় মিনিট কুড়ি লাগে। অবনীবাবু জনবিরল বিবাদীবাগের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করলেন। চারিদিকে ঘেরা নারকোল গাছ বেষ্টিত লেকটা কি সুন্দর দেখতে লাগছে। ইশ্ আমরা যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করতে পারতাম আর সাধারন লোকজনদের মধ্যে একটু সিভিক সেন্স ঢোকাতে পারতাম!

অফিসে পৌছে অবনীবাবু দেখলেন - তখনও কেউ এসে পৌছায়নি।

তিনি হতাশ হলেন ভেবে - যেদিন তিনি সঠিক সময়ে বা তার আগে অফিস আসেন, ঠিক সেই দিনগুলোতে, কোন এক অজ্ঞাত কারনে, তার বস্ আফিসে আসতে দেরী করেন। সময়ানুবর্তীতার জন্য তার ভাগ্যে সুখ্যাতি কখনও জোটে না। অথচ যদি কোন দিন তার আফিস আসতে একটু দেরী হয়েছে, অমনি গিয়ে শোনেন - জরুরি তলব এসেছিল বড়সাহেবের কাছ থেকে।

ব্যাজার মুখে নিজের চেয়ারে বসে অবনীবাবু একটা বিড়ি ধরালেন। একটু পরেই পিওন সীতারাম এসে তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল - 'কী ব্যাপার! আপ ইতনা সুবেরে? সবকুছ ঠিকঠাক হ্যায় তো?'

অবনীবাবু হেসে জানালেন - 'বন্ধের দিন, পরে গাড়ি-ঘোড়া চলবে কি না কে জানে? তাই একটু আগেই চলে এলাম।'

সীতারাম বলল - 'হামি তো সাইকেলে আসি, হামার কুছু ফরক পরে না।' এই বলে সে টেবিলগুলো ঝেড়ে চা'র জল চাপাতে গেল। আধ ঘন্টার মধ্যে আরও পাঁচ-ছ-জন সহকর্মী এসে পৌছলেন। চা সহযোগে নানা আলোচনা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় এসে পড়লেন বসও। মাত্র জনাকয়েক কর্মী অফিস এসেছে দেখে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বন্ধ্ এর কুফল সম্বন্ধে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। তারপর প্রবেশ করলেন নিজের কামরায়।

দুপুর অবধি মোটামুটি কাজকর্ম চলল। বিকেলের দিকে সীতারাম খবর আনল বন্ধ্ ক্রমশঃ ধ্বংসাত্মক চেহারা নিচ্ছে। ধর্মতলায় উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। শুন্যে দু-এক রাউন্ড গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। বন্ধ্ এর সমর্থকরা এতে আরো ক্ষেপে গিয়ে ভাঙচুর করেছে খুলে রাখা দোকান ও অফিসঘর। কোনো কোনো জায়গায় অগ্নি সংযোগের খবরও পাওয়া গেছে। ফলে পরিবর্তন করা হয়েছে ট্রাম ও বাসের রুট ইত্যাদি ----।

খবরটা বসের কানে পৌছোতেই তিনি তড়িঘড়ি অফিস বন্ধ করে সকলকে নির্দেশ দিলেন নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যেতে। সকলের সঙ্গে অবনীবাবু সিঁড়ি দিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাস্তার মোড়ে।

তখন সবে বিকেল সাড়ে চারটে। রাস্তা একদম ফাঁকা। বাস অথবা ট্রাম কিছুই চলছে না। নভেম্বর মাস। বাতাসে শীতের একটু ছোঁয়া লেগেছে। অবনীবাবুর সহকর্মীরা বললেন - 'দাদা, একটু পা চালিয়ে চলুন, পোষ্টাফিসের মোড়টায় যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

অবনীবাবু কিন্তু বেশ উপভোগ করছিলেন এই জনকোলাহল বর্জিত কলকাতার শান্তরূপ। তিনি সহকর্মীদের বললেন - 'তোমরা যাও। আমি এখন কিছুক্ষন সামনের পার্কে বসে থাকব।' এক চ্যাংড়া তরুন যেতে বলে উঠল - 'বুড়োর প্রানে রস জেগেছে মাইরি। নাকি বুড়ির সঙ্গে আজ ঝগড়া করে এসেছে।

পার্কে ঢোকার মুখে চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা পান করে একটা মিষ্টি পাতা পান মুখে দিয়ে অবনীবাবু খোস মেজাজে মোটামুটি ফাঁকা পার্কে এক বেঞ্চ দখল করে বসলেন। তার মনে হল - বন্ধের দিন সব দোকান পাঠ বন্ধ থাকলেও এই ছোটখাট পানবিড়ির দোকানগুলো খুলে রাখলে কেউ আপত্তি করা না। বোধহয় বন্ধের আওতায় পড়ে না এগুলো! শীতকালের বিকেল গড়িয়ে ঘন্টা খানেকের মধ্যে নেমে এল সন্ধ্যা। সূর্যাস্তের দৃশ্য আর দেখা হল না অবনীবাবুর। যেসব বহুতল বাড়িগুলো কলকাতার আনাচে কানাচে গজিয়ে উঠছে দিন কে দিন তাদের আড়ালেই মুখ লুকোলেন অস্তগামী সূর্যদেব। ঘরে ফেরা পাখিদের কূজনে মুখর হয়ে উঠল গাছপালা ঘেরা পার্কটা। একটু পরে ভেতরে যে কয়েকজন ঘোরাফেরা করছিলেন তারাও ধীরে উঠে পড়লেন একে একে। পার্কটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। অবনীবাবুরও মনে হল - এবার বাড়ি ফেরা প্রয়োজন। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। ওর শেষ প্রান্তটা পায়ের নীচে পিষে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর কী মনে হওয়াতে সেটাকে তুলে হিপোমার্কা লিটার বাক্সতে ফেলে দিয়ে এলেন। বাইরে তখন জ্বলে উঠেছে রাস্তার ধারে উজ্জ্বল নিয়ন আলো গুলো। বহুতল বাড়ির জানালা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। আজ বন্ধের দিনে কত বাস জ্বলল, দোকান ভাঙচুর হল, কতজন আহত অথবা নিহত হল সব হিসেব নিকেশ ভুলে মোহিনী কলকাতা আবার সেজে উঠেছে অভিসারিকার সাজে।

মন্থর পায়ে অবনীবাবু বড় রাস্তার ধারে। সাঁই সাঁই করে কিছু প্রাইভেট গাড়ি এবং মাঝে মাঝে কয়েকটা কালো হলুদ ট্যাক্সি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বটে তবে বাস বা ট্রামের কোন দেখা নাই। অবনীবাবুর অনেক দিনের ইচ্ছে একদিন স্ত্রী-পুত্র সহযোগে তিনি ট্যাক্সি করে সারাদিন কোলকাতার নানা দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করবেন। কিন্তু ট্যাক্সির আজকাল যা ভাড়া বেড়েছে তা ভেবে মনের ইচ্ছে মনেই কবর দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে শেষতক জি.পি.ও পর্যন্ত হেটে যাওয়া স্থির করলেন তিনি। সেখান থেকে যানবাহন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। একটু চলার পর যখন তিনি একটা পান দোকানটার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছেন এমন সময় একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে দাঁড়াল দোকানটার সামনে। ভেতরে পিছনের সিটে বসেছিল এক সুবেশ যুবক। সে পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে ড্রাইভারকে বলল সিগারেট কিনে আনতে। তারপর তার দৃষ্টি অবনীবাবুর উপর গিয়ে পড়ল। অবনীবাবু ভাবছিলেন - লিফট চাইবেন কিনা। সম্পূর্ন অপরিচিত একজন যুবককে এই অনুরোধ করতে তিনি ইতস্তত করছিলেন। তার এই থতমতভাব লক্ষ্য করে যুবকটিই তাঁকে বলল - 'কাকু, আপনি কোনদিকে যাবেন? আমি যোধপুর পার্কের দিকে যাচ্ছি। ওদিকের কাছাকাছি কোথাও গেলে আমি আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।'

অবনীবাবুর মনে হল - হাতে চাঁদ পেয়েছেন। তিনি সাগ্রহে জবাব দিলেন - 'আমি গাঙ্গুলিপুকুরে থাকি। যাদবপুর থানার কাছে নামিয়ে দিলে বাকি রাস্তা আমি হেটেই যেতে পারব।' এমন সময় ড্রাইভার ফিরে এসে যুবকটির হাতে একটা ক্লাসিক সিগারেটের প্যাকেট দিতে সেটাকে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে সে অবনীবাবুকে বলল - 'তবে চলে আসুন।'

যুবকটির একেবারে পাশে বসতে সংকোচ বোধ করছিলেন অবনীবাবু। তিনি বললেন - 'আমি সামনে বসলে হত না!'

'সামনের সিটে বসলে সিট-বেল্ট বাঁধতে হবে। তার চেয়ে আপনি এখানেই বসুন। এই বলে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল যুবকটি। অগত্যা অবনীবাবু গিয়ে বসলেন যুবকটির পাশে। গাড়ি রাজপথ দিয়ে ছুটে চলল। অবনীবাবু মনে মনে ভাবছিলেন - আজ অনেকদিন পর তিনি অফিস থেকে ফিরছেন গাড়ি করে। দুঃখের কথা এই যে তার চেনা জানা কেউ তাকে দেখতে পেল না। তিনি নিজের চিন্তায় এতই মশগুল ছিলেন যে যুবকটি যে তাকে কিছু বলছে - প্রথমে খেয়াল করেন নি। যুবকটি তাকে বলছিল - 'একটা কথা আপনাকে আগে বলা হয়নি - যাবার পথে আমায় পূর্নদাস রোড হয়ে যাতে হবে। সেখানে আমার এক দাদা-কাম-বন্ধু থাকে। তার সঙ্গে আমার মিনিট পনেরোর মত কাজ আছে। আশা করি এতে আপনার খুব একটা অসুবিধা হবে না।' অসুবিধা ! অবনীবাবু ভাবছিলেন - 'পনেরো মিনিট কেন এক ঘন্টা হলেও তার কিছু যায় আসে না। ভাগ্যিস এই গাড়িটা পেয়েছিলেন, তা না হলে তাকে খানিকটা হেটে, খানিকটা রিক্সা করে বাড়ি ফিরতে হত। তাছাড়া খরচ তো আলাদা।' মুখে বললেন - 'না না, অসুবিধে কিসের! আমার বাড়ি ফেরার তেমন বিশেষ তাড়া নেই।' যুবকটি মুচকি হাসে বলল - 'তবে তো ভালোই হল। সে এবার পথের নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।'

কিছুক্ষনের মধ্যেই তারা এসে পৌছোলেন এক বহুতল কমপ্লেক্সের সামনে। যুবকটি দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এসে অবনীবাবুকে তার সঙ্গে আসতে আহ্বান জানাল। অবনীবাবু বললেন - 'আমি গাড়িতেই বসে থাকি না হয়। আপনি ততক্ষন কাজটা সেরে আসুন।'

যুবকটি অপ্রতিভ হয়ে বলল - 'তা কি করে হয়। আপনি আজ আমার অতিথি। আর আমার বন্ধুটিও অতি সজ্জন ব্যক্তি। চলুন নিজের চোখেই দেখবেন।' বাধ্য হয়ে অবনীবাবু পিছন পিছন গিয়ে উঠে পড়লেন লিফটে। তার হঠাৎ মনে হল আধুনিক যুবক যুবতীদের সম্বন্ধে তার এতদিনকার ধারনাটা পাল্টানো দরকার। লিফট সাত তলায় পৌছোতে যুবকটি নেমে করিডোর দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বেল টিপল ৮০১ নং ফ্ল্যাটের দরজার।

একটু পরেই একজন বেয়ারা গোছের লোক এসে যুবকটিকে দেখে একগাল হেসে বলল - 'ভেতরে যান। দাদাবাবু অপেক্ষা করছেন।' অবনীবাবুও সসংকোচে ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন যুবকটির পিছু পিছু। ড্রয়িং রুমে একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক বসে চোখ বোলাচ্ছিলেন একটা মাসিক পত্রিকায়। যুবককে দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন - 'যাক্ সময়মতো এসে পড়েছো। বসো বসো। আমার ব্যাপারটার কোন সুরাহা করতে পারলে? তারপর, অবনীবাবুর দিকে তাকালে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। যুবকটি অবনীবাবুকে সোফায় বসতে বলে নিজেও গিয়ে বসল ভদ্রলোকের পাশে। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেবার পর ভদ্রলোককে বলল - 'একটু পাশের ঘরে চলো। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে।' দুজনে পাশের ঘরে যাওয়ার আগে অবনীবাবুকে বলে গেল - 'প্লিজ বি কমফোরটেবল, আমরা এখনই আসছি।'

ওরা চলে যাওয়ার পর অবনীবাবু নড়ে চড়ে বসলেন সোফার উপর। ড্রয়িং রুমে সাজসজ্জা দেখে তার মনে হল ভদ্রলোক একজন রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি। ঘরটার দেওয়ালে ঝুলছে কিছু নামী শিল্পীদের পেইন্টিং। এককোনে একটি ছোট টেবিলে টি.ভি। তার উপরের র‍্যাকে একটা স্টিরিও টু-ইন-ওয়ান। ঘরের অন্য কোনে রাখা সুদৃশ্য কাঁচের সাইড টেবিলে কিছু রজনীগন্ধার স্টিক। মুগ্ধ হয়ে অবনীবাবু চেয়ে চোখে দেখছিলেন আর ভাবছিলেন - তার যদি একটা এমনি বাড়ি হত! সময় কাটাতে অবনীবাবু শুরু করলেন সেন্টার টেবিলে রাখা মাসিক পত্রিকাটার পাতা ওল্টাতে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ভদ্রলোক যুবকটিকে সঙ্গে করে ফিরে এসে বললেন - 'ভেরী সরি টু কিপ ইউ ওয়েটিং। বোর হননি তো? লেট মি চিয়ার ইউ আপ অ বিট।' বলে দেরাজ খুলে একটা সুদৃশ্য বোতল বার করে রাখলেন টেবিলে। বেয়ারাকে বললেন কিচেন থেকে তিনটে পরিষ্কার গ্লাস আর ফ্রিজ থেকে আইস কিউব ও ঠান্ডা সোডার বোতল নিয়ে আসতে। অবনীবাবুর মুখে অপ্রস্তুত ভাব দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন - 'আপনার এসব চলে তো? তা না হলে কোকাকোলার বন্দোবস্ত করব?'

অবনীবাবু আমতা আমতা করে বললেন -'সেই বিয়ের আগে মেসে থাকতে বন্ধুদের সাথে একটু আধটু খেয়েছি। তারপর অনেকদিন আর খাওয়া হয়নি।'

'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল' স্বগতোক্তি করে যুবকটি এবার তিনটি গ্লাসে একটু করে হুইস্কি ঢেলে বাকিটা ভর্তি করল আইস কিউব ও ঠান্ডা সোডা দিয়ে। সবার আগে অবনীবাবুর হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে সে বাকি দুটোর একটা ভদ্রলোককে দিয়ে শেষেরটা নিল নিজে। তারপর গ্লাসটা উপরে তুলে - 'লং লিভ কর্মনাশা বনধ্' বলে একটা লম্বা চুমুক দিল গ্লাসে। তার দেখাদেখি অবনীবাবুও ভদ্রলোকও গলাধঃকরণ করলেন নিজ নিজ গ্লাসের তরল পদার্থ। বেয়ারা একসময় এসে প্লেটে সল্টেড কাজুবাদাম আর গরম ভাজা পকৌড়ি রেখে গিয়েছে। ড্রিংসের ফাঁকে ফাঁকে সকলেই সেগুলোর সদ্ব্যাবহার করতে করতে মেতে উঠল আলোচনায়। অনেকদিন পরে মনটা বেশ হাল্কা বোধ হল অবনীবাবুর। এতক্ষণ তিনি ওদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন চুপচাপ। এবার আলোচনা ক্রিকেট থেকে সরে রাজনীতিতে মোড় নেবার পর তারও কিছু বলার ইচ্ছা হল। ইতঃমধ্যে প্রায় খালি হয়েছিল তার গ্লাস। সেদিকে লক্ষ্য করে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে যুবকটিকে বললেন - 'পিনাকী ওনাকে একটা রিফিল দাও।'

পিনাকী অবনীবাবুর গ্লাস আবার ভর্তি করে দিয়ে বলল - 'কাকু একটু আস্তে আস্তে খান, না হলে নেশা চড়ে যাবে। কী বলেন নীলুদা?' অবনীবাবু একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন - 'মনে ছিল না, অনেকদিন পরে খাচ্ছি তো!'

'পশ্চিম বাংলায় বনধের প্রকোপ' নিয়ে আলোচনা বেশ জমে উঠল এরপর। অবনীবাবু বললেন - 'যাই বলুন, আমাদের সময় এত বনধের বাড়াবাড়ি ছিল না।'

আরে, আপনারা তো স্বর্ণযুগের লোক। দেশ তখন সদ্য সদ্য স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের একছত্র সম্রাট। নেহরুজি যা বলেন তাই লোকে বেদবাক্য বলে মেনে নেয়। স্বাধীনতা পাবার আনন্দে সকলে উদ্বেল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। প্রচুর লোক চাকরী পাচ্ছে। সুতরাং ধর্মঘট করার প্রশ্নই ওঠে না' - পিনাকী বলে উঠল।

কিন্তু এসব না নিয়ে চলুন আমরা একটা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি। 'আচ্ছা কাকু আপনারা তো পুরানো দিনের লোক - কখনও ভূত দেখেছেন নিজের চোখে?' আমরা তো শুধু গল্পই শুনেছি। আজকাল তো আর এসব দেখতে পাওয়া যায় না।'

এবার নীলবাবুও উৎসাহ দেখালেন- 'দেশ ভাগের পর বাবা-মা যখন কলকাতা চলে আসেন যখন তাঁদের মুখে কত গল্প শুনেছি যে অনেক হানাবাড়ি ছিল কলকাতার আশেপাশে। সেখানে গভীর রাতে গেলে ভূতের দেখা মিলত। কিন্তু এখন সে সব বাড়ি প্রোমোটারদের দৌলতে হাল ফ্যাশানের কমপ্লেক্সে পরিনত হয়েছে। ভূতেদের আর সেখানে ঠাঁই নেই। তাদের এখন শুধু দেখা যায় গল্পের বইয়ে আর হরর্ মুভিতে।' কাকাবাবু বলুন না আপনার কোন নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা।

অবনীবাবু শুনে পুলকিত হলেন - কেউ তার কথা শুনতে চাইছে। তার অফিসের বন্ধুবান্ধবরা তাদের নিজেধের গল্প বলতে এতই মশগুল যে অবনীবাবুরও যে কিছু বলার থাকতে পারে, এ তাদের মাথাতেই আসে না।

তিনি একটু গলা খাঁকরে শুরু করলেন - প্রথমেই বলে রাখি এটা ভৌতিক ব্যাপার কিনা জানিনা, তবে আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে একবার একটা খুব অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। আমাদের আদিবাড়ি হল পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে। পড়াশোনায় খুব একটা ভালো রেজাল্ট না করতে পারায় স্কুল ফাইনালের পর চাকরির চেষ্টায় কলকাতা চলে আসি। জীবনের গোড়ার দিকে লিলুয়ার এক ফ্যানের কোম্পানিতে সেল্স রিপ্রেসেনটেটিভের চাকরি পাই। কাজের খাতিরে আমাকে প্রায়শঃই পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে হত। সেবার বর্ধমানকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি জায়গা গুলোতে ট্যুর করছি কিছু অর্ডার যোগাড় করার ধান্ধায়। বৈশাখ মাসের দমবন্ধ করা গরম। চাকরির খাতিরে বোলপুরে সারাটা দিন ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যাবেলায় একটা আধা-গ্রাম আধা-শহরের মত একটা জায়গায় খোয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিচ্ছি। রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাব।

এমন সময় আকাশ কালো করে ঝড় শুরু হল। কালবৈশাখীর ঝড় সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। তাতে দুঃসহ গরমটা খানিকটা কমে স্বস্তি দিল বটে কিন্তু ভয় হল যে এরকম ঝড়বৃষ্টি যদি চলতে থাকে তবে রাতের ট্রেন ধরতে স্টেশনে পৌছতে পারবো না। ঘন্টা খানেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলার পর অবশ্য ঝড়ের প্রকোপ কমে গেল। বষ্টিও মনে হল কমে আসছে। আর অপেক্ষা করা অনুচিত ভেবে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

কাছাকাছির মধ্যে ভেদিয়া বলে একটা নাম কে ওয়াস্তে স্টেশন। সব গাড়ি সেখানে থামে না। তবে খবর নিয়ে জানলাম- রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা স্টাফ নামাবার জন্য এখানে কিছুক্ষন দাঁড়ায়। যেতে যেতে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভালই লাগছিল ভিজতে। এখন গুমোট আবহাওয়টা আর নেই। একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। চাঁদও দেখা দিল। বেশ বড়োসড় চাঁদ দেখে মনে হল - পূর্নিমা কাছেই। প্ল্যাটফর্মে মাত্র দুজন লোক। আমি আর এক মাথায় গামছা বাঁধা ঢ্যাঙ্গা মাঝবয়সী ভদ্রলোক। পাশে রাখা একটা বোঁচকা। দেখে অবাঙালি মনে হল। ট্রেনের আসার সময় অনেকক্ষন পেরিয়ে গেছে কিন্তু গাড়ির দেখা নেই। লোকটি অধৈর্য হয়ে আমার কাছে এসে বলল- 'বাবুসাব, চলুন একটু স্টেশনমাষ্টরের কাছে খোঁজ নিয়ে আসি।'

দুজনে মিলে স্টেশনমাষ্টারের কাছে যা খবর পেলাম তা হল- রামপুরহাট আর বোলপুরের মাঝে কোনো এক জায়গায় ঝড়ে লাইনের ওপর একটা গাছ ভেঙে পড়ে যাওয়ায় এ লাইনে এখন ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ রাত্রে ওদিক থেকে কোনো ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই। বর্ধমান থেকে এদিকে আসবার ট্রেন গুলিও পরে ছাড়বে। কিছু ট্রেন গুশকরা স্টেশনে আটকা পড়ে আছে। তাই যাত্রীদের সুবিধার জন্য গুশকরা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একটা সাট্‌ল ট্রেন যাতায়াত করছে।

শুনে আমরা দুজনেই হতাশ হলাম। তবে কি সারারাত প্ল্যাটফর্মেই বসে কাটাতে হবে? এমন একটা জায়গায় আটকা পড়েছি যেখানে কোন হোটেল আছে বলে মনে হয় না। এর মাঝে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে জানতে পেরেছি আমার সঙ্গের লোকটির নাম মাধো সিং। তাকে বর্ধমান থেকে পাটনার ট্রেন ধরতে হবে। নানান চিন্তা মাথায় আসছে, তবে কোনটাই কার্যকরী বলে মনে হচ্ছে না।

এমন সময় মাধো সিং প্রস্তাব দিল - 'বাবুজি একটা কাজ করলে হয় না ! অজয় নদের ওপারেই তো গুশকরা স্টেশন। আমরা যদি একটু কষ্ট করে রেলোয়ে ব্রিজ ধরে এইটুকু রাস্তা পায়দল যাই তবে গুশকরা থেকে সাট্‌ল ধরে আসানিসে বর্ধমান স্টেশনে পৌছে যাবো। আমাদের মালপত্র হাল্কা ঔর চাঁদনি রাত আছে। দুজনে বাতচিত করতে করতে যাবো, বিশেষ মুস্কিল হবে না।' আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেও শেষতক মাধো সিং এর প্রস্তাবে রাজি হলাম। ভাবলাম যেহেতু এখন ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে, অন্তত ট্রেনে কাটা পড়ার ভয় নেই। সুতরাং 'জয় দূর্গা' বলে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। মাধো সিং তার বোঁচকা মাথায় উঠিয়ে আমার আগে আগে চলল।

পায়ে চলা পথ ধরে খানিকটা যাওয়ার পর অজয় নদের ওপরে সেতুর দেখা পাওয়া গেল। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ওপরে রেললাইন। লোকটা ঢালু বেয়ে বেশ তরতর করে ওপরে উঠে গেল। আমার উঠতে একটু কষ্ট হওয়াতে ও আমায় টেনে তুলল হাত ধরে। ওর গায়ে যে প্রচন্ড শক্তি বেশ বোঝা গেল। চাঁদের আলোয় সেতুর ওপর পাতা রেললাইন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রাত্রে ফুরফুরে হাওয়ায় রেললাইনের পাশের ফাঁক ফাঁক পাটাতনে সাবধানে পা রেখে এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। এমনিভাবে যখন ব্রিজটার প্রায় মাঝামাঝি এসে পৌছেছি তখন নিচের থেকে কানে ভেসে এল সুমিষ্ট এক সঙ্গীত। সে সুরে যে কি সম্মোহন ছিল! আমি মোহগ্রস্থের মত দাঁড়িয়ে এই স্বর্গীয় সংগীত সুধা পান করতে লাগলাম। নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে অবাক হয়ে দেখলাম - অজয় নদের বেলাভূমিতে রাজস্থানী বেশভূষা পরিহিতা এক সুন্দরী রমনী বিভোর হয়ে ছন্দময় নৃত্য করে চলেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক পুরুষ হাতে এক অচেনা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুললিত কণ্ঠে গান গাইছে। এত ওপর থেকে তাদের মনে হচ্ছে - ঠিক যেন কেউ দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে দুটো সুন্দর স্প্রিংয়ের পুতুলকে।

সুরটা খুব পরিচিত কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না। এই সুর যেমন বিচিত্র তেমনিই হৃদয়গ্রাহী। যেন এক অদৃশ্য মায়ার জালে আমার চেতনা ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমার সমগ্র সত্ত্বা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমি আর থাকতে না পেরে এই স্বর্গীয় সংগীত ভালো করে উপভোগ করার জন্য পা ঝুলিয়ে বসার উপক্রম করছি।

এমন সময় হঠাৎ রমনীটির দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর। সে তৎক্ষনাৎ নাচ থামিয়ে পুরুষটির দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওপরের দিকে। আমাদের দেখতে পেয়ে পুরুষটি চিৎকার করে উঠল সোল্লাসে। সেই হর্ষনাদ যেমন অপার্থিব তেমনই ভয়াবহ রক্ত জল করা। অনেকটা যেমন এক ক্ষুধার্ত শার্দূল শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে করে থাকে। সঙ্গীত থেমে যেতেই আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম তখনও আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা কাটেনি। কিন্তু এরপর যা হল তা বললে কেউ বিশ্বাস করবেন না। ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এই বলে অবনীবাবু তার সার্টের হাতা উঠিয়ে রোমকাঁটা দেখালেন।

নীলুবাবু এবং পিনাকী সোৎসাহে একসাথে চিৎকার করে উঠল - তারপর, তারপর। অবনীবাবু তার পাশে আবশিষ্ট লিকার এক ঢোঁকে গলায় ঢেলে আবার পুরোনো গল্পের খেই ধরলেন - 'তারপর সভয়ে লক্ষ্য করলাম - মূর্তিযুগল ক্রমশঃ আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইঁদুর যেমন সাপের সামনে পড়লে হতবুদ্ধি হয়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ে, আমার তখন তেমনি সন্মোহিত অবস্থা। হঠাৎ মাধো সিং আমার হাত সজোরে আর্কর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল- 'দানো হ্যায় বাবুজি দানো। হাম সবকো নিগল যায়েগা। জলদি ইঁহাসে ভাগ নিকলিয়ে।' এই বলে সে আমার হাত তার বজ্রমুস্টিতে ধরে ব্রীজের অপর পারে শুরু করল ছুটতে। যদি অসাবধানতাবশতঃ একবার ভুল করে পা ফসকায় তবে নিশ্চিত পতন ও মৃত্য জেনেও ভূতের হাত থেকে রেহাই পেতে আমি মাধো সিংহের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললাম। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রীজের ওপারে গিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম, তখন দেখলাম মূর্ত্তিদুটোর বিশাল কায়মাথা রেললাইনের ওপারে উঠে এসেছে। তাদের মুখ থেকে রাজস্থানি ভাষায় খেদোক্তি শোনা গেলো। (যার অর্থ আমি মাধো সিংহের কাছ থেকে পরে জেনেছিলাম - 'যা এযাত্রা খুব বেঁচে গেলি।') এরপর আর কিছু মনে পড়ে না। বোধহয় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম গুশকরা স্টেশনের টি.সি.র ঘরে আমি শুয়ে আছি, আর মাধো সিং আমার মাথার কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে।

অবনীবাবু চুপ করেলন। খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর তিনি হাতঘড়ি দেখে বললেন - 'ওরে বাবা, রাত প্রায় সাড়ে নটা বাজে। এবার আমায় যেতে হয়।'

পিনাকী বলে উঠল - 'ও সিওর, তাহোলে নীলুদা আজকের মতো আসি।' নীলোৎপলবাবু বললেন 'কাকু, যা একটা রোমহর্ষক কাহিনী সোনালেন, অনেকদেন মনে থাকবে।' বলে উঠে দাঁড়ালেন। অবনীবাবু পিনাকীর পিছু পিছু লিফট্ দিয়ে নীচে নেমে বসলেন গাড়ীতে। গাড়ি অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল হু হু করে। গাড়িটা যাদবপুর থানা মোড় পৌঁছলে পিনাকী আবার বলল - 'কাকু রাত হয়ে গেছে। আপনাকে বাড়ীতেই ছেড়ে দিয়ে আসি?' অবনীবাবু বাধা দিলেন - 'না না। এখান থেকে আমার বাড়ী হেঁটেই চলে যেতে পারবো। আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই।' গাড়ি থেকে নেছে অবনীবাবু লক্ষ্য করলেন একটু টলমল করছে তার পা। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল একটা রিক্সা। 'ব্রীজটার ওপারে গাঙ্গুলিপুকুর যাবো, কতো নিবি?' - তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'ছটা টাকা দেবেন' - রিক্সাচালক জানালেন।

অন্যদিন হলে অবনীবাবু দরাদরি করতেন। কিন্তু আজ তার ফুরফুরে মেজাজ। তিনি রিক্সায় চেপে বসলেন আর দ্বিরুক্তি না করে। রিক্সায় যেতে যেতে তিনি চিন্তা করছিলেন - 'না, আজকালকার ছেলেদের সর্ম্পকে তার ধারণাটা পাল্টানো দরকার। কী মনোযোগ সহকারে তারা অবনীবাবুর অভিজ্ঞতার কথা শুনল! এর আগে তিনি কতবার এই কাহিনী তার গিন্নীকে শোনাতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকবার দেখা গেছে অর্ধেক শোনার পরই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সকালবেলা উঠে একগাল হেসে আবার আব্দার করেছেন 'কাল রাত্রে কী ভালোই হয়েছিল ঘুমটা। তুমি রোজ রাত্রে আমায় এই গল্পটাই শুনিও তো!'

ওদিকে পিনাকী তার বাড়ি পৌঁছে জামাকাপড় ছেড়ে তোয়ালে হাতে ঢুকল বাথরুমে। ডিনারের আগে স্নান করা তার অনেকদিনের অভ্যাস। স্নান সেরে অয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে একটা নম্বর ডায়াল করল তার মোবাইল ফোনে। ওপার থেকে হ্যালো ভেসে এলে সে বলল - 'নীলুদা বলছিলেন না এবার একটা নামী পত্রিকায় তোমার একটা ওরিজিনাল ভূতের গল্প লেখার অফার দিয়েছে। পেমেন্ট ভালো কোরবে বোলেছে। অথচ তুমি তেমন কোনো প্লট খুঁজে পাচ্ছো না। তো আজকের প্লটের ওপর বেস করে এক রোমহর্ষক গল্প লিখে ফেলে পাঠিয়ে দাও। দারুন কাটতি হবে।'

WIZARD ROBOT

Udisha Bhattacharyya

One day Jan and Timmy made a robot using some cool stuff from their attic. They made it look human as much as possible. It had a cube head and wheels at the bottom. They made its eyes and ears with metallic rings and put an antenna over the head for better communication with the outer world! It also had two metallic hands.

"All done", said Jan. "What will be his name?" "Let's call him Wiz", said Timmy. "That's a good name", said Jan. "What will Wiz do?"

"Wiz is short for wizard," Timmy explained. "He will learn stuff from us. He will read and learn all the books we have." "Can Wiz do our homework?" asked Jan eagerly. "Our homework will be a piece of cake for Wiz" Timmy said.

"Cool, then we are going to have a real nice time with Wiz!" Jan said. "Let us start teaching Wiz." They took Wiz to their study room."Lots of things to learn Wiz!" said Timmy. "Do you know ABCD?" asked Jan.

"I know everything," a metallic voice answered all of a sudden. It was Wiz talking! Jan and Timmy were very much surprised. "It's real! Our robot is talking!!" Timmy said. "I know addition, multiplication, division, computer, internet, encyclopedia..." Wiz continued. "I know history, art, geography, science, mathematics, medicine, psychology, earth, space, religion..." I can travel to past and future. I know the mystery of controlling time!"

"You mean you can make time travel? It's my dream. It will really be an adventure for us." Timmy said. "Yes and not only that, I can very well take you anywhere in the past or future." said Wiz. Wiz took their hands and asked them to close their eyes and stay calm.

Soon they found everything had changed . Cars are flying. Machines and robots are doing all the work. Each child is going to school with a guider robot. They saw robots are cooking, serving breakfast, lunch, and snack, even dinner and dessert! "I don't like this very much." Jan said. "Robots are controlling everything! I like food cooked by my Mom."

'Let's go back to our past, Wiz." Timmy said. "OK, let's go but be careful and avoid danger." Wiz said. They saw huge living dinosaurs! People were living in caves, Timmy remembered Jurassic Park movie and got scared. They were both afraid.

"Let s go back to our present. I think that's where we are most comfortable right now." Timmy said. So they came back to their study room. "Dinner is served." Mom called. "Let's go Wiz." Jan said. "Mom is calling! We are so hungry."

Wiz did not answer this time. It was all their imagination!

"I like your food Mom. Thanks God, it is not cooked by any robot!" Jan said to Mom at their dinner table. "What are you talking about?" Mom asked.

"Nothing!" Timmy and Jan said together and looked at each other.

দুর্গাপূজা ২০০৮
অনুষ্ঠান সূচী

Oct 4, শনিবার

11:30 am	কলাকৃতি ১ –Children's Art Competition	*Organized by Aradhana Bhattacharya*
11:30 am	কলাকৃতি ২ – Children's Crafts Competition	*Organized by Aradhana Bhattacharya*
11:30 am	আল্পনা প্রতিযোগিতা	*Organized by Sutapa Das*
12:00 pm	Best Couple Competition	*Organized by Sutapa Das*
03:00 pm	উদ্বোধনি অনুষ্ঠান	*Richa Sarkar & Santanu Kar*
03:20 pm	'মায়ানটী'– A Dance Recital	*Direction & Choreography by Banhi Nandi* অংশগ্রহনে : Kuheli Mitra, Kriti Nandi, Briti Nandi, Eleena Ghosh, Bebo Das, Puja Deb, Sudeshna De, Akriti Majumdar, Raya Deb, Suraj Samanta, Dhipro Banik, Aariyaman Das, Rounak Das
03:40 pm	কচিকাঁচাদের মজার Skit	*Directed by Prabir Bhattacharya : Facilitated by Sudipta Samanta : Script by Santanu Kar* অংশগ্রহনে : Nil Bhattacharyya, Dhipro Banik, Suraj Samanta, Aariyaman Das, Ronak Mukhopadhyay, Shubham Bhattacharjee

04:00 pm	**'বাউল বাতাস' - A Theme based Dance Portrayal**	***Direction & Choreography by Indrani Kar : Technical Facilitation by Biswanath Bhattacharyya & Tumpa Bhattacharyya***
		অংশগ্রহনে : Kriti Lodh, Natasha Roy, Tinni Datta, Tania Bhattacharyya, Ananya Ghose, Paroma Mukhopadhyay, Remi Nandy, Aradhana Chandra, Upasana Chandra, Nairita Nandy, Tanya Roy, Olivia Datta, Udisha Bhattacharyya, Saachi Datta, Isheeta Mukherjee, Suparna Choudhuri, Sayak Choudhuri , Rimjhim, Brishti & Biswanath Bhattacharyya
04:45 pm	**'গান শুধু গান'- A Medley of Romantic Songs**	Rahul Ray, Mayuri Ray, Debasri Datta, Atrayee Rao, Anindya De,Raja Roy
06:00 pm	**হাসির নাটক -'- A hilarious Drama**	***Directed by Shyamoli Das***
08:30 pm	**'ক্যাকটাস' -A Bengali Band**	A performance by **"Cactus"**, Kolkata's explosive melodious Band. Visit Cactus' website at http://www.cactusmusic.com to know more about this popular group.

দূর্গাপূজা ২০০৮
অনুষ্ঠান সূচী

Oct 5, রবিবার

12:00 pm	**'ধুনুচি নাচ প্রতিযোগিতা' -Dhunuchi Naach Competition**	***Organized by Raja Roy***
12:30 pm	**Children's Fancy Dress Competition**	***Organized by Dola Roy***
04:45 pm	উদ্বোধনী সঙ্গীত	Rumki Maiti
05:00 pm	**'শম্পা কুন্ডু' - চিরদিনের গান Melody – An evening with Sampa Kundu**	A performance by **"Sampa Kundu"** & troup, One of the most popular singer from Kolkata. Visit her website at http://www.sampakundu.com to know more

New Year's Eve Party 2008

Picnic 2008

CHEERS TO PUJARI VOLUNTEERS

- **Puja & Prasad Distribution**
  Shyamali Das, P K Das, Amitesh Mukherjee, Biswanath Bhattacharyya, Saumya Bhattacharjee, Bulbul Banik, Madhumita Mukhopadhyay, Sharmila Roy, Anusuya Mukherjee, Chandana Bhattacharyya, Supriya Saha, Sonia Nandi, Sumana Choudhury, Monali Chatterjee, Sutapa Datta, Richa Sarkar, Ruma Das, Rupa Hazra, Molly De, Aradhana Bhatterjee, Sutapa Das, Sharmila Chatterjee, Indrani Ghosh, Mukta Saha, Ruchi Lodh, Indrani Kar, Sonia Nandi, Kanti Das, Jayeta Sarkar, Mala Pal
- **Cultural**
  Santanu Kar, Amitava Sen, Dola Roy, Shyamali Das, Soma Datta, Banhi Nandi, Sonia Nandi, Debashree Dutta, Jaba Ghosh, Richa Sarkar, Jaba Chowdhury, Saibal Sengupta, Bisakha Sen, Lalita Das, Bob Ghosh, Ruchi Lodh, Indrani Kar, Sharmila Roy, Indrani Ghosh, Jayati senapati, Madhumita Mukhopadhyay
- ***IT (Web)/Email Relationship Management***
  Joyjit Mukherjee, Kallol Nandi, Sutapa Datta, Samaresh Mukhopadhyay, Amitabha Datta, Bob Ghosh, Prabir Nandi
- ***Event Recording/Photography***
  Abhijit Hazra,*Biswanth Bhattacharyya, Samaresh Mukhopadhyay, Kallol Nandi, Swapan Chowdhury, Satyaki Lodh, Joyjit Mukherjee, Bob Ghosh*
- ***Decoration***
  Sonia Nandi,Tumpa Bhattacharjee, Paromita Ghosh, Sutopa Das, Anindya De, Monali Chatterjee, Indrani Ghose, Aradhana Bhattacharyya, Baisakhi Mukherjee, Shymoli Das, Reema Saha, PK Das, Chandana Bhattacharya. Soma Dutta, Sharmila Roy, Anupa Chakraborty
- ***External Artists***
  Prabir Bhattacharyya, Santanu Kar,Prabir Nandi
- ***Kids Events Management***
  Rima Saha, Sonia Nandi, Dola Roy, Mukta Saha, Paramita Ghosh, Debjani Majumdar, Subhasree Nandi, Indrani Ghose, Ajanta Das, Indrani Kar, Saheli Bhattacharyya, Sipra Chandra, Soma Choudhury, Madhumita Mukhopadhyay
- ***Light and Sound Logistics***
  Santanu Kar, Satyaki Lodh, Surojit Roy, Bob Ghosh, Subhojit Roy, Prabir Nandi, Abhijit Hazra, Kallol Nandi, Ravi Senapathi, Saumen Ghosh, Sujit Sarkar, P k Das
- ***Public Relations***
  *Ashok Das**,** Sudipta Samanta, Kanti Das, Atul Choudhuri, Saheli Bhattacharyya, Dola Roy, Gouranga Banik, Bulbul Banik, Shyamoli Das, Ruma Das, Sushmita Mohalnobish, Abhijit Chatterjee, Soma Dutta, Chandana Bhattacharyya, Madhumita Mukhopadhyay*
- ***Publication***
  *Arnab Bose**,** Sutapa Datta, Samaresh Mukhopadhyay, Sutapa Das, Prabir Bhattacharyya, Subhojit Roy, anindya De, Amitabha Datta, Sujan Bhattacharjee*
- ***Fund Raising and Advertisment***
  Surajit Chatterjee, *Pabitra Bhattacharya**,** Samaresh Mukhopadhyay, Jaydip Dutta, Rajib Roy, Satya Mukhopadhyay, Sudipto Ghose, Kallol Nandi, Kanti Das, Prabir Nandi, Subhojit Roy, Mukta Saha, Sanjib Dutta, Dola Roy, Gaurango Banik, Amitabha Dutta, Aninidya De, Debjyoti Roy, Sudipta Samanta, Sanjoy Chatterjee, Joyjit Mukherjee*
- ***Venue Logistics/Planning/Coordination)***
  Sudipta Samanta, *Rahul Roy**,** Pabitra Bhattacharjee, Sonali Das, Richa Sarkar, Choudhury, Prabir Bhattacharyya, Sanjay Chatterjee, Joydeb Majumdar, Dipankar Chandra, Supriyo Saha, Nachiketa Nandi, Sudipto Ghose, Joyjit Mukherjee, Pabitra Bhattacharya, Anindo De, Vikram Das, Mukta Saha, Prabudha Pal, Sujit Sarkar, Gauranga Banik*
- ***Sports/Picnic/Parties***
  *Abhijit Hazra**,** Surojit Roy, Sudipto Ghose**,** Subrata Majumdar, Amitesh Mukherjee , Mrinal Chakabarty , Soumen Ghosh, Pabitra Bhattacharyya, Bhaskar Banerjee, Swapan Mondol, Seemita Chakrabarty, Subhojit Roy, Prabir Nandi, Sonia Nandi, Indradeep Banerjee*
- ***Food Planning and Coordination***
  Prabir Bhattacharyya, *Sushanta Saha, Subir Dutta, Joyjit Mukherjee, Subhojit Roy, Anjan Das, Joydeb Majumdar, Soumya Bhattacharya, Sanjay Chatterjee, Mukta Saha, Kakali Banerjee, Satyaki Lodh, Supriya Saha, Gauranga Banik*
- ***Youth Programmes***
  Ananya Roy/Sejuti Banik/Sampriti De/Rohit Roy, Sudipto Banerjee, Rupa Bhoumik, Abhiruchi Agarwal, Arnab Chatterjee, Aryaman Das, Neil Bhattacharyya, Sudhesna Datta, Saunak Das

PATEL BROTHERS

"Celebrating Our Food....Our Culture"

Bringing your homeland closer since 1974

SWAD

A proud sponsor of

Pujari of Atlanta's Durga Puja Celebrations

CHICAGO · DETROIT · NEW YORK · NEW JERSEY · CLEVELAND
COLUMBUS · ATLANTA · ORLANDO · HOUSTON · JACKSON, MS
DALLAS · PITTSBURGH · RALEIGH · WASHINGTON D.C.
BOSTON · NASHVILLE · INDIANAPOLIS

FROM THE SET OF REHERSALS